বিদুর।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

৺মথুরানাথ সাহা ও ৺নীলকান্ত দাসের
যাত্রায় অভিনীত

(শ্রীভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে গঠিত)

কলিকাতা, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্,
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২০ সাল

মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল,
সহদেব, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, শকুনি,
অধিরথ, দারুক, পুরোচন, প্রতিকামী,
খনক, নাবিক, ধৌম্য, প্রজাগণ,
ঋষিবালকগণ, যম, সৈন্যগণ,
মুনিগণ, সঞ্জয়,
ইত্যাদি।

পাত্রী।

ভগবতী, বিজয়া, সত্যভামা, কৃষ্ণভামিনীগণ,
দিগঙ্গনাগণ, পদ্মাবতী, (বিদুরের স্ত্রী), কুন্তী,
গান্ধারী, দ্রৌপদী, সহচরীগণ, নটীগণ,
ভৈরবীগণ, পুরনারীগণ, নর্ত্তকীগণ,
বৈষ্ণবীগণ, বিষ্ণুশক্তি,
ইত্যাদি।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

পদ্মিনী -বাঁধান	(মথুরসাহার যাত্রায় অভিনীত)			১৷৹
দীনবন্ধু	(বাঁধান)	,,	,,	১৷৹
জাবা	,,	,,	,,	১৷৹
দুর্গাসুর	,,	,,	,,	১৷৹
চাণক্য	,,	,,	,,	১৷৹
যদুবংশধ্বংস	,,	(সচিত্র)		১৷৹
ভৃগুচরিত		,,	,,	১৷৹
শুকদেব চরিত		,,	,,	১৷৹
প্রহ্লাদ চরিত		,,	,,	১৷৹
রুক্মাঙ্গদরাজার হরিবাসর			,,	১৷৹
রগড়		(প্রহসন)		৷৹
প্রবীরপতন বা জনা	(অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত)			১৷৹
দাতাকর্ণ		,,	,,	১৷৹
কালকেতু		,,	,,	১৷৹
লবণ সংহার	(বাঁধান সচিত্র)		,,	১৷৹
কালাপাহাড়			,,	১৷৹
মহীরাবণ				১৷৹
জয়দেব	(ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনীত)			১৲

পাঁচোয়ারসিং (নক্সা) ৶৹, চাল্তার অম্বল, খাসা দই, ছানার পায়েস, ক্ষীরের-নাড়ু (খোসগল্প) প্রত্যেকের মূল্য /৹, খুল্লনা পাঁচখানা হাফটোন ছবিসহ (স্ত্রীপাঠ্য) ৷৶৹, অলোক-চতুরা গার্হস্থ (উপন্যাস) ৸৹, সত্যনারায়ণ (ব্রত কথা) ৶৹, আদর্শপত্রদলিল ৷/৹, হস্তলিপির আদর্শ /৹, তালপাতায় ছাপা শাস্ত্রগ্রন্থ—চণ্ডী ১৲, গীতা ১৲, কালীপূজা পদ্ধতি ৷৹, জগদ্ধাত্রী পূজাপদ্ধতি ১৲, ভবদেব ১৷৹, দুর্গাপূজাপদ্ধতি তিনপ্রকার (কালিকা, দেবীপুরাণ, বৃহনন্দিকেশ্বর) প্রত্যেকের মূল্য ১৲, ব্রতমালা ১৷৷৹ নাগরী অক্ষরে চণ্ডী ১৲।

প্রস্তাবনা।

নটীগণ।

গীত।

আমরা গাইব একটা গান, আমরা গাইব একটা গান।
জুড়িয়ে যাবে কাণ, কিন্তু মন দিতে হবে, নৈলে বিগ্‌ড়ে যাবে প্রাণ।
ভাল না ব'লে ব'ল্‌বে মন্দ, কবির উপর লাগ্‌বে সন্দ,
নয় মন্দ মহাভারতের কথা অমৃত সমান—
সে কালে পুণ্যবানে শুনত কথা, এ কালে কি নাই পুণ্যবান॥
কাঁদিতে নয়, দিতে ধর্ম্মের জয়, গোলোক ছেড়ে এ ভূলোকে—
এলেন দয়াময়,—
নাশ ক'র্‌লেন দুর্য্যোধনে, রাখ্‌লেন পঞ্চপাণ্ডবের মান,
খুদ খেলেন বিদুর-ঘরে, দেখাইলেন ভক্তের ভগবান।
আর ক'র্‌লেন কি ? জ্ঞাতি-কলহে কুরুকুলের না হ'ল বা কি ?
পুরাণ-কথা নয় পুরান—ঘরে ঘরে দেখ বর্ত্তমান,
এখন আমরা আস্‌তে পারি, ঐ শোন কি বলেন বিদুর মতিমান॥

বিদুর।

(পৌরাণিক নাটক।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রঙ্গভূমি।

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সঞ্জয়, অন্যান্য রাজগণ, দর্শকগণ, কৃপাচার্য্য, গান্ধারী, পুরনারীগণ ও কুন্তীর প্রবেশ।

বিদুর। আর্য্য! আচার্য্যের বিধিসৃষ্ট রঙ্গভূমিমাঝে,
সমাগত পুরনারী রাজেন্দ্রমণ্ডলী—
মহাবলী জ্যেষ্ঠতাত গঙ্গার নন্দন,
ন্যায়পরায়ণ কৃপাচার্য্য আদি মহামতি।

যদি হয় অনুমতি—আসে তবে অস্ত্র-গুরু দ্রোণ—
সহ শিষ্য কুরুশিশুগণ, দেখান্ অস্ত্রের শিক্ষা—
লভিয়াছে কোন্ শিশু কত।

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ বিদুর! যদি সকলেই উপস্থিত হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে আর বিলম্ব কেন? জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি গ্রহণ ক'রে আচার্য্যকে রঙ্গভূমিতে আহ্বান কর। দেখা যাক্—কুমারগণ কে কেমন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন।

ভীষ্ম। বিদুর! অন্ধরাজের অনুমতির সহিত আমারও সম্মতি প্রদান করা হ'য়েছে। আচার্য্যকে আহ্বান কর।

বিদুর। বাদকগণ! ঘোষক বাদ্যে আচার্য্যকে আহ্বান কর।

(বাদ্য বাদন)

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। নমি অগ্রে দেব শূলপাণি—
সংহার-মূরতি ধূর্জ্জটী শঙ্করে।
পরে নমি সভাস্থিত দ্বিজপদাম্বুজে।

(অশ্বত্থামা সহ প্রণাম)

শিষ্য মোর কুরুবংশধরগণ,
অকিঞ্চন আকিঞ্চন করি,
শিব স্মরি শিখাইল, তাহাদেরে সাধ্যমত তার—
বহুবিধ অস্ত্রব্যবহার।

পরীক্ষা তাহার আজি রঙ্গভূমিমাঝে—
বীরের সমাজে দোষগুণ হইবে বিচার।
জয় পুরস্কার—নয় তিরস্কার লভিবে অধম।
এস অগ্রে পাণ্ডব-অগ্রজ!
ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ব'লি ব্যাখানি তোমায়
দাও আসি পরিচয় তার।

(বাদ্য বাদন)

ধনুর্হস্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। অস্ত্র-গুরু! নমে দাস পদ-সরসিজে!

(বাণক্ষেপণ ও দ্রোণের পাদপদ্মে পতিত হওন)।

সকলে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!
দ্রোণ-গুরু-পদে—পড়ে পদ্ম!
ধন্য জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের শিক্ষা ধনুর্ব্বাণ।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! কি হ'ল? কে কি ক'র্‌লে?

বিদুর। আর্য্য! পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির ধনুর্ব্বাণ যোজনা ক'রে পদ্মকানন হ'তে পদ্ম এনে গুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'র্‌লে।

ধৃতরাষ্ট্র। হ্যাঁ! আমার যুধিষ্ঠিরের এমন ক্ষমতা জন্মেছে! ধন্য আচার্য্য! তোমার অস্ত্রশিক্ষা-দান-প্রণালী! বাবা যুধিষ্ঠির! নিকটে এস। (যুধিষ্ঠিরের মস্তকে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক) তোমা

বাপ, আমার বংশের গৌরব, দীর্ঘায়ু লাভ কর বাবা! তার পর বিদুর! তার পর আমার দুর্য্যোধন আস্‌বে না?

বিদুর। (স্বগত) অহো কি কাপট্য! দাদার কেবল আপন সন্তানের প্রতি তীব্র লক্ষ্য! তবে পাণ্ডবদিগকে যে দুই একটী প্রিয় বাক্য বলেন, তা মৌখিক মাত্র। ইচ্ছা হয়—এই মুহূর্ত্তে এই রঙ্গভূমি হ'তে স্থানান্তরিত হই; কিন্তু কর্ত্তব্য-গণ্ডীতে আবদ্ধ র'য়েছি! বিদুর! আর কতদিন তুমি এ স্বার্থপরতা-মহাবিষের মধ্যে অবস্থান ক'র্‌বে?

ধৃতরাষ্ট্র। আচার্য্য! আমার দুর্য্যোধনকে কখন্ আহ্বান ক'র্‌বেন?

ভীষ্ম। (স্বগত) অন্ধের ব্যবহারে নির্লুপ্ত ক্রোধ যেন সাকার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সংযত হৃদয়কে চঞ্চল ক'রে দেয়।

দ্রোণ। এস এবে প্রাণাধিক ভীম-দুর্য্যোধন,
করিয়া যতন বহু—শিখায়েছি গদাযুদ্ধ উভে!
দেখাও সভার মাঝে নৈপুণ্য তাহার।

(বাদ্য বাদন)

গদাহস্তে ভীম ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

ভীম। গুরু! নমে ভীম। (প্রণাম)
গদা আমি বড় ভালবাসি।

দুর্য্যোধন। নমে দুর্য্যোধন গুরো! (প্রণাম)
ভীম চেয়ে আমি গদাযুদ্ধ জানি।

আয় ভীম! বোঝা যাবে আজ—
কেবা কত গদাযুদ্ধ জানে।

ভীম! মুখে আড়ম্বর বৃথা, ভাব মনে মনে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

কতিপয় দর্শক। ধন্য—ধন্য বৃকোদর!

কতিপয় দর্শক। ধন্য—ধন্য বীর দুর্য্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! আমার দুর্য্যোধনকে কেমন যোদ্ধা দেখ্‌চ?

বিদুর। দাদা ভীমই সমধিক যোদ্ধা।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! আমি আজ অতিশয় দুঃখিত হ'লাম, অনেকেই ত ব'ল্‌চে, দুর্য্যোধন বীর, তুমি কেন ভীমের এত প্রশংসা ক'র্‌চ? কারণ কি বল ত?

বিদুর। দাদা, জীবনে কখন পক্ষপাতিত্ব কারে বলে, তা জানিনি।

ধৃতরাষ্ট্র। না, না আমি তা ব'ল্‌ছি না, তবে দুর্য্যোধনের আমার অনেকেই ত প্রশংসা ক'র্‌ছে।

কুন্তী। আমার ভীমের অসীম শক্তি! ভগবান্, তুমি আমার ভীমকে বাঁচিয়ে রাখ।

গান্ধারী। কেন ভগিনি! দুর্য্যোধনের শক্তি কি ভীমের অপেক্ষা অল্প?

দ্রোণ। (স্বগত) হয় হিতে বিপরীত বুঝি,
নারী-দ্বন্দ্ব ঘটিল সহসা!
থাক্, যুদ্ধে ক্ষান্ত করি ভীম-দুর্য্যোধনে।

(মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া)

বৎস! রণ কর সম্বরণ।
সভ্যগণ বুঝিয়াছে—
কে কেমন লভিয়াছ সমর-কৌশল!
এস এস তৃতীয় পাণ্ডব!
বিখ্যাত সংসারে—প্রিয় শিষ্য তুমি রে আমার;
দেখাও কৃতিত্ব সেই, সভার মাঝারে।

(বাদ্য বাদন)

ধনুর্ব্বাণ হস্তে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। গুরু! বন্দে পদ ভৃত্য ধনঞ্জয়। (প্রণাম)
কর আশীর্ব্বাদ—
অভিলাষ যেন পূরে গুরু গো তোমার।
এই বাণে জ্বালাব অনল,
এই বাণে হবে জল তাহা।

সকলে। ধন্য অর্জ্জুন, তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার কুন্তী মাতা, ধন্য তুমি কুরুকুলের গৌরব-চন্দ্র।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! আমার অর্জ্জুন এল নয়? আমার বংশের সার্থকজন্মা মহাপুরুষ; আমাদের পরম সৌভাগ্যে এ হেন রত্ন আমরা লাভ ক'রেছি।

অর্জ্জুন। এই দেখ, এই বাণে জ্বলিল অনল,
পুনঃ বাণে বর্ষি বারি করিল শীতল।
হের শূন্যে উঠি গেল এই শর,

অই হের পুষ্পবৃষ্টি হয় ভূমি'পর!
এই দেখ—এই বাণ করিনু ক্ষেপণ,
অই শোন মহারণ্যে সিংহের গর্জ্জন!

সকলে। ধন্য অর্জ্জুন! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা; তোমার তুল্য বীর ধরাধামে আর দ্বিতীয় নাই!

নকুল, সহদেব ও দুঃশাসন সহ কর্ণের প্রবেশ।

দুঃশাসন। স্থির হোন্, স্থির হোন্. অত প্রলাপ ব'কবেন না। এই দেখুন—কিরূপ মহাবীর এসেছেন, দেখুন। দেখ্ছেন—হস্তের ধনুর্ব্বাণ! এ আর তৃতীয় পাণ্ডবের ধনুর্ব্বাণ নয়।

সকলে। তাই ত কে ইনি!

কর্ণ। কোথা তুমি ধনঞ্জয় তৃতীয় পাণ্ডব!
কিবা অসম্ভব বিদ্যা, বল দিলে পরিচয়,
হয় হাস্যের উদয়—ইহাতে তোমার এতই সম্মান?
'শুনি দূর হ'তে যশোগান তাই!
তবে দেখাইতে চাই, আছে মম ঠাঁই—
কত শিক্ষা—অস্ত্রের কৌশল।

অর্জ্জুন। ভাল, দেখালেই হ'ব সুখী।

দ্রোণ। কেবা তুমি—কহ কিবা বিদ্যা জান?

কুন্তী। (স্বগত) একি সকুণ্ডল বীর কে! এ ত আমার কর্ণ না হ'য়ে যায় না! হায় বাছাকে যে আমি কন্যাকাবস্থায় প্রসব

ক'রে জলে ভাসিয়ে দিয়ে ছিলাম, সেই কর্ণ আমার এত বড় হ'য়েছে! ভগবান্, তুমিই বাছাকে রক্ষা কর।

কর্ণ। বর্ণনায় কি হবে ধীমান্!
হের বাণের সন্ধান,
জানি আমি, তুমি দ্রোণগুরু আচার্য্য-প্রধান।
হের সবে এই বাণে জ্বলিল অনল,
এই হ'ল জল, নিবাইল সে আগুনে।
এই বাণে পুষ্পবৃষ্টি হবে ইন্দ্রলোকে—
এই বাণ আক্রমিবে সিংহ ব্যাঘ্রে কাননভিতরে।
এই ত শিক্ষিত বিদ্যা তব,
হের মোর বিদ্যা আর' কত রূপ!

সকলে। ধন্য, ধন্য তুমি মহাবীর!

দুর্য্যোধন। ধন্য, ধন্য তুমি ভাই!
ভাগ্যবশে পাই আজ হেন দুর্লভ রতন!
না জানি যতন, দেহ আলিঙ্গন,
নিজ গুণে ভাব সোদর সমান।
দিনু প্রাণ তব করে, এই সংসারমাঝারে,
অদেয় তোমায় মোর না রহিল কিছু।

কর্ণ। করি অঙ্গীকার—
আজি হ'তে সখা হইনু তোমায়,
কিন্তু ভাই, এক নিবেদন,
চাই মাত্র রণ শুধু অর্জ্জুনের সহ।

অর্জ্জুন। এত দূর আশা!
কোন্ কীট তুই নরাধম! নাই আমন্ত্রণ,
তবু আগমন করিলি সভায়?
নাই অধিকার, বাতুল প্রকার—
ভদ্রতার সীমা এড়ি ক'স্ কথা,
পশু যথা জ্ঞানশূন্য হেরি।
মরি মরি পশু কেন পশে মানব-সমাজে?
থাক্ পশু, নয় পাবি শাস্তি পাঁচনী-প্রহারে।

কর্ণ। অহঙ্কারে মত্ত সদা তুই ধনঞ্জয়,
বৃথা গর্ব্ব আমার সমীপে।
বলী বল অস্ত্রেতে প্রকাশে,
নীচ ভাষে ইতর যে জন!
ধর্ অস্ত্র—কর্ রণ,
গুরু দ্রোণ আছে বর্ত্তমান,
নয় যাবে প্রাণ কহিনু নিশ্চয়।

দ্রোণ। এত আশা তোর দুরাশয়!
ধনঞ্জয়! ধর শর,
করহ পামর সহ রণ,
দেখা যাক্ বীরত্ব কেমন ধরে বীর!
ফেল কাটি শির,
হয় হবে প্রলয়-ঘটন।

কৃপাচার্য্য ও ভীম। ভয় নাই অর্জ্জুন তোমার!

দ্রোণ, পাণ্ডবগণ ও পাণ্ডবপক্ষীয় রাজগণ। } মার, মার দুরাচারে !

দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতা ও দুর্য্যোধনপক্ষীয় রাজগণ। } কার সাধ্য—শত ভ্রাতা থাকিতে আমা
আগন্তুক অতিথিরে নাশিবারে পারে!

কৃপাচার্য্য। দ্বন্দ্বে কিবা প্রয়োজন!
শোন শোন আমার বচন,
হয় পার্থ পৃথার নন্দন,
সুপ্রসিদ্ধ কুরুবংশে জন্ম তার।
কহ আগন্তুক, কোন্ বংশে জন্ম তব;
সম বংশ হইলে তোমার—
অর্জ্জুনের সহ করাইব রণ,
নয়—নয় সুশোভন—
রাজপুত্র সহ অযোগ্য সমর!

কর্ণ। (বিষন্ন হওন)

দুর্য্যোধন। কি—কি—রাজা কিম্বা রাজপুত্র—
না হইলে যদি ধনঞ্জয় নাহি যুদ্ধ করে,
তবে এখনি ইঁহারে দিনু অঙ্গরাজ্য আমি,
এখনই অভিষেক করিব এখানে।
যাও অনুচর, আনহ সত্বর অভিষেক-দ্রব্য যত।
দুঃশাসন চামর দুলাবে,
কনক-অঞ্জলি দিবে যতেক ভূপতি,

আপনি ধরিব স্বর্ণ-ছাতি,
বৈস মহামতি, এই সিংহাসনোপর।

(কর্ণকে সিংহাসন প্রদান)

দুঃশাসন। তবু চাই পার্থ সহ রণ,
কে বড়, কে ছোট বুঝিব এখন,
পার্থ ভাই বড়ই বড়াই করে।

বিদুর। (স্বগত) অন্ধরাজ তবু এখন' নীরব!
হইতেছে সমুদ্রমন্থন—উঠিতেছে কালকূট,
অন্ধরাজ তবু এখন' নীরব!

অভিষেক-দ্রব্য লইয়া অনুচরগণের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। আসিয়াছে অনুচর,
দুঃশাসন ভাই ঢুলাও চামর,
কনক-অঞ্জলি দাও যতেক ভূপতি,
আপনি ধরিনু স্বর্ণ-ছাতি,
থাকে যদি শকতি কাহার',
দিক্ আসি সেই বাধা।
গাও ভট্টগণ,
অঙ্গাধিপ-অভিষেক মঙ্গলের গান! (তথাকরণ)

ভট্টগণ। গীত।

গা রে প্রকৃতি সমস্বরে গা, জয় জয় অঙ্গাধিপ জয়।
তোর পতি ভূপতি, আজি রে তোর হৃদয়ে পুলকে সমুদয়॥

নয়নরঞ্জনে, নে গো যতনে, রাখ তোর সুলভ রতনে ঢাকি,
তোর যে বেদনে— হবে সমদুখী, তোর পানে সদা যায় আঁখি,
তোর যে দেউলে জ্বালিয়ে পঞ্চপ্রদীপ, মা—
করিবে শুভ আরতি নাশিবে আঁধার-ভয় ॥
তোর নর্ম্মপ্রাঙ্গণে মর্ম্ম ঢালিয়ে মা, ধর্ম্ম পালিবে যে জন,
ব্রীড়া করি মুক্ত, হ' মা আসি যুক্ত, দে মা দে মা তারে আলিঙ্গন,
তোরি ফুল ফল, তোরি নির্ম্মল বায়ু স্বাদু জল—
অনুরাগে দে মা তারে, বল্ সদা থাকিতে সদয় ॥

ভীষ্ম। (স্বগত) কুরুক্ষেত্রাকাশে এতদিনের পর কাল মেঘের সমুত্থান হ'ল, আর বজ্র পতনের বিলম্ব নাই!

দ্রোণ। (স্বগত) বুঝ্‌লাম—কুরুক্ষেত্রে তিথিনক্ষত্রযোগত্রয়ের সংযোগে ধ্বংসযোগের সূত্রপাত হ'ল।

কর্ণ। দুর্য্যোধন, আজ তুমি, যে সম্মান করিলে অর্পণ,
রবে মনে অনুক্ষণ তাহা।

দুর্য্যোধন। মিত্র বলি যদি করহ গ্রহণ,
তবে সার্থক জীবন জ্ঞান করি।

কর্ণ। এই—সখা! আজ হ'তে সখা তুমি,
সমপ্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
এস সখা, দাও আলিঙ্গন।

(উভয়ের আলিঙ্গন।

অধিরথের প্রবেশ।

অধিরথ। হাঁ গো, আমার কর্ণ নাকি রাজা হ'য়েছে?

কর্ণ। পিতা, পিতা, নমে পুত্র, (প্রণাম)
পিতা তব আশীর্ব্বাদে,
আর এই দুর্য্যোধন সখার প্রসাদে
রাজা আমি আজ, অঙ্গরাজ্য হ'য়েছে আমার।

অধিরথ। বেঁচে থাক বাবা, শ্রবণ-সুখ আর নয়ন-সুখ!

[প্রস্থান।

সকলে। একি—একি সূতপুত্র কর্ণ!

ভীম। দূর হ'রে নরাধম,
অধম অন্ত্যজ সূত!
এতক্ষণে বোঝা গেল,
বীর কেন হয় মন্দভাষা?
নীচ কুলে জন্ম যার,
হয় তার নীচ ব্যবহার,
মরি—মরি—সেই সে আবার
অঙ্গরাজ্যে রাজা হয়!
সভ্যচয়! দেখহ বিচারি—
রাজছত্র লও কাড়ি,
হাতে দাও বাড়ি,
দাও রথে অশ্ব করিতে চালন,
জাতি-কার্য্য করুক সাধন,
ছিঃ ছিঃ দুর্য্যোধন!

সখা ব'লে তুই কারে দিলি আলিঙ্গন ?
লভে কি কখন সারমেয় যজ্ঞ-হবি ?

কর্ণ। সখা, সখা—

দুর্য্যোধন। সাবধান বৃকোদর, জন্মতত্ত্ব ক'র না বিচার,
নিজ গাত্রে নিক্ষেপ অঙ্গুলি—
ভাল বলি তবে ঘোষিবে ত্রিলোকে।
কয় লোকে, জন্মে কেহ পূজ্য নাহি হয়,
কার্য্যে হয় সর্ব্ব পূজনীয়।
কার্ত্তিকেয়-জন্ম হ'ল শরবনে,
মানে তারে দেবকুল।
ভুল, ভুল তোর রে বাতুল,
যারে আমি সখা ব'লে ক'রেছি গ্রহণ,
তার যোগ্য তুই নহেক কখন!
সমস্ত ভারতে সম্মান তাহার।
আজি দিনু অঙ্গরাজ্য,
কাল তারে দিব সর্ব্ব অধিকার,
দেখি কার কত শক্তি—
সখা-শক্তি-বলে সব রাজা মোর হবে অনুগত।
এস সখা, যাই বিশ্রাম-ভবন।

দুঃশাসন প্রভৃতি। চল সখা, শুনে নাই কাজ কুক্কুর-চীৎকার!

[দুর্য্যোধন সহ কর্ণ দুঃশাসনাদি ভ্রাতাগণের প্রস্থান।

ভীম। শুনুন্ পিতৃব্য! শুনুন্ জ্যেষ্ঠভ্রাত!

অন্যান্য পাণ্ডব। পাণ্ডব কি এত শক্তিহীন! চল গৃহে যাই!

ভীম। হের আর্য্য! ভীম চিরক্রোধী,

এবে হের, কার কত মন্দ ব্যবহার!

[পাণ্ডবগণের প্রস্থান।

সকলে। হায় হায়! কুরুকুলে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভেদ হ'ল! লক্ষণ বড় ভাল ব'লে বোধ হয় না। চল, এখন স্ব স্ব স্থানে যাওয়া যাক্।

ভীষ্ম। আসুন আচার্য্য! কুরুক্ষেত্রের ভাবী বৃক্ষের অঙ্কুর দেখ্‌লেন ত?

[প্রস্থান।

বিদুর। দাদা, শুন্‌লেন?

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ, দুঃশাসন ছেলেমানুষ, এদিকে সে সব কথা ব'ল্লে ভাল, তবে শেষ কথাটা একটু অশ্রাব্য ক'রে ফেল্লে, ছেলেমানুষ কিনা!

বিদুর। (স্বগত) বিদুর! এখনও তুমি নীরব? থাক, নীরব ভাবেই থাক! কিন্তু এ বিষময়ী পুরাতে আর কতক্ষণ থাক্‌তে পার্‌বে? থাক, থাক, যতক্ষণ পার, ততক্ষণ থাক। (প্রকাশ্যে) সঞ্জয়! দাদাকে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! পুরনারীদিগকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রে চল। এ যে অন্যায় কথা সঞ্জয়! জন্ম নিয়ে কি বিচার চলে? তাহ'লে নিজেদের মুখেই ত চুণকালী পড়ে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

পদ্মাবতী ও সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত

কুলবধূ—আঁচল দিয়ে মুখখানা ঢাক্, আস্‌ছে লো তোর নাথ—
কোকিল দিচ্ছে পিট্‌কারী।
(ওমা—তুই যে কুলবধূ গো)।
সদা গুরুজন-ভয়—পাছে কেউ লো দেখে—দুজনার খোলাখুলি প্রাণ,
ছিঃ ছিঃ কি ব'ল্‌বে লোকে নেহারী।
(ও মা তুই যে কুলবধূ গো)।
রজনীর বুকে পরি নীলসাড়ী, যাস্ পতিপাশে করি লুকোচুরী,
সাম্‌লাতে কঙ্কণের ঘা, সুতো দিয়ে বেশ বাঁধিস্ তা,
চোখ দুটো তোর চারিপাশে ঘুরে, পাছে কেউ কোথা পাতে আড়ি।
সলাজ সুন্দরী তুই কুলবধূ, তুই ত সইতে পার্‌বি না টিট্‌কারী॥

পদ্মা। সত্যি বোন, তোরা যখন আমার কাছে থাকিস, আর নাথ যদি তখন এসে পড়েন, তাহ'লে আমি আর লজ্জায় বাঁচিনে।

১ম সহচরী। আজ আর ছোট প্রভু এলে আমরা যাব না, দেখি কচিখুকী তুমি কি কর?

২য় সহচরী। আজ সে গুড়ে বালি। তাঁর আজ আস্‌বার

ঠিক নেই. কতক্ষণে কুমারদের যে অস্ত্রপরীক্ষা শেষ হবে, তা বলা যায় না।

৩য় সহচরী। অস্ত্রপরীক্ষা হ'য়ে গেছে, বড় কুমার দুর্য্যোধন নাকি একটা ছুঁতোরের ছেলের সঙ্গে মিতে পাতিয়ে সভায় সকলকে অপমানিত ক'রেছেন. সেই নিয়ে খুব একটা হাঙ্গামা হ'চ্চে।

পদ্মা। তাই ত, দুর্য্যোধন হ'ল কি? সে সকলেরই অবাধ্য। বিশেষতঃ মেজভাসুরের ছেলেদের সঙ্গে ত একদণ্ড বনে না। উনিও দিন দিন বিরক্ত হ'য়ে যাচ্চেন। আমিও তাই তাঁকে বলি, যারা আপনার কথা শুনে না, তাদের সঙ্গে আপনি মিশেন কেন? তাতে বলেন, দাদা যে আমায় ছাড়্‌তে চান্‌ না। দাদার অবাধ্য হই কিসে? সবি সত্যি! কিন্তু ভেবে ভেবে ত শরীর নষ্ট করা! যাক, আজ পরীক্ষায় ভাল হ'ল কে, তা শুনেছিস চিত্রাঙ্গদা!

৪র্থ সহচরী। সবার চেয়ে ভাল নাকি তৃতীয়পাণ্ডব হ'য়েছিলেন, তার পর সেই একটা কে ছুঁতোরের ছেলে এসে সকলের চেয়ে ভাল হ'য়েছে। বলে—তার মত যোদ্ধা আর কেউ নেই।

পদ্মা। সেই জন্যই বুঝি দুর্য্যোধন তাকে সখা ক'রেছে? সে আমার অর্জ্জুনের চেয়েও যোদ্ধা? না—একথা আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না। প্রভু আমায় কত বার ব'লেছেন, অর্জ্জুনের সমযোদ্ধা এ ভারতে আর কেউ নেই। এাক,

সহসা আমার বামচক্ষু নৃত্য ক'রে উঠ্‌ল কেন? কি যেন সুগন্ধ এসে নাসিকায় প্রবেশ ক'র্‌ছে। চারি দিকে যেন কি এক মঙ্গলের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে! কৈ, কুরুপুরীতে আসা অবধি ত এমন আনন্দ কোন দিনই পাইনি!

১ম সখী। তবে বুঝি ছোটপ্রভু আস্‌ছেন। চল্ ভাই, ঢের রাত হ'য়ে গেছে, বড় দিদিরও চোখ ঢুল ঢুল ক'র্‌ছে; এখন পালাই চল্।

সহচরীগণ। তাই ভাল ভাই! এখন আসি।

[প্রস্থান।

পদ্মা। তাই ত, সহসা এমন হ'ল কেন? একটী পদশব্দ আস্‌ছে না! এ পদশব্দ ত প্রভুরই। আবার যে শব্দ নিস্তব্ধ হ'ল! তবে কি প্রভু আস্‌তে আস্‌তে আবার প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন! একি—প্রভুর যে সন্ন্যাসীর বেশ্!

সন্ন্যাসাবেশে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। পদ্মা! বিস্মিত হ'চ্চ? রাজপরিচ্ছদ—রাজভূষণ পরিত্যাগ ক'রেছি দেখে বিস্মিত হ'চ্চ? এত দিন রাজভোগৈশ্বর্য্যের সুখ সব ত বুঝেছি সাধ্বি! তখন আর কেন! যেখানে লালসার তৃপ্তি নাই, বরং বৃদ্ধি, যেখানে শান্তির কণা নাই, বরং অশান্তি, সে স্থান হ'তে দূরে থাক্‌বার জন্য তাই আজ প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। এক্ষণে প্রসন্নহৃদয়ে বিদায় দান কর।

পদ্মা। বিদায় দান ক'র্‌বার কথা কেন ব'ল্‌ছেন নাথ!

বিদুর। এ কুরুপুরে আমার আর স্থান নাই পদ্মা! অবিচারে, স্বার্থপরতায়, ঘোর অধর্ম্মে কুরুপুরী প্লাবিত হ'য়েছে! ধূমায়মান ধ্বংসবহ্নি এত দিনের পর বেশ দেখা দিয়েছে! তখন অগ্র হ'তে সতর্ক হওয়া ত বিশেষ আবশ্যক প্রিয়ে! আর সময় নাই, তাই আজ এইক্ষণে কুরুপুরী ত্যাগ ক'রব মনস্থ ক'রে শান্তিধামের বেশভূষা পরিধান ক'রে এসেছি। পদ্মা! এই নিশীথেই আমি রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রব।

পদ্মা। রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবেন প্রভু!

বিদুর। যেখানে ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা ও অভিমান নাই, যেখানে আত্মান্ধতা—স্বার্থপরতা নাই, সেই রাজ্যে পদ্মা, সেই রাজ্যে।

পদ্মা। আমার ব্যবস্থা কি ক'রলেন প্রভু।

বিদুর। হাঁ, তোমার ব্যবস্থা—কেন এখানেই তুমি অবস্থান কর না?

পদ্মা। এই কি প্রভুর আদেশ?

বিদুর। না—না আমার আদেশ নয়। পতিব্রতা সাধ্বী তুমি—তোমার সঙ্কল্প যা হবে, তাতেই আমার মত। তুমি ইচ্ছা কর-কুরুপুরীতে অবস্থান ক'রতে পার, অথবা পিত্রালয়ে যেতে পার।

পদ্মা। প্রভুর সহিত গমন ক'র্‌বার কি কোন আপত্তি আছে?

বিদুর। রাজনন্দিনি! আমার সহিত তুমি গমন ক'রতে পারবে?

পদ্মা। প্রভু, এখন ত রাজনন্দিনীর পরিচয় দাসীর নয়। প্রভুর পরিচয়ই দাসীর পরিচয়।

সন্ন্যাসিনীবেশে পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। এক প্রহরী ব্যতীত কুরুপুরীতে সকলেই নিদ্রিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

পিতৃ-অস্থি লইয়া শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। পিতৃ-অস্থি! পিতৃ-অস্থি! অপঘাতে অকালমৃত্যু! এক। পিতা নন, তাঁর সঙ্গে শকুনির প্রাণের প্রাণ শত ভ্রাতার প্রাণ! গুণের ভাগিনেয়—দুর্যোধন—দুর্যোধন! তাই পিতৃ-অস্থি—পিতৃ-অস্থি, গলার হার ক'রে নিয়ে বেড়াচ্চি, আর কাল প্রতীক্ষা ক'র্চ্ছি। কারাগারে পিতার শোচনীয় মৃত্যু! সে মৃত্যু কিরূপ! অহো হো! জল জল ক'র্‌তে ক'র্‌তে—চক্ষের নীলতারা উর্দ্ধদিকে উঠে প'ড়্‌ল! ভাইগুলো ছুটে দেখ্‌তে এলো—নিষ্ঠুর কলি অবতার দুর্য্যোধন স্বহস্তে—স্বহস্তে তাদের মস্তক ছেদন ক'র্‌লে! অম্‌নি পিতার সেই নীলতারার মধ্য থেকে অশ্রুর পরিবর্ত্তে রক্তের স্রাব বহির্গত হ'তে লাগ্‌ল'! আমার কাণে কাণে ব'ল্‌লেন, যদি প্রতিশোধ চাও, আমার অস্থিতে অক্ষ

প্রস্তুত ক'রে রেখ'। একদিন সেই অক্ষে প্রতিশোধ নিতে পার্‌বে। পিতা! পিতা! সেই প্রতিশোধের দিন কবে পাব? সেদিনের দিন এই নরাধমের ভাগ্যে কবে ঘ'টবে? চ'লে গেল, চ'লে গেল! ব'লে যা ভাই! ব'লে যা, কবে তোদের মত দুর্য্যোধনের শত ভ্রাতাকে তোদের সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে পাঠাব? পিতৃ-অস্থি! পিতৃ-অস্থি! যতনের হার, রতনের মণি! ছার রাজকার্য্য, ছার রাজ্যশাসন, ছার স্ত্রী-পুত্র, ছার শকুনি! পিতৃ-অস্থি — পিতৃ-অস্থি, এই তপ, এই জপ, এই সাধনা, এই সিদ্ধি। তবু প্রতিশোধ হবে না? যোগি, তুমি যোগসাধন ক'র্‌তে পার, আর শকুনি প্রতিশোধ দিতে পার্‌বে না? কেবল কালপ্রতীক্ষা! কেবল কালপ্রতীক্ষা। তা না হ'লে কুরুমেধযজ্ঞ পূর্ণ হবে কেন?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গণ।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারি! অনেক দিন যে হ'য়ে গেল, কেউ কি আমার বিদুরের তত্ত্ব আন্‌তে পার্‌লে না? কুলের কুলবধূ—সুদেব-রাজকুমারী, তাকেও বিদুর আমার নিয়ে পালিয়ে গেছে!

ত্যাগ—হায়, অভাগ্যের ভাগ্যদোষে প্রাণের ভাই বিদুরও আমায় ত্যাগ ক'রে ভুলে গেল! গান্ধারি, কোথায় যাই? কোথায় গেলে আমি বিদুরের সন্ধান পাব? কে অন্ধকে তার সন্ধান ব'লবে? বিদুর! বিদুর! গুণের ভাই, প্রাণের ভাই বিদুর! কি ক'রলি দাদা, কেমন ক'রে অন্ধকে ভুলে গেলি? আমি যে তোরই অনেক আশাভরসা ক'রতাম চাঁদ! সে আশাভরসায় তুইও আজ জলাঞ্জলি দিলি? আমার কোন্ ত্রুটীতে, আমার কোন্ অপরাধে আমার সঙ্গ চিরদিনের জন্য ত্যাগ ক'রলি ভাই! না, না গান্ধারি! হ'ল না, আমি কিছুতেই স্থির থাক্তে পারলেম না। আমায় নিয়ে চল, আমার প্রাণের বিদুর যেখানে, যে অবস্থায় আছে, আমাকে সেইখানে নিয়ে চল।

গান্ধারী। একটু স্থির হ'ন নাথ! অনেকেই ত ঠাকুরপোর সন্ধানে বাহির হ'য়েছে। এমন কি জ্যেষ্ঠতাত স্বয়ং এ কার্য্যের ভার গ্রহণ ক'রেছেন। তখন শীঘ্রই কেউ না কেউ ঠাকুরপোর সংবাদ আন্বেই আন্বে।

ধৃতরাষ্ট্র। কে আর আন্বে! এক দিন নয়, দু দিন নয়, বৎসরাধিক হ'তে চ'ল্লো—হায় হায়, সেই ধর্ম্মসহচর—সাক্ষাৎ ন্যায়ের অবতার, স্পষ্টবাদী, সংযতাত্মা প্রাণের ভাই বিদুরের সংবাদ আর কে এনে দেবে? এক জ্যেষ্ঠতাত ব্যতীত কে আর আমার বিদুরের বেদনা বুঝ্তে পার্বে গান্ধারি! বিদুর আমা ছাড়া স্থানান্তরে থাক্লে কারো ত কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে

না সাধিব! অন্ধেরই যষ্টির প্রয়োজন হয়, চাতকেরই বৃষ্টি-ধারার আবশ্যক করে—আমারই বিদুর, বিদুর ত আর কারো নয়, তখন বিদুরের জন্য আর কার প্রাণ কাঁদ্‌ছে? কে তার জন্য আপন ভেবে তাকে চারিদিকে অন্বেষণ ক'র্‌ছে?

গীত।

প্রাণের ভাই বিদুর আমার, অন্বেষিবে কে তার তরে।
তার অভাবে কার অভাব, কাঁদিবে কে বল অন্তরে।
ভেয়ের অভাব ভাই না হ'লে, কে বুঝিবে ভূমণ্ডলে,
অর্থে তা না কভু মিলে—স্মরণেও বক্ষ বিদরে,
কোন্ অভাবে অভিমানে, গেল যে ভাই কোন্ স্থানে,
কে বলিবে কেবা জানে, সকলি অদৃষ্ট আমার,—
গুণের ভাই রে বিদুর ধন, জানিস্ ত ভাই অন্ধের জীবন,
আছে মাত্র তোরি কারণ, তবে ভুলে রৈলি কেমন ক'রে।

গান্ধারী। স্নেহে যে সব ভুল্‌ছেন মহারাজ! ঠাকুরপোর জন্য সকলেই ত ব্যস্ত হ'য়েছেন। এমন কি আচার্য্যপ্রধান দ্রোণাচার্য্যও ঠাকুরপোর অনুসন্ধানের জন্য কুরুপুরী ত্যাগ ক'রে গেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। আহা ব্রাহ্মণ! তা না হ'লেই বা জগতের জীবের শির তোমার পদে নত কেন? তুমিই যথার্থ বুঝেছ যে, বিদুরের জন্য অন্ধের প্রাণ কিরূপ কাতর হ'য়েছে! ব্রাহ্মণ! তুমি আমার বিদুরের সংবাদ এনে দাও। আমি তোমায় অতি বিশ্বাস করি, তুমি যে অকপটভাবে আমার বিদুরের অনুসন্ধান ক'র্‌বে,

তাতে আমার স্থির বিশ্বাস র'য়েছে। তুমিই আমার বিদুরের সংবাদ আনতে পারবে। এস ব্রাহ্মণ, বিদুরের সুসংবাদ ব'লে আমার চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির কর। না, গান্ধারি! হ'ল না, অনেক ক'রে মনকে বোঝালাম, কিছুতেই স্থির হ'তে পারলাম না! মনে হয়, বিদুর আমার সুস্থ নাই, কোন বা ভাল-মন্দ ঘ'টেছে! তা না হ'লে প্রাণের ভাই আমার এতাবৎ-কাল আমাকে ভুলে কি থাকতে পারে? বিদুর কি আমার নিষ্ঠুর ভাই। সে যে সাক্ষাৎ দয়ার প্রতিমূর্ত্তি। আমাকে যে তার গুরুতুল্য ভক্তি! সে যে আমার ছায়ার মত অনুসঙ্গী। সে যে ভ্রমেও কোন দিন আমার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেনি। হা বিদুর, কি হ'ল ভাই! গান্ধারি! আমায় ধর! আমি চারিদিক শূন্য দেখ্‌ছি! প্রাণবায়ু বহির্গমনের আর বিলম্ব নাই! হা বিদুর! হা বিদুর! তুই কোথায় ভাই! (অবসাদ প্রাপ্ত হওন)।

গান্ধারী। হায় হায় অন্ধরাজ যে মূর্চ্ছিত হ'লেন! কে কোথায় গো—

ধৃতরাষ্ট্র। না গান্ধারি! অন্ধের মৃত্যু হয় কৈ? মৃত্যু হ'লে যে বিদুরের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমাকে সহ্য ক'র্‌তে হ'ত না! ভগবান তাই আমার অদৃষ্টে মৃত্যুও লিখেন নাই।

ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ।

ভীষ্ম। অন্ধরাজ! বিদুরের সংবাদ প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমাদের পরম-

হিতৈষী মহামতি দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং বিদুরের সংবাদ আনয়ন ক'রেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। য়্যা—সংবাদ পেয়েছেন? কোথায়? জ্যেষ্ঠতাত! আমার বিদুর ভাল আছে? পূজনীয় আচার্য্যপ্রধান দ্রোণ-মহাশয় কোথায়? শীঘ্র আমায় তাঁর নিকট নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। আমি তাঁর প্রমুখাত আমার প্রাণাধিক বিদুরের সংবাদ অবগত হব'।

দ্রোণ। মহারাজ! আমিও এখানে উপস্থিত।

ধৃতরাষ্ট্র। অহো হো, কি দয়া আপনার! প্রভু! আপনার পাদপদ্মে আমার কোটী কোটী বার প্রণাম! তারপর, তারপর—আমার বিদুর কোথায়? কি অবস্থায় আছে? সঙ্গে শুদেবরাজ-কুমারী সাধ্বী সতী পদ্মাবতী আছেন কিনা? এই সকল বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন ক'রে অন্ধের উপস্থিত প্রাণরক্ষা করুন।

দ্রোণ। মহারাজ! মহামতি বিদুর সস্ত্রীক ভিক্ষুক সন্ন্যাসীবেশে মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে ঋষি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। হায়, বিদুর আমার এত অতুলৈশ্বর্য্যের মায়া ত্যাগ ক'রে আজ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী! জ্যেষ্ঠতাত! এর কারণ কি? কোন্ দুঃখে—কোন্ অভাবে বিদুর আমার আমাকে ও আপনাকে ত্যাগ ক'রে রাজপুত্র হ'য়ে আজ সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান ক'র্‌লে! যে অতুল সাম্রাজ্যের অধিকারী, অসংখ্য দাসদাসী যার আজ্ঞাকারী, সে আজ কিনা বনাশ্রমে সস্ত্রীক ঋষিপরিচর্য্যায় নিযুক্ত!

ভীষ্ম। অন্ধরাজ! তুমিই তার মৌলিক কারণ। দুঃখিত হ'ও না, তোমার স্বার্থপরতার তীব্র বিষে ন্যায়বান বিদুর জর্জ্জরিত হ'য়ে এ পিতৃ-পুরী—কুরুপুরী ত্যাগ ক'রেছে। তুমি স্নেহান্ধ হ'য়ে যেরূপ পক্ষপাতিত্বরূপ মহাপাপে লিপ্ত হ'তে ব'সেছ, তাতে ধর্ম্মাত্মা বিদুর কেন—আজ নয় কাল বাদে অনেকেই এ পুরী পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে। তখন বিদুরের দুঃখ বা অভাব অনুসন্ধানে ব্যস্ত হ'য়েছ কেন? আত্ম-ছিদ্র অনুসন্ধান কর। আত্মার সঙ্কীর্ণতায় জগৎ পর হয়, আত্মবিস্তৃতির মহাফলে জগৎ আপনার হয়। যাক্, এ সময় আমি তোমায় হিতোপদেশ প্রদান ক'রতে আসি নাই। এখন ত বিদুরের সংবাদ শুন্‌লে, যা ব্যবস্থা হয় কর। আমরা তোমার আজ্ঞা-কারী, তোমার ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য ক'র্‌ব মাত্র, কোন স্বাধীন ভাবে প্রণোদিত হব না।

ধৃতরাষ্ট্র। জ্যেষ্ঠ তাত! সবই বুঝি, সবই জানি, কিন্তু কেমন কে জানে, স্নেহ কি বিষম পদার্থ! বাছা দুর্য্যোধনের কথা শুন্‌লেই অমনি যেন কেমন হ'য়ে পড়ি। তখন শত হিতো-পদেশ, শত উৎকৃষ্ট ধারণা সবই যেন কোন্ রসাতলে গিয়ে প্রবেশ করে, তা আর বুঝ্‌তে পারি না। যাক্ বুঝেছি, আর কার' কথা শুন্‌ব না, আমি এইবার প্রাণের যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ক'র্‌ব। জটিলরাজ্য ব্যাপারে আর লিপ্ত হ'তে চাই না। মন্ত্রী কণিককে আমার আজ্ঞা প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌বেন, অবিলম্বে যেন সে শুভদিন নির্দ্দিষ্ট ক'রে আমার

যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেকের সমুদয় দ্রব্য আয়োজন করে। আর চলুন, আজই এই মুহূর্ত্তে আমি বিদুরকে আনতে যাত্রা করি। বিদুর, ভাই, তুমি আমার জন্য আজ এই সকল অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রেছ দাদা! আমার জন্য আজ সুদেব-রাজকুমারী ভিখারিণী? হা অদৃষ্ট! আজ কুরুবংশধর বিদুর কি না আপন পিতৃ-পুরীর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে বনবাসী! উঃ, ভাবতে গেলেও যে বুক ফেটে যায়! জ্যেষ্ঠ-তাত! এক্ষণে চলুন, আমাদের বিদুরকে আমরা আনি গে। হা স্নেহ! ভগবান্! এত স্নেহে জন্মান্ধকে গঠন ক'রে ছিলে কেন?

ভীষ্ম। অন্ধরাজ! আমি একাই নয় ধৌম্যাশ্রমে যেতেম?

ধৃতরাষ্ট্র। না জ্যেষ্ঠতাত! আমিও যাব, হয় ত আপনি একা গেলে সে না আসতে পারে, আমি গেলে অন্ধকে সে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারবে না।

ভীষ্ম। উত্তম, এস বৎস! রাজসভায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করা যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

ধৌম্যাশ্রম।

(যাজ্ঞিক অগ্নি প্রজ্বলিত)

পুষ্পপূর্ণ সাজিহস্তে ঋষিবালকগণের প্রবেশ।

ঋষিবালকগণ। গীত।

নাইতে গেছে ঋষিঠাকুর তাঁর যাগের আগুন জ্ব'ল্‌তেছে।
উঠ্‌তেছে তার নীল শিখা চুপ্‌ চুপ্‌ ব'ল্‌তেছে॥
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌॥
প্রভাত-গান সেরে পাখী, গাছের ডালে বসে,
মলয় হাওয়ায় বারণ করে যাস্‌ না খ'রে ক'সে,
ময়ূর হরিণ সময় বুঝে যায় না পাশে তার,
ঋষির যোগের কারণ সব যোগাযোগ, এমনটী হয় কার,
পাতায় ছাওয়া ঋষির কুটির তাও সে চুপটি ক'রে ভাব্‌তেছে॥
চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌॥

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। বাছারা, এরি মধ্যে এসেছ? একটু দাঁড়াও, আমি এই আশ্রমমার্জ্জনপূর্ব্বক স্নান ক'রে জল আন্‌ছি, ঠাঁই ক'রে নি, পরে ফুলগুলি রাখ্‌ব'। (স্থান করণ ও পুষ্প রক্ষণ)।

১ম ঋষিবালক। কথা কই মা, ঋষির আস্‌বার সময় হয় নি?

পদ্মা। এখনও একটু সময় আছে বাছা। প্রভুর এখনও সমিধ নিয়ে আস্‌বার সময় হয় নি।

২য় ঋষিবালক। হাঁ মা, শুনচি, তুই রাজার মেয়ে, আর বিদুর প্রভু রাজার রাজা কুরুরাজার বংশধর, তবে তোরা এমন ক'রে কষ্ট ভোগ ক'র্‌চিস কেন মা!

পদ্মা। বাবারা, ঋষিসেবায় কি কষ্ট হয়? যিনি ভগবানের সেবার জন্য দিবারাত্রি ব্যস্ত, তাতে যাঁর বিন্দুমাত্র শ্রম জ্ঞান হয়নি, আমরা তাঁর সেবা ক'র্‌তে কষ্ট অনুভব ক'র্‌ব? দাও বাবা, ফুলগুলি দাও। (গ্রহণ)

সমিধ সহ বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। লও পদ্মা, সমিধ যথাস্থানে রক্ষা কর। পদ্মা, ভাবাবেশে আমার প্রাণ নৃত্য ক'রে উঠেছে; আজ শ্যামময় অরণ্যে শ্যাম সমিধ-ক্ষেত্রে শ্যামসুন্দরের সুন্দর চিত্র হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে আমায় পাগল ক'রে তুলেছে। একবার আমায় চিন্তা ক'র্‌তে দাও, আমি এই পার্শ্বে উপবেশন করি। আহা হা—কি অনন্ত সুন্দর রূপ! যতদূর নয়ন-শক্তি প্রসারিত হয়, ততদূর যেন সেই সুষমা-রাশি। হরি হরি, গোবিন্দ! কি আনন্দ! এ আনন্দ কুরুক্ষেত্রে কি বোধ হয় ত্রিদিবক্ষেত্রেও নাই! (ধ্যানস্থ।)

পদ্মা। প্রভু ধ্যানস্থ হ'লেন। পদ্মা, এ দেখেও তোর প্রকৃত আনন্দ! প্রভু যে শান্তি পেয়েছেন, প্রভু যে আনন্দ লাভ

ক'রেছেন, এই আমার স্বর্গসুখ! কুরুপুরীতে নাথ যখন পাপাচারগণের অত্যাচার দর্শনে ম্রিয়মাণ হ'য়ে বিষণ্ণ-মুখে "পদ্মা আমার মৃত্যু কেন হয় না" ব'লে কক্ষে এসে প্রবেশ ক'রতেন, তখন একদিন আর এখন একদিন। দয়াময় গোবিন্দ! করুণানিদান তুমি, তোমার দয়ার অন্ত নাই! ঠাকুর! আমার স্বামীর হৃদয়ে আনন্দ দাও। আমার আর তোমার কাছে কোন আবেদন নাই করুণাময়!

ঋষিবালকগণ। চুপ্, চুপ্ মা! ঋষি আস্ছেন।

পদ্মা। প্রভু, দাসী সকলই প্রস্তুত ক'রে রেখেছে।

ধৌম্যের প্রবেশ।

ধৌম্য। মা, কোন্ দিন আর তোমার কার্য্যের ত্রুটী আছে? এত কষ্ট ক'র্‌ছিস কেন মা রাজরাণি! এখনও ব'ল্‌ছি, রাজ্যে যা, তোদের সব কাজ হ'য়েছে! অর্থ উপার্জ্জন ক'রে বিদেশে কেন মা, স্বদেশে গিয়ে স্বদেশবাসীর উপকার করগে যা। এই যে ভক্তপ্রধান বিদুর ভাবে তন্ময় হ'য়েছে! বিদুর রে, তুই কি আমার শিষ্য! মনে হয়, তুই যেন আমার গুরু হবার জন্যই কুরুপুরী হ'তে আমার আশ্রমে এসে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রেছিস্। ধন্য ভক্ত তুই, আর ধন্য তোর ভক্তি। বালকগণ! ভক্তের মনোভাব বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? শ্যামক্ষেত্রের সহিত শ্যামসুন্দরের রূপ প্রকাশ কর, ভাবুকের ভাব-লহর আরও উদ্বেলিত হ'ক।

ঋষিবালকগণ। গীত।

অনুপ শ্যামসুন্দর-রূপ কোথায় তুলনা পাই।
শ্যামল প্রান্তরে, শ্যামল অম্বরে, শ্যামাম্বুধি পরে শ্যামল শোভা নাই।
শ্যাম শাদ্বল, শ্যাম ভূধর, শ্যামা প্রকৃতি শ্যাম কলেবর,
শ্যামা লতালুণ্ঠিত শ্যাম তরুবর,
শ্যাম সুন্দরকণা যদি এত সুন্দর,
কত সুন্দর শ্যামসুন্দর,
ভাবিতে ভাবিতে শ্যাম অনন্তে মিশায়ে যাই॥

ধৌম্য। বিদুর! অনুপ শ্যামসুন্দরের রূপ যে ধারণার অতীত, তা ত এবার হৃদয়ঙ্গম ক'রেছ? কঠোর যোগাচরণে অনাদি-কল্প কাল ধ'রে যাঁর অন্ত পাওয়া যায় না, সেই অপ্রাকৃত নির্ব্বিকল্প পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ কখন সহজসাধ্য নয়। তবে বৎস! যে মহাত্মা ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় গ্রহণ ক'রতে পেরেছেন এবং শুদ্ধমতি ভক্তিদেবী যার প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছেন, তাঁর পক্ষে বামনের চন্দ্রধারণের ন্যায় এই অসাধ্যও সাধ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ শূদ্রদিগের এই সাধন-পন্থাই প্রশস্ত ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছেন। ক্ষত্ত! তাই আমি তোমায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে ভক্তি-পথানুসরণ ক'রতে ব্যবস্থা দান ক'রেছি। কেন' ভক্তির ভক্ত, ভক্তের ভগবান। তাই বলি, সেই বিশুদ্ধাত্মিকা ভক্তি-দেবীর প্রসন্নতা লাভে চেষ্টিত হও, তাহলেই সংসার-অশান্তির ভয় হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রতে সমর্থ হবে।

বিদুর। মহর্ষে! এ নরাধমের কি একপ ভাগ্য হবে যে, সেই সদানন্দময়ী ভক্তিদেবী আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি ক'র্‌বেন!

ধৌম্য। ক্ষাত্ত, তোমার সে ভাগ্য ত পূর্ব্বেই হ'য়েছে। যখন মন্দকার্য্যে ভয় এসে উপস্থিত হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে বিষয়-বাসনা ত্যাগ ক'র্‌তে পেরেছ, তখন ভক্তিদেবীর দর্শন লাভ ক'রেই ত বাছা কুরুপুরী ত্যাগ ক'রে আমার তপোবনে এসে উপস্থিত হ'য়েছ। নতুবা সংসারী বা বিষয়ীর সাধ্য কি যে, সেই দুশ্ছেদ্য মায়া-শৃঙ্খল ছেদন ক'র্‌তে সমর্থ হয়?

বিদুর। প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন সেই ভীষণ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে না হয়। যতদিন জীবিত থাক্‌বো, ততদিন যেন প্রভুর পরিচর্য্যায় এ পতিত জীবন অতিবাহিত ক'র্‌তে পারি।

ধৌম্য। না বৎস! আমি ত তোমায় পূর্ব্ব হ'তেই ব'লে আস্‌ছি, তোমার দ্বারা ভগবানের একটী মহদুদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এ অকিঞ্চিৎ কার্য্য অপেক্ষা জগতের একটী মহৎকার্য্য সংসাধিত হবে। তোমার দুর্লভ জীবন সামান্য ঋষি-পরিচর্য্যায় অতিবাহিত হ'তে পারে না।

বিদুর। ক্ষুদ্র কীট আমি প্রভু, প্রভুর সেবা ব্যতীত আমার আর দ্বিতীয় বাসনা নাই। গোবিন্দ, গোবিন্দ! (ধ্যানস্থ হ'ন।

ঋষিবালকগণ। সাবধান, সাবধান—ইহা মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রম।

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ।

ভীষ্ম। আমরা মহর্ষির অনুগত ভৃত্য, মহর্ষির চরণ-দর্শনাভিলাষেই আশ্রমসম্মুখীন হ'য়েছি।

ঋষিবালক। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মহর্ষির আজ্ঞাগ্রহণের অবসর দাও। পরিচয় দানে বাধা না থাকুলে পরিচয় দান কর।

ভীষ্ম। আমার নাম গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, আর ইনি সেই জাতান্ধ কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র।

ধৌম্য। বালকগণ! আমাদের আশ্রয়দাতা রক্ষাকর্ত্তা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রতিজ্ঞাদক্ষ মহামতি ভীষ্মদেবকে সাদর আপ্যায়নে আমার নিকট ল'য়ে এস। আমাদের সৌভাগ্য যে, আজ প্রভাতে আশ্রমেই রাজদর্শন হ'ল।

ঋষিবালকগণ। আসুন, আসুন, মহারাজ, আসুন।

১ম বালক। আপনি বুঝি আমাদের রাজা?

২য় বালক। আপনার গাত্রে উজ্জ্বল এ গুলো কি মহারাজ!

৩য় বালক। অতি নয়নরঞ্জক মনোরম বস্তু ত!

৪র্থ বালক। মহারাজ! এ সকলের নাম কি? বা বেশ ত!

৫ম বালক। মহারাজ! এ সকল কোথায় পাওয়া যায়?

৬ষ্ঠ বালক। কোন্ পুষ্পোদ্যানের পুষ্পবৃক্ষে ইহাদের জন্ম?

ভীষ্ম। সরলহৃদয় ঋষিকুমারগণ! এই সকল উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট বস্তুর নাম মণি-মুক্তা-প্রবাল, এক কথায় ইহাদিগকে রত্ন বলে। বিশ্বপতির বিশ্বপুষ্পোদ্যানবেষ্টিত রত্নাকরে ইহাদের জন্ম। চলুন, এক্ষণে মহর্ষির চরণ বন্দনা করি। তপোধন! দাস ভীষ্মের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। মহর্ষি! জাতান্ধ হতভাগ্যেরও প্রণাম গ্রহণ ক'রবেন! জ্যেষ্ঠতাত, মহর্ষি এই স্থানে না?

ধৌম্য। কুরুপতি! ব্যস্ত হবেন না, আমি আপনার প্রণাম গ্রহণ ক'রেছি! এক্ষণে কি মানসে সহসা আমার তপোবনের ঐশ্বর্য্যশ্রী বঞ্চিত ক'রলেন? আশা করি, সে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি শীঘ্রই চরিতার্থ ক'রবেন।

বিদুর। (ধৌম্যকে প্রণামপূর্ব্বক) একি বাবা গোবিন্দ,একি আদেশ ক'রছেন! আচ্ছা বাবা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, আমি কে বাবা! জ্যেষ্ঠতাত, আর্য্য, দাস বিদুর আপনাদিগকে প্রণাম ক'রছে। (পদ্মারও ধৌম্যচরণে পরে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও স্বামী-পদে প্রণাম) আপনাদের কুলবধূ পদ্মাও শ্রীপদে প্রণত, আশীর্ব্বাদ করুন।

ভীষ্ম। ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাক্ মা!

ধৃতরাষ্ট্র। মহর্ষি! সব কথাই শুনে আছেন এবং সকল কথাই শুন্‌বেন। অন্ধের অপরাধ গ্রহণ ক'রবেন না। উপস্থিত আমার বিদুর আমায় প্রণাম ক'রলে না? একবার প্রাণের বিদুরকে আমার হৃদয়ে হস্তার্পণ ক'রতে বলুন, আপনার শ্রীচরণে আমার এই নিবেদন।

ধৌম্য। বিদুর! তোমার পূজ্য অগ্রজের অনুরোধ রক্ষা কর।

(বিদুরের তথাকরণ)

বিদুর। (স্বগত) বাবা, গোবিন্দ, এই তোমার ইচ্ছা হ'ল! আবার কণ্টকে বিদ্ধ ক'রবেন! আচ্ছা বাবা, তোমার কি ইচ্ছা আছে, তাই দেখি! (প্রকাশ্যে) দাদা, এ আদেশ কেন?

ধৃতরাষ্ট্র। এ আদেশ কেন? দে—দে ভাই, হাত খানা তোর

দে। (বক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক) দেখ্, দেখ্ বিদুর, দেখ্ দেখি নিষ্ঠুর, তোর জন্য অন্ধের হৃদয় কিরূপ অস্থির হ'য়েছে দেখ্? দেখ্, অনুভব ক'রতে পারছিস্? ভাই রে, তোর জন্য আমার আহার নিদ্রা সকলই অন্তর্হিত হ'য়েছে। আমাদের কুরুপুরী অন্ধকারময় হ'য়েছে। অন্ধের আশাভরসা তুই যে আমার বিদুর! কি হ'ল ভাই, কোন্ দুঃখে, কোন্ অভাবে তুই অন্ধের উপর অভিমান ক'রে কুলের কুলবধূকে ল'য়ে সংসারাশ্রম ত্যাগ ক'রে এলি দাদা! এও কি প্রাণে সয়? মহর্ষি! হয় প্রাণের বিদুরকে আমার সঙ্গে দিন, নয় হতভাগ্যকে আশ্রমের কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান ক'রেও তাকে আশ্রয় দান ক'রে আপনার অনন্ত উদারতা'র পরিচয় দান ক'রুন। আমি বিদুর বিহনে ক্ষণমুহূর্ত্ত সেই অন্ধকারময়ী কুরুপুরীতে কিছুতেই অবস্থান ক'রতে পারব না। মা গো! কুরুকুলের কুললক্ষ্মী সুদেব-রাজনন্দিনি, তুইও মা, সময় পেয়ে হতভাগ্যের উপর বাম হ'লি? অথবা সাধ্বি! তোমার দোষ কি? কায়ানুগত ছায়া, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। মা, অন্ধের অবস্থা তুইও একবার দেখ্!

ভীষ্ম। বিদুর! তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার শরীর বিশিষ্ট দয়ামায়ায় গঠিত। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারছ যে, তোমার বিরহ-যন্ত্রণা অন্ধরাজের হৃদয়ে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় পরিণত হ'য়েছে! এখন তোমার কর্ত্তব্যবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রে অন্ধের নিস্তেজ হৃদয়ে বল দান কর বৎস!

ধৌম্য। ক্ষান্ত! আমি তোমায় পূর্ব্বেই ব'লেছি, তোমাকর্ত্তৃক ভগবানের একটী মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হবে। যাও, তাঁর ইচ্ছায় তোমার পূজনীয়গণের সম্মান রক্ষা কর গে।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রাণের বিদুর! আমার সহিত গমন ক'রে আমার প্রাণের আশা পূর্ণ ক'রবি চল্ ভাই! আমি আর রাজকার্য্য ক'রব না, আমার প্রাণের যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত ক'র্‌বার ব্যবস্থা ক'রে আমি তোকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি। মহর্ষি! দয়াপূর্ব্বক আপনিও গমন ক'র্‌বেন চলুন। কি বিদুর, নীরব রৈলে কেন ভাই!

বিদুর। আর্য্য, আর সেই পাপময়ী পুরীতে প্রবেশ ক'রব না ব'লেই প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হ'য়ে এই মহর্ষির তপোবনে এসে প্রবেশ ক'রেছিলেম, তারপর আজ যদি আবার বাবা গোবিন্দের ইচ্ছায়, মহর্ষির আজ্ঞায়, আপনার ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুরোধে সেইস্থলে গমন ক'র্‌তে হয়, তাহ'লে আমার ক'য়েকটী অনুরোধ আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তে হবে। তা না হ'লে আমি কখনই আপনাদের অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না দাদা!

ধৃতরাষ্ট্র। বল ভাই, আমি স্বীকার ক'রছি, নিশ্চয় আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌ব। বিদুর রে! নিষ্ঠুর! তোকে আমার অদেয় কি আছে ভাই!

বিদুর। তবে দাদা, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন যে, আমি আর সে পাপপুরীর মধ্যে অবস্থান ক'র্‌ব না। পঞ্চ-

কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে তন্মধ্যে অবস্থান ক'র্‌ব এবং কুরুকুলের অন্ন গ্রহণ ক'র্‌ব না, ভিক্ষান্নে জীবনাতিপাত ক'র্‌ব।

ধৃতরাষ্ট্র। অহো বিদুর, তুই কি এত কঠিন রে ! তবে ভাই, তাই ক'রে যদি তুই তৃপ্তি পাস্, তাতেও আমি দুঃখিত নই, দিনের মধ্যে তোর চাঁদমুখের একবার একটী কথা শুন্‌তে পেলেও অন্ধের প্রাণ উৎফুল্লতা লাভ ক'র্‌বে। চল্ ভাই, এস মা, আসুন মহর্ষি, আসুন জ্যেষ্ঠতাত, আজ আমার বিদুরকে পেয়েছি, আর আমার দুর্ব্বলতা নাই, যেন শতহস্তীর বলধারণে সমর্থ হ'য়েছি। চলুন, আবার আমার প্রাণের যুধিষ্ঠিরকে রাজা ক'রে আরও হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন ক'র্‌ব।

ঋষিবালকগণ। রাজা, আমাদের নিয়ে যাবেন না ? মহর্ষি ! আমরা রাজদর্শনে যেতে পারি কি ?

ধৃতরাষ্ট্র। চলুন বাবারা, আমার যুধিষ্ঠির রাজা হবে, আপনারা আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে যাবেন বৈ কি ! মহর্ষি ! বালকগণকে সঙ্গে নিন্।

ধৌম্য। চল বৎসগণ ! হরিগুণানুগান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাই চল।

ঋষিবালকগণ। গীত।

বদনে বল হরি, আসিবে ব্রজের হরি,
সে যে শুন্‌তে নিজের নাম বড় ভালবাসে।
বল হরিবোল, বল হরিবোল।

কতই অমিয় ছানি, হ'য়েছে সে নাম খানি,
ব্রহ্মা আদি শূলপাণি সে নাম-রসে ভাসে।
বল হরিবোল, বল হরিবোল॥

নাম ডাকা যবে হবে, রূপ এসে দেখা দিবে,
তোর মনের মত রূপ রে;
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
পাবি দেখা নয়নাভিরাম পীতবাসে।
বল হরিবোল, বল হরিবোল॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাকক্ষ।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। অহো! অসহ্য রে ভাই দুঃশাসন!
রাজা হবে যুধিষ্ঠির!

দুঃশাসন। দাদা, বাবা বেটা নিমকহারাম,
চ'লে গেল দুস্মন্ বালাই বিদুর—ছেঁড়া লক্ষীছাড়া,
হাম্‌বড় হ'য়ে গেল তাহারে আনিতে।

খোসামুদে বেটা ব'লে গেছে কণিক মন্ত্রিরে,
অভিষেক আয়োজন ক'রে রেখ' তুমি,
আসি আমি যুধিষ্ঠিরে দানিব রাজত্ব।
দেখ দাদা, বাবার মূর্খত্ব।
না আছে গো কিছু স্বত্ব গত্ব বোধ।

দুর্য্যোধন। সখা, এখন উপায়?
রাজপুত্র আমি রাজ্যেতে বঞ্চিত হই নু,
অহো—না মরিনু কেন জননী-জঠরে?

কর্ণ। পিতা হ'য়ে যদি ভাই, করে বঞ্চিত সন্তানে,
মন্ত্রণা বিহনে কি মন্ত্রণা আছে তার?
বুঝি নাই তাঁর ব্যবহার,
অন্তরে উদ্দেশ্য কিছু থাকিলেও থাকিবারে পারে।

দুঃশাসন। ছাই আর ভস্ম!
উদ্দেশ্য ত? মাথা আর মুণ্ডু।
অগ্নি-কুণ্ড জ্বালিল সে বোকা,
ভেকা হ'য়ে দেখিবে পশ্চাতে—
এ কুরু-সমুদ্রে হবে সমুদ্র-মন্থন।

দুর্য্যোধন। বিষে নিজে হবে জর্জ্জরিত!
রাজপুত্র আমি, আমি আজ—
হবো পাণ্ডবের সদা আজ্ঞাকারী!
ভিখারীর সম রহিব তাদের মুখাপেক্ষী হ'য়ে!
দুঃশাসন! সখে কর্ণ! মৃত্যু ভাল এর চেয়ে?

কর্ণ। ভাই, হ'ও না অধীর,
হোক্ অগ্রে যুধিষ্ঠির রাজা,
থাকে যদি বাহুবল, রাজত্বসম্বল
পল কালে হবে করতলগত।

দুর্য্যোধন। কিন্তু অপমান—এর প্রতিদান কিসে হবে ভাই!

দুঃশাসন। নাই, নাই দাদা, এর প্রতিদান ভবে!
ঢেলা মার্‌লেই পাটকেলে হয় প্রতিদান,
ক'র্‌লেই চুরী, ক'র্‌বে বাটপাড়ি,
মার্‌লে ঘা, কেটে নিতে হয় মাথা,
দাদা, এ সব মন্ত্রণা কার জান?
সেই বিদুরে অল্লেয়ে ছোঁড়া,
বাবা ভেড়া মজেছে তাহায়।
দাদা, শুন্‌ব না কারো কথা,
এলে বেটা কাটব বেটার মাথা।
তখন ব'লো না যেন খুড়ো—
আরে ছাঃ, এমন কাজও করে!!

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন, ভ্রম, ভ্রম,
অপমান রহিল স্মরণ।
এই অপমান প্রতিশোধ চাই!
তবে ভাই, নিভিবে এ হৃদয়-আগুন।
বিগুণ বিধাতা, না হ'লে কি পিতা
আজ পুত্রে হ'য়ে বাম,

মনস্কাম পূরাণ শত্রুর ?
ক্রূর পিতা, ম বুঝিল পুত্রের মমতা !
সখা, সখা যাই কোথা ?
কোথা গেলে হয় হৃদয় শীতল ?
জ্বল—জল—পুড়ে যাই, সখা, যাই যাই,
রাজা হবে যুধিষ্ঠির ! রাজপুত্র আজ পথের ভিখারী !
অহো, না পারি রহিতে স্থির আর,
সখা—চল যাই—তটিনী-পুলিনে ।

[বেগে প্রস্থান ।

কর্ণ। চল সখে ! অবিলম্বে পাইবে সুফল ।

[প্রস্থান ।

দুঃশাসন। একবার বিদুরে বেটা এলে হয় ! বাবাবেটার ত চোখ নেই, এবার কানের মাথাটাও খায়, তাহ'লে আলাই বালাই ঘুচে যায় ।

নেপথ্যে—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ।

দুঃশাসন। শুনছ, বাবা বেটার আক্কেলটা ! তবে বুঝি বিদুরে বেটাও আবার এসে জুটেছে !

[প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

পদ্মা ও কুন্তীর প্রবেশ।

পদ্মা। কি হবে দিদি রাজবাটী, আমাদের পাতার কুঁড়েই ভাল। এখানে থাক্‌লে মান-অভিমান, হিংসা-কলহ কিছুরই কোন জ্বালা ঝঞ্ঝট পোয়াতে হয় না। তাই প্রভু এই কুটীর রচনা ক'রেছেন। ব'লেছেন পদ্মা, ভিক্ষা ক'র্‌ব খাব, আর প্রাণ-ভ'রে প্রাণগোবিন্দের নাম ল'য়ে ইহজীবনটা কাটিয়ে দোব।

কুন্তী। তার চেয়ে আর সুখ কি বোন, আমিও তাই পোড়া ছেলেগুলোকে ব'লি, কেন বাবা দুর্য্যোধনাদির সঙ্গে মিছে ঝগড়া করা; তার চেয়ে অনন্ত বনরাজ্য প'ড়ে র'য়েছে, সেইখানে গিয়ে বাস করিগে চল্। যুধিষ্ঠিরের আমার তাতে যে অমত, তা নয়; কেবল ভাইপো আমার সকল বিষয়ের হন্তা হ'য়ে পড়েন। বলেন—পিসিমা, রাজার ছেলে রাজ্য না ক'রে বনে গেলে ধর্ম্মরক্ষা করা হয় না। অমনি পাঁচজনেই বোন্, বিগ্‌ড়ে বসে। আমি আর কি ক'রব, যা গোবিন্দের ইচ্ছা আছে, তাই হবে। যাক্—পরমধার্ম্মিক বিদুর ভালই ক'রেছে, এখন বুঝ্‌ছি—আমার গোবিন্দ তার প্রতি অনুকূল!

পদ্মা। দিদি, শুনি গোবিন্দ নাকি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে এসে দেখা ক'রে যান, কৈ—দিদি, মহাপাপিনী আমি—এত দিন কুরুপুরীতে এসেছি, একদিনও ত ভাগ্যবশে প্রাণগোবিন্দকে দেখ্‌তে পেলাম না! বনাশ্রমে যখন ছিলাম, তখনও তাঁকে দর্শনের জন্য কত যে সাধ্য সাধনা ক'রেছি, তার আর ইয়ত্তা নাই, তবু পোড়াকপালীর ভাগ্যে গোবিন্দদর্শন হ'ল না! প্রভুও আমার মত কাঁদেন, কেন দিদি, আমাদের পোড়া ভাগ্য কি এতই মন্দ! (রোদন)

কুন্তী। পদ্মা, বোন্, কাঁদিস্ না, গোবিন্দ ত আমাদের ঘরের ছেলে, মনে ক'র্‌লেই গোবিন্দ এসে দেখা ক'র্‌বে।

পদ্মা। আর বোন, তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তেই দিন কেটে গেল আচ্ছা দিদি, ব্রজের যশোমতী কি ভাগ্যবতী, সে পরের ছেলেকে ঘরের ছেলে ক'রে নিলে, আর আমরা ঘরের ছেলেকে কিনা একবার ঘরে এনে দেখ্‌তে পার্‌লাম না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। পিসিমা, এখানে আছ গা?

কুন্তী। কে রে, কে রে, আমার কৃষ্ণ! ও বাবা! তুই কখন এলি? আয়, আয়, এই তোর কথা হ'চ্ছিল ধন!

পদ্মা। একি দিদি, চাতকীর তৃষ্ণাতেই যে বর্ষার মেঘ উদয় হ'ল! আহা, বাছার আমার কি রূপ!

শ্রীকৃষ্ণ। আমার কথা হ'চ্ছিল কেন পিসিমা, আমায় বুঝি মন্দ ব'ল্‌ছিলে? (প্রণাম।)

পদ্মা। ষাট্‌ ষাট্‌, কে তোমায় মন্দ ব'ল্‌বে বাবা? শত্রুতেও যে তোমায় মন্দ ব'ল্‌তে পারে না কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। ইনি আবার কে পিসিমা!

কুন্তী। চিনিস্‌ না গোবিন্দ! আমার ছোট যা রে, মহামতি বিদুর ঠাকুরপোর স্ত্রী, শ্রীসুদেব-রাজকন্যা পদ্মাবতী।

শ্রীকৃষ্ণ। ও পিসি মা, রাজার মেয়ে কুঁড়েয় কেন গা? (হাস্য) তাহ'লে ইনিও আমার পিসি হন? পিসি মা, দাস কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছে, আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম)

পদ্মাবতী। ওমা, ওমা, দিদি কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে? সাধনার ধন, তপস্যার রত্ন যোগিঋষির আরাধনার বস্তু, আমার পায়ে যে লুটায় দিদি! এ পাপ আর রাখ্‌ব' কোথা? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! মায়াময়! ক'র্‌লে কি, ক'র্‌লে কি? পাতকিনীর কোন্‌ অপরাধে আজ মহাপাতকিনী ক'র্‌লে কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন আজ ঘরের ছেলেকে পর ক'রে দাও মা! তুমি আমার প্রণম্য, তাই তোমায় প্রণাম ক'র্‌ছি। এই জন্যই ত পিসিমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমি এসে সাক্ষাৎ করিনি। আসি, আর পালিয়ে যাই।

পদ্মাবতী। বাবা, এর জন্য তুমি এতদিন-হতভাগ্য আর হতভাগিনীকে দেখা দাওনি? তবে আজ কি মনে ক'রে জগন্নাথ! পাতকিনীকে মহাপাতকার্ণবে নিমজ্জিতা ক'র্‌তে

এলে ? বনাশ্রমে যে স্ত্রীপুরুষে মিলে "দেখা দাও, দেখা দাও হরি" ক'রে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফেলেছি, কৈ তখন ত করুণাসিন্ধু ! তোমার বিন্দু করুণারও কণা দেখ্‌তে পেতেম না ! তবে আজ সহসা একি ভাব বাবা !

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ মা, সেই সম্বন্ধে ত একদিনও ডাকনি. ডাক্‌লে কি আর আপনার লোকের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে বিলম্ব ক'র্‌তাম ? কৈ পিসিমা ত এমন কথা একদিনও ব'ল্‌তে পারেন নি।

কুন্তী। ব'লেই বা কি হবে কৃষ্ণ ! তুই যা ব'ল্‌বি আর ক'র্‌বি তাই ত হবে। এখন কাঙ্গালিনীর সঙ্গে ছলনা ছাড়, কাঙ্গালিনী তোর জন্য পাগলিনী রে কৃষ্ণ, তোর জন্য সর্ব্বদা পাগলিনী ; ঠাকুরপো ত তোর নাম ক'রেই বিভোর। ভিক্ষান্নে দিন-পাত, আর তোর নাম !

পদ্মা। বাবা, যদি হৃদয় চিরে দেখাবার হ'ত, তাহ'লে এখনি দেখাতাম বাবা, তোকে দেখ্‌বার জন্য আমাদের প্রাণ কিরূপ কাতর কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ। পিসিমা, আমার মনের কথা তোমায় যা ব'ল্লাম। আমাকে নারায়ণ, আমাকে জগন্নাথ, তোরা এত কথা কেন ব'ল্‌বি মা ? একবার কৃষ্ণকে ডাক্‌লে যে কৃষ্ণ তোদের আজ্ঞাকারী মা, সে কৃষ্ণকে অত স্তবস্তুতি ক'র্‌লে কি হয় বল্ দেখি পিসি মা ! মনে মনে লজ্জা হয় না ?

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। একি পদ্মা, একি? দোব! একি? ধ্যানের বস্তু বিদুরের পত্রকুটীরে দাঁড়িয়ে নয়? না বর্ষার মেঘ আজ আমার কুঁড়েয় এসে ছেয়ে গেছে? আহা মরি রে, আমার নবজলধরের এমন বর্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। এই দেখ দেখি পিসিমা! এখন কি ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় বল দেখি? সাধ ক'রে কি আমি আসি না? আমি এবার পালাব।

বিদুর। পালাবে বৈ কি নবঘনশ্যাম! পাপ-ঝঞ্ঝায় স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে কেন? আ মরি, আমার পীতবাসের পায়ের নূপুর যে আপনি বাজে! ময়ূরচূড়া যে বিনা সমীরে আপান দোলে রে!

গীত।

দোলে দোলে আপনি দোলে ভাবময় ভাবের দোলে।
নূপুর দোলে চূড়া দোলে, মকরকুণ্ডল দোলে,
নাশায় তিলক দোলে, দোলে বনমালা গলে।
ভাবের দোলা এমন ভাবে, না দোলালেও সে দোলাবে,
হেলিবে নাচিবে খেলিবে, ভাসিবে কাঁদিবে হাসিবে,
এমন দোলায় যে দুলিবে, তারে ডুব্‌তে হবে ভাবের জলে।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনছ পিসিমা, বেজায় বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠ্‌ছে, আমি আর

এক পলও দাঁড়াতে পার্‌ব না। কেন বাবা, তুমি আমার কি দেখে আমার সঙ্গে এত লাগ্‌লে বল দেখি?

বিদুর। যা দেখেছি, তা কোথায় দেখাও হরি! ধ্যানের ক্ষেত্রে যা পাই বাবা, চর্ম্মচক্ষে যে তা দেখ্‌তে দাও নি। পদ্মা, পদ্মা, এতদিনের পর আমাদের সকল সাধনা সার্থক হ'ল! আসন আন পদ্মা, প্রাণগোবিন্দ যে আমার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রৈলেন! ক'রেছ কি পদ্মা, এতক্ষণ প্রভুকে আমার পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বসাও নি? হা প্রভু, এতদিনের পর দীনের উপর দয়া হ'য়েছে?

পদ্মা। ওগো, অমন কথা আমার গোবিন্দের ভাল লাগে না।

শ্রীকৃষ্ণ। বলি আর কেন বাবা, আশা ত পূর্ণ হ'য়েছে? এখন ছেড়ে দাও, যে জন্য এসেছি, তার একটু কাজ করি। পিসিমা, তুমিও নিশ্চিন্ত র'য়েছ, বড়দাদা নয় আজ রাজা হবে?

কুন্তী। তুই ইচ্ছা ক'র্‌লেই হবে। তোর কি ইচ্ছা হ'য়েছে, তাই আগে বল্‌ দেখি বাবা?

পদ্মা। ওগো, আমাদের প্রাণগোবিন্দ আমাদের যুধিষ্ঠিরকে রাজা ক'রতে এসেছে!

বিদুর। ঐশ্বর্য্যের কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য দিতে এসেছ, তাই বুঝি আজ মাধুর্য্যের ভাব ভুলে যাচ্ছ? যাও, যাও বৎস, তাই ভুলে যাও, যা ক'র্‌তে এসেছ, তাই কর। আর বিদুর তোমার ইচ্ছায় বাধা দিবে না বাবা! তবে দরিদ্রের ইচ্ছাও যেন পূর্ণ ক'র্‌তে ভুল না।

শ্রীকৃষ্ণ। রক্ষা কর বাবা, তা আমি কখন ভুল্‌ব না, এখন চুপ কর। পিসিমা, দাদার জন্যে মালা গেঁথে এনেছি, চল, আগে দাদার গলায় পরিয়ে দিগে। ও মা! পিসিমা, তুমিও এমন হ'য়ে গেছ, দাদা রাজা হবে, তাতেও তোমার আনন্দ নেই?

কুন্তী। বাবা, তোর আনন্দ তুই কর্‌। আমার আনন্দ ত কৃষ্ণ, তোকে দিয়ে আমি কাঙ্গালিনী হ'য়ে ব'সে আছি।

নেপথ্যে—জয় যুধিষ্ঠিরের জয়।

শ্রীকৃষ্ণ। না পিসিমা, তুমি চল, বাবা, তুমিও চল, আমি দাদার গলায় এই মালাছড়াটী পরিয়ে দিয়েই চ'লে যাব। জান ত মা, আমি দ্বারকা ছেড়ে চ'লে এসেছি। চ'লে এস না মা! চ'লে এস।

কুন্তী। চল্‌ বাবা, তোর কোন্‌ ইচ্ছা আর অসম্পূর্ণ থাক্‌বে? যা সাধ ক'রেছিস্‌, তা পূর্ণ ক'র্‌বি চল্‌। কিন্তু কৃষ্ণ, হাসাতে পার্‌বি না, জানি বাবা, তুই যারে হাসাস্‌, তারেই কাঁদাস্‌!

বিদুর। আমি হাস্‌বও না—কাঁদ্‌বও না, এইটী ব'লে নিয়ে চল দয়াময়!

পদ্মা। আমি হাস্‌ব, কাঁদ্‌ব, আর দিবারাত্রি তোর চাঁদমুখ দেখ্‌ব, এইটী ক'রিস্‌, নীলমণি!

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, পুরনারীগণ, ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ধৌম্য, ঋষিবালকগণ ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

ভীষ্ম। আজ অন্ধরাজ পাণ্ডবপ্রধান সুধীর যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত ক'রে আপনার কর্ত্তব্য-বন্ধন হ'তে মুক্ত হবেন। এক্ষণে সভাস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ কুরুপতি অন্ধের এই সদনুষ্ঠানে সম্মতি প্রদান ক'রে প্রাণাধিক ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা করুন।

সকলে। জয় মহারাজ কুরুপতির জয়। জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

ধৃতরাষ্ট্র। এক্ষণে মহর্ষি, আমার যুধিষ্ঠিরের মস্তকে রাজমুকুট পরিধান করিয়ে দিন। বাবা যুধিষ্ঠির! অন্ধের কর্ত্তব্য যা, অন্ধ তা একরূপ সমাধান ক'রলে, এক্ষণে তোমার মহৎ কর্ত্তব্যপথ তোমার সম্মুখে অনন্তভাবে প্রসারিত হ'ল, ক্রমশঃ প্রবেশ ক'রে পুরবাসিগণের ও সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরথ পূর্ণ কর।

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত! আশীর্ব্বাদ করুন।

ধৌম্য। গোবিন্দ তোমার মঙ্গল বিধান ক'রুন্। এক্ষণে এই সিংহাসনে উপবেশন ক'রে চন্দ্রকুলগৌরব রাজমুকুট পরিধান কর বৎস! রাজলক্ষ্মী অচলা হোন, অনুক্ষণ গৌরবশ্রী মণ্ডিত থাক। পুত্রকল্পে প্রজাপালন কর, সতত ন্যায়ানুবর্ত্তী থেকে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা কর।

সকলে। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়—জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

ধৌম্য। এক্ষণে পূজনীয়গণ বৎস যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করুন। অগ্রে আচার্য্য দ্রোণের আশীর্ব্বাদ প্রশস্ত। (যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা প্রদানপূর্ব্বক) বৎস! ধর্ম্মই রাজগণের যশোগৌরবশ্রী বর্দ্ধন করেন।

ঋষিবালকগণ। রাজা, আমরাও ধান্যদূর্ব্বা এনেছি, তোমার আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দিগ্‌বিজয়ী রাজা হও, আমাদের তপোবন রক্ষা কর। পূজনীয় ঋষিগণ নির্ব্বিঘ্নে যাগযজ্ঞ সমাধান করুন।

ভীষ্ম। ভ্রাতঃ! গোবিন্দকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে ন্যায়ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাক। (অন্যান্য সকলের আশীর্ব্বাদ করণ)

ধৃতরাষ্ট্র। বাবা, আমি আর কি আশীর্ব্বাদ ক'রব, সমজ্ঞানে সকলকে প্রতিপালন কর। ভাই বিদুর, কেমন হল' ত? আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম—আমার গুণের যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লাম। এবার ঈশ্বর-চিন্তায় কালাতিপাত ক'রব। চল, এক্ষণে অন্তঃপুরে যাওয়া যাক্, নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত ক'রতে বল।

বিদুর। সব গোবিন্দের ইচ্ছা দাদা! নর্ত্তকীগণ, তোমরা একটু আমোদপ্রমোদ ক'রে অন্ধরাজের আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

সকলে। জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

নর্ত্তকীগণ। গীত

কুরু-সরসে হরষে—হাসিল কমল রে।
ভুবন উজ্জিল, মলয়ে ছুটিল, সৌরভ বিমল রে॥
গুঞ্জরিল অলিকুল, পিক কুহুতানে গাহিল,
ফুটিল নবাঙ্কুর, বসন্ত আসিল,
নবীনা যুবতী মধুরা মুরতি—
ধরিয়া প্রকৃতিসতী কিবা ভাব ঢল্ ঢল্ রে॥

সকলে। জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাকক্ষ।

চত্বর-স্তম্ভের অন্তরালে দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও ঘাতকগণ দণ্ডায়মান এবং শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। (স্বগত) আর কাল প্রতীক্ষা ক'রতে—পার্‌লেম না, অসহ্য পিতৃ-বিয়োগ-যন্ত্রণায় আমায় পাগল ক'রে তুলেছে! সে কাল পূর্ণ হ'তে আর কত কাল অবশিষ্ট আছে, তাই একবার দেখ্‌তে এলাম। ভেবে ছিলাম, যুধিষ্ঠির রাজা হ'য়েছে, অবশ্যই পাপমতি ক্রূর দুর্য্যোধন এখন তার বিরুদ্ধে আপন অনুসঙ্গিগণকে ল'য়ে মন্ত্রণা-কক্ষে দিনরাত্রি অতিবাহিত ক'র্‌ছে! কৈ তার ত কোনও আভাসই পাচ্ছি না।

তবে কি শকুনির অনুমান ব্যর্থ? হায় রে! তবে কি পিতৃ-প্রতিহিংসা প্রতিসাধিত হবে না? তবে এই পিতৃ-অস্থি-নির্ম্মিত অক্ষ বহন ক'র্‌ছি কি জন্য? পিতা, পিতা, কৈ—সে দিনের দিন কবে পাব? কুরুমেধ-যজ্ঞে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'য়েও যে সে দিন অন্বেষণ ক'র্‌তে পার্‌ছি না! পিতা, আর কতকাল, আর কতকাল? যাক্—এখন একটু অগ্নিকণা দেখ্‌তে পেলে হয়, তাতেই প্রলয়-বহ্নির সৃষ্টি হ'তে পার্‌বে। ঐ নয়, দুঃশাসন, দুর্য্যোধন এই কক্ষের চত্বর-স্তম্ভের অন্তরালে দণ্ডায়মান! তাই ত, এতক্ষণ দেখিনি! তাই ত ব'লি যে, শকুনির অনুমান ব্যর্থ হবে? কেন ওরা অঙ্গ সঙ্কোচে—অবশ্যই কোন দুরভিসন্ধিতে দণ্ডায়মান! যাওয়া যাক, ব'লি—এ—কে—কে তোমরা?

দুর্য্যোধন। (রোদন স্বরে) কে মাতুল! মাতুল! কতক্ষণ এলেন? মাতুল! দুর্য্যোধন আজ পথের ভিখারী।

দুঃশাসন। মামা গো,সে দুঃখের কথা তুমি কি আর শুন না মামা!

শকুনি। বাছা রে! না শুন্‌লে কি কোথায় গান্ধার-রাজ্য, আর কোথায় কুরুক্ষেত্র, বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছ বাছা! এত কষ্ট ক'রে এসেছি কেন?

দুর্য্যোধন। মাতুল! শুনেছেন কি, আমাদের ভাগ্যদেবীর প্রধান প্রতিপক্ষ কে?

শকুনি। তা বাপু, তার অনেককেই ত তোমার কুরুপুরীতে দেখ্‌তে পাই। তবে বিশেষত্ব আছে।

দুঃশাসন। ঠিক ব'লেছ মামা, ঠিক ব'লেছ, বিশেষত্ব—যা কুড় ধ'রেছ—একটু এগিয়ে প'ড়্‌লেই সেই বেটা বিদুরকে গিয়ে ধ'র্‌তে পার্‌বে। মামা গো! তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি এখানে থাক্‌লেও আমাদের কতকটা আশাভরসা হয়, নৈলে—বানের জলে ভেসে যাই মামা, একেবারে ভেসে যাই।

শকুনি। যাক্, বাপু হে—এখন তোমরা এখানে কার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছ বল দেখি।

দুঃশাসন। (কর্ণে কথন)

শকুনি। এই ত বুদ্ধি বাপ, এই ত বুদ্ধি! শাস্ত্রে ব'লেছে, অগ্নির কণা, ঋণের কণা, আর শত্রুর কণা থাকৃতে নিশ্চিন্ত থাক্‌বে না। বুদ্ধিটা বড় বড় মাথা থেকে বেরিয়েছে।

দুঃশাসন। এ বুদ্ধিটা আমার, দাদার কিছুতেই মত ছিল না, আমি বুদ্ধি ক'রে বল্লেম মামা, তাকি হয়, ঐ বেটাই বাবাকে লাগিয়ে ভাঙিয়ে আমাদের সব পর ক'রে দিয়েছে। মামা, তুমি দিন কতক এখানে থাক, ভাগ্‌নেদের যা হয়, একটা উপায় ক'রে দিয়ে যাও বাপু, না হ'লে ত আমরা একেবারে যাই।

শকুনি। বেশ বাপু! তোমাদের জন্য না ক'র্‌তে পারি, এমন কাজ আমার কি আছে বল? ঐ নয়—ভাগ্‌নে, দেখ দেখি!

দুর্য্যোধন। হাঁ, হাঁ ঐ সেই বকধার্ম্মিক! আমাদের পাপ অন্ন গ্রহণ ক'র্‌বে না ব'লে মাত্র আমাদের অপমানিত ক'র্‌বার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছে! রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ

ক'রে পর্ণকুটীরে বাস ক'র্‌ছে? আর পরোক্ষে আমাদের অনিষ্ট সাধন ক'রে যুধিষ্ঠিরের মঙ্গল কামনা ক'র্‌ছে! অহো অসহ্য! অসহ্য! মাতুল, আস্‌তে দাও, আস্‌তে দাও। এবার ধরাধর বিচলিত হ'য়েছে! মহাসাগর আলোড়িত হ'য়েছে! মহারণ্যে দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছে! আমার আর পাপপুণ্য কি! পিতৃব্য? তা হ'ক্, আজ সকল আপদ, সকল কণ্টক দূর ক'র্‌ব! দুঃশাসন, সখা কর্ণ, মাতুল, ঘাতকগণকে প্রস্তুত থাকতে বল। গৃহশত্রু পাপিষ্ঠের আজ প্রায়শ্চিত্ত চাই।

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। নারায়ণ! সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার কত পরীক্ষা! অনন্তরূপ, তা যে কল্পনাতেও ধারণা ক'র্‌তে পারি না প্রভো!

ঘাতকগণ। ভণ্ড, ভণ্ড! তোর ভণ্ডামীর প্রতিফল গ্রহণ কর্।
(হননোদ্যত)।

সহসা বিষ্ণুশক্তিময়ী বৈষ্ণবীগণের আবির্ভাব ও বিদুরের চতুর্দ্দিকে রুদ্রামূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান।

গীত।

চন্দ্র, তপনে ইন্দ্রবাহনে, চণ্ড হুতাশনে, থাক তুমি শক্তি—
প্রকাশ্যে গোপনে লুকায়ে কায়,
আয় আয় সেই তেজোময়ী অগ্নিকঠোরা, আয় আয় কুরুকুলধ্বংসে আয়।

জলে, অনলে, শ্যামল বিপিনে, কোমল পুষ্পে—
লতায়, বিটপে, বিশাল সাগরে তৃণআদি শষ্পে,
সর্গে তুমি মূর্ত্তিমতী— সাকারে আনন্দে আয় মা আয়,
সাধু-সাধন, হোমকুণ্ডে হোতা হ'য়ে দিই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আহুতি আয়॥

সকলে। কে কোথায় রক্ষা কর! রক্ষা কর! প্রাণ যায়—রক্ষা কর! (মূর্চ্ছা।)

বিদুর। একি-একি এতদূর? একি মা, তোরা! বিষ্ণুশক্তিময়ী বৈষ্ণবীগণ! আজ একি মা, ভৈরবী মূর্ত্তি কেন? মশক বিনাশে বিশ্বজনীন প্রেমকে এত কঠোর ক'রে বিস্তৃতি ক'রলি কেন মা? একি গো, আরক্ত ত্রিনয়ন যে ধ্বক ধ্বক ক'রছে! বিলোল রসনা যে লক্ লক্ ক'রছে! একি মা, তেমন সুচিক্কণ যুক্তকবরী উন্মুক্ত ক'রে রুক্ষ জটা নির্গত ক'রলি কোথা হ'তে?

বৈষ্ণবীগণ। মার্ মার্ মার!

বিদুর। থাক্ মা, অচৈতন্য থাক্, ধ্বংস করিস্ নে। স্বভাবসিদ্ধ ঘটনায় কুরুকুলের ধ্বংস হবে, আমায় নিমিত্ত করিস্ না মা!

বেগে সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। কি হ'ল, কি হ'ল, "প্রাণ যায়" ব'লে আমার দুর্য্যোধন দুঃশাসন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল নয়? কে কোথায়? একবার এসে দেখ।

বেগে ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। অন্ধরাজ! স্থির হও, শুনেছি, আমিও কাতর কণ্ঠ শুনেছি।

দ্রোণের প্রবেশ।

দ্রোণ। আমিও ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে আস্‌ছি! এই যে মহামতি বিদুর দণ্ডায়মান!

ভীষ্ম। একি বিদুর! কুসুমে আজ বজ্রোৎপত্তি কেন? একি কুমার দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি সকলেই যে মূর্চ্ছাপন্ন! বিদুর, ঘটনা কি? এ কি, উগ্রমূর্ত্তিতে এরা কে বিদুর!

দ্রোণ। গঙ্গানন্দন, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, বিদুর-সংহারের জন্য কুরুনন্দনগণের ষড়্‌যন্ত্র!

বিদুর। জ্যেষ্ঠতাত, আর্য্য কি এইজন্যই আমাকে মহর্ষির তপোবন হ'তে আনয়ন ক'র্‌তে গিয়েছিলেন?

ধৃতরাষ্ট্র। ও বুঝেছি! বিদুর, বিদুর, ভাই রে, অন্ধের যষ্টিগুলি কি তাই তুমিই গ্রহণ ক'র্‌ছ?

বিদুর। না দাদা, আমি গ্রহণ ক'র্‌ব কেন? স্বভাবসিদ্ধ ঘটনায় আপনার যষ্টিগুলি আজ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশের বাসনা ক'রেছিল।

ধৃতরাষ্ট্র। এখন কি আর ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বি বিদুর! যদি কোন পরিত্রাণের উপায় থাকে, তাই কর্‌ ভাই!

বিদুর। দাদা, পাপমতিগণের পরিত্রাণের উপায়ই ত আপনি! আপনার অটুট স্নেহাশীর্ব্বাদে পাপিষ্ঠগণ এখনও রক্ষিত! তা না হ'লে—এতদিন কি আর পাপপরায়ণ কুরুবংশধরগণের কিছু মাত্র অস্তিত্ব থাকৃত? যাও মা, বিদুরহৃদয়ের বিষ্ণুশক্তি তোমরা, সাকার মূর্ত্তি তিরোধানপূর্ব্বক এই ক্ষণেই স্বমূর্ত্তি ধারণ ক'রে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। (বৈষ্ণবীগণের অন্তর্দ্ধান) ওঠ পাপাঙ্কুরগণ, মোহশয্যা হ'তে গাত্রোত্থান কর। যার যত্নে তোমরা আজ কুরুক্ষেত্রে রোপিত, সেই স্নেহযত্নে—এই কুরুক্ষেত্রেই মহাপাপরূপ বৃক্ষে পরিণত হও, যতদিন না ধর্ম্মরূপ মহাকালের দৃষ্টিবর্ত্তী হ'চ্চ, তত দিন এই ভাবে অপেক্ষা কর, তার পর মহাপাপের পরিণতি যা, ত্রিজগতের জীব দর্শন ক'রবে। (দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণও শকুনির পরস্পর দৃষ্টি) উঠেছ? উঠ্‌বে বৈকি উঠ, প্রবাহ বিস্তার কর, হস্তিনা হ'তে সেই প্রবাহ সমগ্র ভারতে প্লাবিত কর। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দ্রাবিড়, মগধ, সৌরাষ্ট্র ও ভারতের বৃহৎ বৃহৎ নগর ধ্বংস কর। ভীষণ কলিযুগ আগত—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আগত! আমি কি বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারি? সুখের সত্য, ত্রেতা গত হ'য়েছে, দ্বাপরও গতপ্রায়—তাই পাপাসুরগন, তোমাদের আগমন হ'য়েছে। আমি কি তোমাদিগকে বাধা দিয়ে ক্ষান্ত ক'রতে পারি? নিন, দাদা, আপনার বংশধরগণকে গ্রহণ করুন। আসুন জ্যেষ্ঠতাত! আসুন আচার্য্য! দূরবীক্ষণে

বিশাল সমুদ্রের পরপারের ভাম চিত্র দর্শন ক'রেও এখন কি চিন্তা ক'র্‌ছেন? দেখ্‌ছেন না? সে পারাবারের পর অনন্ত অসীম উন্মুক্ত পথ! যে পথে স্বয়ং জনার্দ্দন কুরুবংশধরগণের ঐশ্বর্য্যাভিমানের সংঘর্ষে স্থান না পেয়ে নিরভিমান অর্জ্জুনের নিকট গিয়ে তার রথের সারথ্যে ব্রতী হ'য়েছেন—সেই সম্মোহন পথ দর্শন ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্থির হবেন আসুন।

[প্রস্থান।

ভীষ্ম। দূরদর্শী বিদুর, অগ্রগামী বিদুর! চল চল, স্থির হ'তে পারি কি না, তাই একবার দেখি গে চল।

[প্রস্থান।

দ্রোণ। ব্রাহ্মণ-বৃত্তি পরিহার ক'রে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ধারণ ক'র্‌লাম, শান্তি পাবার জন্য। কিন্তু শান্তি ত দূরের কথা, উপস্থিত মুহূর্ত্তে ত ঘোর অশান্তিতে জর্জ্জরিত হ'চ্চি! আর বিদুর! তুমি শূদ্র, ভক্তির কণা লাভ ক'রে আজ ভক্তের ভগবানের প্রকট লীলা দর্শন ক'র্‌ছ? দ্রোণের অন্ধ মন! এখন বিচার কর্ দেখি, শান্তি কিসে? সুখ কি ধাতুতে গড়া?

[প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। কি পাপ, আমি জন্মান্ধ—স্নেহান্ধ, এ ত্রিজগতের লোক কে না জানে? কিন্তু স্নেহের বিদুর এ জেনে শুনেও আমার কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে সমুদ্যত হ'য়েছিল! সে আমি আর কি জান্‌ব দয়াময়! তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, তুমি জান! সত্য দুর্য্যোধন

আমার কদাচারী, আর দুঃশাসন প্রভৃতি তার সহযোগী, তা ব'লে কে কোথায় অপত্যস্নেহে বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে? দুর্য্যোধন হ'তে রাজ্য যাবে, তা যায় গেল? আমি কি ক'র্‌ব? তার রাজ্য, সে যদি নষ্ট করে, তাহ'লে আমি কে? বাবা দুর্য্যোধন, উঠেছ? বাবা দুঃশাসন উঠ্‌লে কি বাপ!

দুর্য্যোধন। উঃ, এর চেয়ে মৃত্যু হ'লেও শান্তি অনুভব করতেম! তাহ'লে আর এত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হ'তো না।

ধৃতরাষ্ট্র। স্থির হও বাবা দুর্য্যোধন, কাঁদিস্ না বাবা! তোর কান্নায় জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় শত শত খণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়। মনে হয়, আর বুঝি তিলার্দ্ধ আমার জীবন-পক্ষী দেহ-পিঞ্জরে রৈল না! দুর্য্যোধন! জীবনধন, বংশের প্রদীপ আমার, তোর চক্ষের জলে এবৃদ্ধের সুখসম্পত্তি—শান্তি সব যে ভেসে যায় চাঁদ!

শকুনি। তাই ত ব'লি ভাগ্‌নে! বাপের প্রাণ, এ ত আর কামার বাড়ী কি সেকরা বাড়ীর গড়ান জিনিষ নয়, যে পানের দোষে কোনটা ভাল বা কোনটা খাম হ'য়ে গেল। এ একেবারে ইস্পাতে গড়া, বাবা মড়্‌ছে ধ'র্‌লেও ধারে কাটে। যাক্, বোঝা গেছে, ভাগ্‌নে, তা হ'লে অন্ধরাজের কাছে সকল কথাই খুলে খালেই হোক্ না।

ধৃতরাষ্ট্র। তা বৈ কি, বাবা দুর্য্যোধন, আমার কাছে তোমাদের আর গোপন কি? কি ক'র্‌বে, কি ক'র্‌তে হবে, সব প্রকাশ ক'রে বল ধন!

দুর্য্যোধন। পঞ্চপাণ্ডবের সহিত আমরা কিছুতেই একত্র থাকৃতে পারব না।

ধৃতরাষ্ট্র। তা নাই থাক্‌লে, মনে কর্‌লেই ত তোমরা পৃথক্ ভাবে থাকতে পার বাবা!

দুঃশাসন। মনে ক'র্‌লে তা থাকৃতে পারি বটে, এখনি আমরা রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে দূর বনে পাহাড়ে গিয়ে বাস ক'র্‌তে পারি বটে, কিন্তু আপনারা যে আমাদের বন্ধন।

দুর্য্যোধন। ঐ বন্ধনেই ত সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। যখন পিতামাতার কথা স্মরণ হয়, তখন আর পরাধীনতা-যন্ত্রণার কথা বিন্দুমাত্র মনে থাকে না। শত আঘাত সহ্য ক'রেও প্রাণ ধারণ ক'র্‌তে হয়। বাবা, আমরা আপনাদিগকে ত্যাগ ক'রে কেমন ক'রে বনবাসী হই?

গীত।

কেমন মায়া কে জানে, বনবাসী হই কেমনে।
সকল জ্বালা যাইগো ভুলে, পিতা তোমার কথা হ'লে মনে॥
নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, তাই গো পিতা তুমি অন্ধ,
সদাই ভুঞ্জি নিরানন্দ, আনন্দ না পাই জীবনে॥
মনের দুঃখ কইব কত, জ্ব'লি জ্বালায় অবিরত,
ভেক হ'য়ে ভুজঙ্গের মত, আঘাতে পাণ্ডবগণে॥

ধৃতরাষ্ট্র। বনবাসী হ'বি কেন বাপ! কোন্ দুঃখে তোরা আমার বনবাসী হ'বি?

দুর্য্যোধন। নতুবা স্বার্থপর পাণ্ডুনন্দনের শত পদাঘাত কি প্রতিদিন সহ্য ক'র্‌তে বলেন ?

ধৃতরাষ্ট্র। কেন সুযোধন, আমার যুধিষ্ঠির ত মন্দছেলে নয়।

দুঃশাসন। ও মামা, তাহ'লে আমাদের কথায় বাবার প্রত্যয় হ'ল না, শুনছ ? যুধিষ্ঠির সুবোধ বালক; ভীম একটু গোঁয়ার গোবিন্দ বটে,কিন্তু সরল প্রাণ;আর অর্জ্জুন ত নেহাত সেকালে, ভালতেও নেই, মন্দতেও নেই; আর নকুল সহদেবটা— তারা ত নাবালক. আর যত দুষ্ট,—আমরা একশ ভাই। (জনান্তিকে) এই কথা শুন্‌লেই আমার কাণার উপর বেজায় রাগ বেড়ে যায়।

ধৃতরাষ্ট্র। না দুঃশাসন,আমি কি আর তা ব'ল্‌ছি ? বলি, তোমরা কি ক'র্‌তে চাও, তাই আমায় বলনা ?

শকুনি। আর ব'ল্‌বে কি বলুন, ভাগ্‌নেদের ইচ্ছা যে, পঞ্চপাণ্ডবকে স্থানান্তরে রাখা।

ধৃতরাষ্ট্র। যদি তারা মত না করে ?

দুঃশাসন। এই দেখ দেখি ! আপনি ব'ল্‌লে তারা কোনকালে কোন্ কথা না শুনেছে ?

শকুনি। আপনি ব'ল্‌বেন না, তাই কেন বলুন না ?

ধৃতরাষ্ট্র। পুত্রের জন্যে ব'ল্‌ব না, আমার পিণ্ডের অধিকারী যারা, তাদের জন্য ব'ল্‌ব না, এতে যদি পুত্রগণের মনস্তুষ্টির কারণ হয়, তারা আমার সুখী হয়,অবশ্যই ব'ল্‌ব। তবে হটাৎ একেবারে—

দুর্য্যোধন। না, হটাৎ নয়, কথাও হয়েছে, মন্ত্রণাপ্রভৃতি

সুলভসৌন্দর্য্যশালী বারণাবত গ্রাম—রাজউপভোগ্য সুন্দর স্থান ইত্যাদি ব'লে যুধিষ্ঠিরের নিকট সাধারণ জনমণ্ডলী প্রকাশ ক'রেছে, যুধিষ্ঠিরেরও ইচ্ছা কিছুদিন সেই স্থানে গিয়ে বাস করে। তবে তার কার্য্যতৎপরতা অতি অল্প, সেই জন্য বিলম্ব ঘ'টছে, সেই জন্য আপনি যদি—

ধৃতরাষ্ট্র। না—না বুঝেছি, আর ব'ল্তে আর ব'ল্তে হবে না, সে ত অতি উত্তম, আমি এখনি সে বিষয়ে প্রস্তাবনা ক'র্‌ছি। কে আছ, শীঘ্র আমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। এই কথা, তারজন্য এত অভিমান! এ কথা আমায় অগ্রেই ত ব'ল্লে হ'ত'। তবে বাবা, খুব সাবধান, বিদুরকে সামান্য জ্ঞান ক'রো না, অহো! আজ আমি না থাক্‌লে কি সর্ব্বনাশময়ী ঘটনাই সংঘটিত হ'ত।

দুর্য্যোধন। আমরা সকলেই অতি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছি। খুব সাবধানেই চ'ল্‌ব। তবে আপনিও তাঁকে একটু সাবধান ক'রে দিবেন।

শকুনি। আমি ত বাবা, তার কাছ দিয়ে আর ঘেঁস্‌ব না, কি বল ছোট ভাগ্‌নে?

দুঃশাসন। মামা! তুমি কি বল, বল দেখি? আগের ভেড়া যেম্‌নে যায়, পেছুর ভেড়াগুলোও ঠিক তেমনি কোঁদা মেরে ছুট্‌তে থাকে, আর তুমি মামা,আমি ভাগ্‌নে, মামা যে পথে না যায়, সে পথে কি—আক্কেল থাক্‌লে ভাগ্‌নে কখন এগুতে পারে? মামার এক কথা বাপু!

শকুনি। তা হ'লে বাবা দুর্য্যোধন, এখন আমরা যাই চল। অন্ধরাজের আজ্ঞাকারী পঞ্চপাণ্ডব এই ক্ষণেই এখানে এসে উপস্থিত হবে এবং আমাদের এখানে দেখ্‌লে মনে নানা প্রকার সন্দেহ ক'র্‌বে।

দুর্য্যোধন। (জনান্তিকে) নিশ্চয়, বিশেষতঃ পুরোচনের সহিতও বহু পরামর্শের প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে।

শকুনি। (জনান্তিকে) অবিলম্বেই তাকে বারণাবতে প্রেরণ করা আবশ্যক। সম্ভব, অন্ধরাজের আদেশ পেলে পঞ্চপাণ্ডব অতি শীঘ্রই বারণাবতে যাত্রা ক'রবে।

দুর্য্যোধন। বাবা, প্রণাম করি, এই বিশাল কুরুপুরে আপনিই মাত্র ভরসা। (প্রণাম)

শকুনি। মহারাজ! এই অকূল মহাসাগরে বাপ সুযোধনকে অবলম্বন ক'রেই ঝাঁপ দিয়েছি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বাছাদের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ ক'র্‌তে পারি।

ধৃতরাষ্ট্র। তোমার আর কর্ণের ভরসাই সম্পূর্ণ করি ভায়া! দুর্য্যোধনকে আমি তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'রে কতকটা বুক বেঁধে আছি।

দুঃশাসন। বাবা, দুঃশাসন তোমায় প্রণাম ক'র্‌ছে, ভাল ক'রে বুদ্ধি এঁট, যেন শেষে আল্‌গা ক'রে বস'নি। (প্রণাম)

শকুনি। অন্ধরাজ, আপনি একটু উপর-চাল রাখ্‌বেন, তা হ'লেই অষ্টচক্র না হ'য়ে খেলয়াড় আর যায় কোথা! প্রণাম ক'র্‌ছি। (প্রণাম)

ধৃতরাষ্ট্র। দেখ ভাই, দুর্য্যোধন ছেলে মানুষ, তোমার কাজ তুমি ক'র্‌বো।

[দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ও শকুনির প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। গুণের ছেলেরা আমার, তবু লোকে কুচক্রী কুটিল ব'লে দোষ দেয়। তাই ত—যুধিষ্ঠিরকে আস্‌তে ব'ল্লেম, এখনও কেন আসছে না!

পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।

সকলে। জ্যেষ্ঠ তাত! দাসেদের প্রণাম গ্রহণ ক'রুন। (প্রণাম)

ধৃতরাষ্ট্র। কে এলে, আমার বুকের মাণিকেরা এলে? আমার-গুণের যুধিষ্ঠির এলে? ভীম এলে? অর্জ্জুন এলে? নকুল সহদেব এলে? এস বাপেরা এস। অনেক ক্ষণ তোমাদের কথা শুনিনি, তাই শুন্‌তে, কেমন সাধ হ'ল, ডেকে পাঠালেম! কোনও কার্য্যে ব্যস্ত ছিলে নাকি? আমার দুর্য্যোধন, দুঃশাসনও এতক্ষণ আমার নিকটে ছিল, এই গেল। তার পর—রাজকার্য্যের মঙ্গল ত?

যুধিষ্ঠির। আপনার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল।

ধৃতরাষ্ট্র। বেশ, বেশ, তুমি আমাদের উপযুক্ত বংশধর, তোমার নিকট বিশৃঙ্খল হবে কেন? তবু বাবা, আমার প্রাণ বোঝে না, মনে হয়, ছেলে মানুষ তোমরা কি ক'র্‌ছ?

যুধিষ্ঠির। জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন বৈ কি! কোন ত্রুটি অপরাধ শুন্‌লেই আমাদিগে হিতোপদেশ দেবেন বৈ কি! আপনি ভিন্ন আমাদের ত্রিসংসারে আর কে আছে? জ্যেষ্ঠ তাত! আমরা এ জগতে

পিতা জানি নাই পিতামহ ও আপনার ক্রোড়ে লালিত-পালিত, বর্দ্ধিত হ'য়েছি, আপনারাই আমাদের রক্ষক—অবলম্বন।

ধৃতরাষ্ট্র। তা বৈ কি বাবা, আমাদেরও তোমরা ভরসা। দুর্য্যোধনাদি তারা নাবালক, তুমি তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভীমার্জ্জুন যেমন, তারাও তোমার তেমন। তাদের ভার তোমার প্রতি। তুমিই তাদের রক্ষক, আশা-ভরসার স্থল। আমরা আর কয় দিন? আমাদের অবর্ত্তমানে তোমাকে বাবা, অনেক সহ্য ক'রতে হবে। গৃহের গৃহস্বামীরই সমধিক কষ্ট।

যুধিষ্ঠির। সেই আশীর্ব্বাদই করুন, যেন কনিষ্ঠ ভাইগুলিকে ল'য়ে সংসারে কর্ত্তব্য প্রতিপালন ক'রে যেতে পারি। আমি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিকে সহোদর ভাই ব'লেই জ্ঞান ক'রে থাকি। তারা আমার অগ্রে, ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেব, আমার পরে, আমি এই বিবেচনা ক'রেই তাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার ক'র্‌ছি।

ভীম। কিন্তু জান্‌লেন জেঠা মশায়, তারা কিন্তু তা ভাবে না; যাতে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটে, তারা নিয়তই সেই চেষ্টায় থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র। এই দেখ দেখি মেজছেলের আমার কথা! হাঁ যুধিষ্ঠির! ভীম বলে কি?

যুধিষ্ঠির। ভীম ছেলেমানুষ, ওর অত দূর জ্ঞান হয় নি।

ভীম। না দাদা, আপনি আর আমায় স্পষ্ট কথা কইতে বাধা দিবেন না। কেন আপনি কি শুনেন্ না?

দুর্যোধন, দুঃশাসন এরা কেবলই আমাদের ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত।

ধৃতরাষ্ট্র। পাগল ছেলে আর কি? তা কি তারা পারে? তোমরা আমার আগে, তারা আমার পরে। তবে যদি তাই করে, তাহ'লে পাগল ছেলে আর কি—কার সঙ্গে কি করে—পাগল ছেলে আর কি?

অর্জ্জুন। তা বৈ কি, একটু বায়ুগ্রস্ত না হ'লে—এও কি কখন কেউ ক'রে থাকে?

ভীম। দেখ্ অর্জ্জুন, চুপ ক'রে থাক্ ব'ল্‌ছি। এত দেখ্‌ছিস্, এত শুন্‌ছিস্, তবু তুই মিথ্যা মনস্তুষ্টিকর কথা ব'ল্‌বি? না জেঠা মশায়, আপনাকে আমি বার বার ব'লে আস্‌ছি, আপনি তাদের নিবারণ ক'রে দিবেন; নতুবা—আপনি জানেন ত, আমি গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ, কোন্ দিন রাগে কি ক'র্‌তে কি ক'রে ব'সব—শেষে আপনাকে শেষ বয়সে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে ফেল্‌তে হবে। আমি চাই সরলতা। এ জীবনে এক সরলতারই পূজা ক'রে আস্‌ছি, তদ্ভিন্ন ভীম আর কারও পূজা জানে না।

গীত

চাহি না জানিতে, চাহি না বুঝিতে, সরলতা-পূজা বিনা এ জগতে।
সরল যে জন, প্রাণের সে জন, ধন মন তারে সব পারি দিতে।
সাধু-মুখে শুনি সরল যে জন, পায় সে গোবিন্দের অভয়চরণ,
ভবের বন্ধন, অনায়াসে মোচন, করে সেই জন বিনা সাধনাতে॥
ধর্ম্মসাধনের হয় সরলতা পথ, সরলতা বিনা কার পূরে মনোরথ;
সরল অন্তরে, ডাকিলে শ্রীধরে, যাবে তুমি ত'রে ভব-বৈতরণীতে॥

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত! ভীমের কথা ত্যাগ করুন। এক্ষণে আমাকে কি জন্য আহ্বান ক'র্‌লেন, তাই ব'লুন?

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ, হাঁ বাবা, ভুলে গেছ্‌লাম, একটা কথা শুনছিলাম কি, তোমরা নাকি বারণাবতে কিছু দিন বাস ক'র্‌বার জন্য মনন ক'রেছ?

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত, লোকমুখে শুন্‌তে পাই যে, বারণাবত নাকি অতি মনোরম প্রীতিপ্রদ স্থান, তাই স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য কিছুদিন সেই স্থানে থাক্‌তে চাই।

ধৃতরাষ্ট্র। তা বেশ ত বাবা, আমিও ঐ কথা শুনেই তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার জন্য ডাকিয়ে ছিলাম। তা কতদিনে সেখানে যাবার জন্য স্থির ক'রেছ?

যুধিষ্ঠির। দুই এক দিনের মধ্যেই।

ধৃতরাষ্ট্র। তা বেশ, বেশ, তোমরা আগে যাও, তার পর স্থানটী যদি মনোরমই বোধ কর, তাহ'লে আমিও সেখানে দিন কতক থাক্‌তে ইচ্ছা করি। নিরবচ্ছিন্ন এক স্থানে বাস করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হ'য়েছে!

যুধিষ্ঠির। চলুন্ না, বেশ ত, আপনি গেলে আমরা সকল ভ্রাতায় মিলে আপনার সেবা ক'র্‌ব, হস্তিনার অভাব আপনাকে কোন মতে বুঝ্‌তে দোব না।

ধৃতরাষ্ট্র। তোমারা আমার বেঁচে থাক বাবা, তোমাদেরই ভার আমি। তোমাদের মুখ চেয়ে আমি সংসারে অবস্থান ক'র্‌ছি। তা হ'লে তোমরা সেখানে যাবার জন্য শীঘ্র প্রস্তুত হও গে, যদি

তোমাদের সে স্থান মনোরম ব'লে বোধ হয়—সংবাদ দিও, বৃদ্ধও তখন তোমাদের অনুসঙ্গী হবে। এখন চল, আমাকে শয়নকক্ষে দিয়ে আস্‌বে। আর আমি বস্‌তে পার্‌ছি না। মধুসূদন আরও কতদিন এই জন্মান্ধকে এই যন্ত্রণা দান ক'র্‌বেন!

যুধিষ্ঠির। আসুন, (ধারণপূর্ব্বক) প্রাণাধিক ভীম, তা হ'লে আর আমাদের অপেক্ষা ক'র্‌বার আবশ্যক নাই। যখন জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ পাওয়া গিয়েছে, তখন যত শীঘ্র পার, বারণাবতে যাবার শুভযাত্রার আয়োজন কর্‌গে ভাই! প্রাণাধিক সহদেব শুভক্ষণ নিরূপণ ক'রে দাও গে, সেই মুহূর্ত্তে আমরা শুভযাত্রা ক'র্‌ব।

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ, তা বৈ কি—দিন ক্ষণ দেখে যাবে বৈ কি।

[যুধিষ্ঠির সহ প্রস্থান।

ভীম। অর্জ্জুন, জেঠামহাশয়ের কথাগুলোর ভাব কিছু বুঝ্‌লি? আমার যেন ভাই, কিছুই ভাল ব'লে বোধ হ'ল না। বৃদ্ধের অন্ধচক্ষুর কুঞ্চিত ভ্রূকুটি যেন ঘোর কুটিলতায় ঘেরা ব'লে বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

অর্জ্জুন। দাদা, আর্য্যের আজ্ঞায় আমাদের বিচারের অধিকার কি আছে?

ভীম। ঐ জ্যাঠামোগুলো আমার ভাল লাগে না অর্জ্জুন! "আর্য্য আর্য্য" ক'রেই আপনাদের সর্ব্বনাশগুলো আপনাদের

কাছে টেনে আন্‌ছি। আর্য্য ত আর আমাদের বিচারশক্তিকে একেবারে নষ্ট ক'র্‌তে বলেন না। আরে, ভ্রম সকলেরই র'য়েছে। আমরা যেটা বুঝ্‌ব, আর্য্যের কাছে সেটা সরলভাবে খুলে ব'ল্‌তে দোষ কি? তার পর তাঁর কথায় মর্‌তে হয় মর্‌ব, নয় বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌ব। যাক্‌, তোদের সঙ্গে আমার কিছুতেই ব'ন্‌বে না। চল্‌, এখন যা করতে হবে, তাই করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমুনা-তীর।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। গীত

আমার দুটো ফুলের মালা গাঁথা, মানুষ একটা পে'লে আরটা ভুলে।
ফুল নিয়ে কেউ ডোবে জলে, কেউ বা থাকে দাঁড়িয়ে কূলে।

যে ডোবে জলে তারে ডাকি বাজাইয়া বাঁশী,
যে রয় কূলে তারে দিই প্রেমভরা হাসি,
অকূলের তীরে রই, সুখদুখের কথা কই,
বোধহীন যোষে কই কূল ছেড়ে সুখে।

দিগঙ্গনাগণের প্রবেশ।

দিগঙ্গনাগণ। গীত

কে বাজাও বাঁশী কালশশি। যেমন ব্রজদাসীর প্রাণ ভুলালে।
ডুবে আছি অথৈ জলে, লও হে শ্যাম লও হে তুলে।
কূলে লও কূলের নাবিক, কূল রাখ হে প্রেমের প্রেমিক,
কি কব তোমায় অধিক, কুল রাখা দায় নাকূলে—
ছিঃ ছিঃ ছিঃ হ'ও না এমন সখে! কেন প্রাণ দিয়ে ধনমন মজালে।
আর না কোথাও যেতে পারি, ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি ক'র্‌লে হরি,
এমনি ক'রে গোপের নারী—ব্রজে কি চোর হ'য়েছিলে—
তোমার স্বভাব বঁধু ছাড়্‌বে কেন, এল্যোৎ কি যায় হে ধুলে?

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। দিগঙ্গনা সখিগণ! এই ত আমার স্বভাব, সত্যই ব'লেছ। আমি প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি-পুষ্পে মালা গেঁথে রেখেছি, জগতের লোক, সেই উভয় পুষ্পেই বিভোর। কেউ প্রবৃত্তির দাস, কেউ নিবৃত্তির সহচর। যে নিবৃত্তির অনুসঙ্গী, সে আমার প্রিয় বন্ধু। কুরুক্ষেত্রে কুরুগণ প্রবৃত্তির সেবক, আবার পাণ্ডু-বংশধরগণ নিবৃত্তির অনুচর, তাই তারা আমার অতি প্রিয়। তাই আমি যে স্থানেই থাকি, সেই স্থানেই পাণ্ডবের চিন্তা

আমার প্রধান চিন্তা। অভিমানী দুর্য্যোধন কিছুতেই বুঝ্‌বে না যে, আমি ঐশ্বর্য্যের বা অহঙ্কারের হরি নই, আমি দীনহীনের—নিরহঙ্কারীর হরি। আরও দুর্য্যোধন মনে করে, আমি পক্ষপাতী কৃষ্ণ। হা পাগল, তুইও আমার যে বস্তু, আর পিতৃহীন পাণ্ডুপুত্রগণও আমার সেই বস্তু। তবে আজ কেন পাণ্ডুপুত্রগণ আমার এত প্রিয় পদার্থ? নিবৃত্তির সেবক ব'লে প্রবৃত্তির উন্মার্গ পথে যে বিচরণ করে, তার নিকট হ'তে যে আমি অনেক দূরে অবস্থান করি। এই যে কুরু-নরকার্ণবের মধ্য হ'তে বিশুদ্ধতার চন্দনধৌত একটী ফুটন্ত পদ্ম এই দিকে আস্‌ছে! কি বাবা বিদুর!

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। কে বাবা! কি ভাগ্য—কি ভাগ্য রে! যার ভাবে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি, সেই ভবভাব্য ধন প্রভাতেই দর্শন! দীননাথ! উপায় কর, উপায় কর! যদি দেখা দিলে, তা হলে উপায় কর। পদ্মা পাগলিনী, আমি ত আর তিলেক অদর্শন-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারি না গোবিন্দ! যদি বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে না দয়াময়, তা হ'লে কেন দেখা দিয়েছিলে? কেন রূপ দেখিয়ে পাগল ক'রেছিলে? এখন উপায় কর। যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর ছাড়্‌ব না।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণের বিদুর! জীবনসর্ব্বস্ব বিদুর! তোমায় আমার অদেয় আর কি আছে? ভক্ত ল'য়েই যে ভগবান্। ভগবান্

বড় নয়, ভক্তই ভগবানের বড়। সেই জন্য ভক্ত, আজ ভগবান তোদেরও কৃপাভিখারী। বিদুর, তুমি আজ আমার উপায় কর, তার পর আমি সব ক'র্‌ব। সেই জন্যই আমি প্রভাতে আজ এসেছি বিদুর!

বিদুর। খেলা ক'র্‌তে সাধ হ'য়েছে, খেলাও খেলাযুড়! আমরা ত তোমার পাগল, আবার ভাবময়, তুমি যখন ভাবে পাগল হ'য়েছ, তখন পাগলদের কি পাগলামী ক'র্‌তে হবে, আজ্ঞা করুন।

কৃষ্ণ। কেন বাবা বিদুর, তা কি তোমার কাছে কিছু অজ্ঞাত আছে? বিদুর, তুমি কি জান্‌ছ না, অহঙ্কারী দাম্ভিক দুর্য্যোধন-রূপী সাক্ষাৎ কলি আপনার কাল উপস্থিত দেখে, কি ভাবে সংসারে এসে জন্মলাভ ক'রেছে। বাবা বিদুর, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে এত দূর উন্মত্ত যে, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার ক'র্‌তে চায় না। ঐশ্বর্য্য-বলে জগৎ পরাজিত হয়—দরিদ্রগণ নীচ, ঘৃণ্য, হেয় ইত্যাদি—এই মোহ প্রাপ্ত হ'য়ে অমূল্য ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা ক'র্‌ছে। পঞ্চপাণ্ডব পিতৃহীন, সহায়-হীন, ধনহীন, এক আমি মাত্র তাদের ভরসা! তাই দুর্য্যোধন তাদের দুর্ব্বল হেয় বিবেচনা ক'রে ঐশ্বর্য্যের শুষ্ক মহিমা বিস্তার ক'রবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছে। বাবা বিদুর! আমি যে রূপ, ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল নই, আমি যে ভক্তির কাঙ্গাল, ধর্ম্মের কাঙ্গাল! তাই বিদুর, আমিও তাই অহঙ্কারী অভিমানী দুর্য্যো-ধনকে দেখাতে চাই, ধনবল, ঐশ্বর্য্যবল তৃণাদপি তৃণ, ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্র। ধর্ম্মবলের তুল্য বল এ মহীমণ্ডলে আর দ্বিতীয়

নাই। যে ধন লাভ কর্‌’বার জন্য প্রাণের বিদুর তুমি ঐশ্বর্য্য-ময়ী রাজপুরী পরিত্যাগ ক’রে আজ পর্ণকুটিরবাসী, ভিক্ষুক হ’য়েছ, বাবা বিদুর রে, আমিও যে তারি ভিখারী। তবে বাবা, তখন নূতন উদ্দেশ্য আর কি আছে বাবা!

বিদুর। তবে এস বাবা, একবার বুকে এস। হরিবোলা পাখীর মনভোলা পাখি, এস দেখি, একবার হৃদয়পিঞ্জর তোমায় দেখিয়ে রাখি। এ হৃদয়ের সাজসজ্জা কেমন ভাবে সংগ্রহ ক’রেছি, একবার দেখ!

কৃষ্ণ। (আলিঙ্গন) এস বিদুর! মহাসাগরের জল মহাসাগরে মিশিয়ে দিবে এস। আমি কে বিদুর? ভক্তই ত আমি। যাও প্রাণভক্ত, ভগবানের স্বরূপ তুমি, ভগবানের কার্য্যসাধন করগে যাও। কুটিল কুচক্রী অধার্ম্মিকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওগে যাও। পাপীর ধ্বংসরূপী হ’য়ে সংসারক্ষেত্রে বিহার করগে যাও। শুনেছ বিদুর, শুনেছ কি দুরাত্মা দুর্য্যোধন মহাপাপী পুরোচন যবনকে বারণাবতে কিজন্য প্রেরণ ক’র্‌ছে? ঐ দেখ, ঐ দেখ, এই নিভৃত স্থানে দুরাত্মারা মন্ত্রণা ক’র্‌বার জন্য আগমন ক’র্‌ছে। বিদুর! বিদুর! একটু অন্তরালে এস, পাপিষ্ঠদের মন্ত্রণা শুন্‌বে এস।

দুর্য্যোধন ও পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। কু—কু—কু—কুরু—না—না—থ,—তা—হ—লেই বে—চো—ভোঁ—ভোঁ—কটাং—কটাং—কট্‌।

দুর্য্যোধন। পুরোচন, তাহ'লেই তুমি তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান দিলে আমি এই বুঝ ব। ভাই রে, পঞ্চপাণ্ডব বর্ত্তমান থাকতে দুর্য্যোধনের সুখসম্পত্তি যে কিছুই নয়, এ স্থির নিশ্চয় জানবে।

পুরোচন। (হাস্য) স—খে! তা—তা—জা—জা— জানি ব'লেই ত—এই—এই—বু—বুদ্ধি—প—প—রা—ম—মর্শ— ক'র্‌লেম, বুদ্ধি—জো—জো—জোরেই ত—প—প—পঞ্চ— পা—পা—পাণ্ডব—পু—পু—পুড়্‌বে—প—প—পটা—পট্‌।

দুর্য্যোধন। তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পতিত হোক্‌। তাহ'লে ভাই, তুমি পাণ্ডবের বাসের জন্য—লাক্ষা ও তৈলাক্ত পদার্থ দিয়ে এমন জতুগৃহ নির্ম্মাণ ক'র্‌বে যে, যেন ধূর্ত্তেরা কোন মতে সে গৃহ যে জ্বলনীয় গৃহ, তা বুঝ্‌তে না পারে।

পুরোচন। কি—কি—কিছুতেই—ন—য়। কু—কু—কু— কুরু—নাথ—কি—কি—কিছুতেই—নয়—নয়। —তু—তু তুমি—শী—শী—শীঘ্র—যো—যো—যোগাড়—ক—ক—করে দি—দি—দিবে চল।

দুর্য্যোধন। তুমি এই স্থান হ'তেই যাত্রা কর, আমি গৃহোপযোগী সমুদায় দ্রব্যই অবিলম্বে প্রেরণ ক'র্‌ছি।

পুরোচন। বে—বে—বেশ—উ—উ—উত্তম! —আ—আ— আন—ত—ত—তবে—চ—চ—চ'ল্লেম। ব—ব—বলে— প—প—পঞ্চ—পা—পা—পাণ্ডব! অ—অ—অনেক—বে—

বে—বেটাকে—আ—আ—আমার—জা—জা—জানা—আ—আ—আছে।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। গৃহে কোন বিষয়েরই আর মন্ত্রণা চলে না, যেন আমার গৃহ আমার নয়। এক দুরাত্মা বিদুরই আমাদের সর্ব্বনাশকারী।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বাবা বিদুর, শুন্‌লে ?

বিদুর। শুন্‌লেম।

কৃষ্ণ। কি শুন্‌লে ?

বিদুর। যেমন শোনালে বাবা !

কৃষ্ণ। ধর্ম্মবীর ! তবে আর স্থির কেন ?

বিদুর। কার্য্য-নিয়ন্তা, কার্য্যে প্রবৃত্তি দাও।

কৃষ্ণ। যাও বিদুর ! ধার্ম্মিকের প্রাণরক্ষার জন্য তোমাকে আমি সেই প্রবৃত্তি দান ক'র্‌লেম। যাও বিদুর ! ধর্ম্ম-বুদ্ধি-কৌশলে দীনহীন ধর্ম্মাশ্রয় পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণরক্ষা করগে যাও। অহো, জতুগৃহ, জতুগৃহ ! সেই গৃহে অসহায় পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ-নাশের জন্য নির্জ্জন মন্ত্রণা। যাও ধর্ম্মবীর ! দুরাত্মাগণের কূট কৌশল ভেদ ক'রে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করগে যাও। আমিই যেতেম, কিন্তু যাব না, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনকে এখনও আমি দেখাতে চাই, আমি উভয়েরই। আমি কার্য্যের নিয়ন্তা নই,

ধর্ম্মই সর্ব্ব কর্ম্মের নিয়ন্তা। ধর্ম্ম-বলই ধার্ম্মিকের চির অনুচর। বাবা বিদুর, এখন আসি, আবার এসে একদিন দেখা ক'রব।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

বিদুর। বাবা, ক্ষুদ্র তৃণকে আজ মহাবৃক্ষের ভার সমর্পণ ক'রে চ'ল্লে? যাও, ভরসা আছে, পঙ্গু যে দয়ায় গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ, সে দয়ায় তৃণ কেন না মহাবৃক্ষের শক্তি ধারণ ক'রবে ঠাকুর!

গীত

দয়াময় কি না হয় তোমার ইচ্ছায়।
অন্ধ জনায় দৃষ্টি লভে, বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়॥
যে যেমন সাধনা করে সে সাধ পুরাও তার,
কে কার ভার লয় হরি, সব ভার যে হয় তোমার,
(তাই শুধাই হে শ্রীমাধব, সর্ব্বকার্য্যে তুমি,
যাব যাব তোমার কার্য্যে যাব, তুমি লবে যেই পথে,
যাব সেই পথে, তুমি বলিবে যা করি তা,
তুমি ভাবিবে যা, হইবে তা) ইচ্ছায় যার লয় সৃষ্টি—
তার কি তুলনা আর, নমস্তে যজ্ঞরূপায় নমঃ নমঃ যজ্ঞরায়॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ।

দুঃশাসন। আচ্ছা মাতুল, দেহের শক্তি বড়, না বুদ্ধিখানা বড়? কে বড় বল দেখি?

শকুনি। এই দেখ দেখি, ভাগ্‌নে আমাকে একেবারে মহাবিপদে ফেলে দিলে?

দুঃশাসন। এই ত বাবা, দর্শন বিদ্যেটায় একেবারে চু চু! আমি ত বলি বাবা, দেহের শক্তিটা কিছু নয়, ভীমের যে ঐ হাতীর মত দেহ, ওটা কিছুই নয়, বুদ্ধি ক'রে হাতীকেও কায়দা ক'র্‌তে পারা যায়।

শকুনি। আঃ, ভাগ্‌নের কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! আমার ভাগ্‌নে কিনা? আচ্ছা, আমি একটা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, বাঁশ বড় কি তার কঞ্চি বড়, কোন্‌টা বড় বল দেখি?

দুঃশাসন। ও বাবা, মামার কি আধ্যাত্মিক যোগের কথা বাবা! মামা, কি খেলে দেলে তোমার মত বুদ্ধির দৌড়টা হয়, আমাকে ব'লে দিতে পার?

শকুনি। বাবা—এ সব বুড়গড়ের কর্ম্ম, পাট্টা জোন বয়সে হয় না। এখন বল দেখি, ফুর্ত্তি জন্মাচ্চে কি না বাপ্‌!

দুঃশাসন। (গালভরা হাস্য)

শকুনি। কি ধন, একেবারে যে—আট খানা।

দুঃশাসন। (হাস্য) মামা—মামা—তোমায় কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব বল দেখি?

শকুনি। দুঃশাসন! ভীমের মুখখানা দেখেছিলে?

দুঃশাসন। মামা গো, সে আঁটকুড়ির বেটার কথা আর আমার কাছে কও নি, সে অনামুখোর মুখ দেখ্‌লেই আমার গায়ের রুঁয়াগুলো সব শিউরে উঠে।

শকুনি। তাহ'লে আজই তারা বারণাবতে যাচ্চে?

দুঃশাসন। যাচ্চে কি মামা, সব বেরিয়ে প'ড়েছে। আর সেই চাল্‌তামুখী খুড়ী কুন্তি মাগীটা ত একেবারে হাঁউ মাউ চাঁউ লাগিয়ে দিয়েছে! একবার মায়ের পায়ে টিপ, একবার বাবার পায়ে টিপ, একবার পিতামহ বুজ্‌রুক ভীষ্মের পায়ে টিপ! আর তার বেটাগুলো ও মায়ের দেখাদেখি তেমনি সবারই পায়ে টিপ দিচ্চে। আমাদের ক' ভাইকে বারণাবতে নিয়ে যাবার জন্যে ভারি জেদ! মামা, আমি তখন মনে করি, সে গুড়ে বালি, তা হ'চ্চে না। তোমরা যমের বাড়ী যাচ্চ, কে তোমাদের সঙ্গে যাবে বাবা! সেখানে পুরোচন তোমাদের আত্মশ্রাদ্ধের যোগাড় ক'রে রেখেছে! যাও, যাও, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়।

শকুনি। আরে পাগলা, চুপ্, চুপ্, চুপ্, ঐ যে সব আস্‌ছে!

দুঃশাসন। অ্যাঁ—অ্যাঁ শুন্‌লে নাকি মামা! ভীমে মুখপোড়া

শুন্‌লে না ত? অ্যাঁ অ্যাঁ ক'রলাম কি! (স্বীয় গণ্ডে চপটাঘাত পূর্ব্বক) ঐ ত আমার মুখ্‌খোমি! মামা, চল, চল, আর ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে কাজ নি। এখনি চামড়ার মুখ আল্‌গা হ'য়ে গিয়ে কি ব'ল্‌তে কি ব'লে ফেল্‌ব। আমি চ'ল্লাম, মামা, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস।

[প্রস্থান।

শকুনি। চল্ বাবা, ছেলে দেখেচ, ছুট্‌চে যেন টাটু ঘোড়া রে। ছুট্‌চে দেখ, ছুট্‌চে দেখ। ভ্যালা রে মোর বাপ, ভ্যালা রে মোর বাপ, ছুটে চল ছুটে চল।

[প্রস্থান।

কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।

ভীম। দেখ্‌, দেখ্‌, অর্জ্জুন! ভীমের কথা তোরও ভাল লাগে না আর দাদারও ভাল লাগে না, কিন্তু কুরুপুরে আজ আনন্দোৎসব কত দেখ্‌লি ত? অন্ধকারাবৃত নিরানন্দময়ী পুরীতে আজ এত হর্ষের বাতি জ্ব'ল্‌ছে কেন ব'ল্‌তে পারিস্?

কুন্তী। তা তারা করুক্ বাবা, ভগবান্ তোমাদিগকে যেমন রাখ্‌বেন, তেমনি থাক্‌বে।

ভীম। তাই ত আছি মা, তোমার যেমন ভগবানে স্থির বিশ্বাস, তোমার দাসেরও ত তেমনি বিশ্বাস মা!

অর্জ্জুন। তাই দাদা, কুরুদের আনন্দ দেখে আমার কোন কষ্ট হয় না। বরং মনে হয়, পাণ্ডবের কষ্টে যদি কুরুদের আনন্দ

হয়, তাহ'লে পাণ্ডবদের যেন সেই কষ্টই থাকে, কুরুগণ আনন্দ লাভ করুক্।

ভীম। আমার ত ভাই, এখনও সে উচ্চ হৃদয় হয় নাই। আমার কষ্ট হোক্, আর তোমার আনন্দ হোক্—বা—বা অর্জ্জুন, কি সাধুর কথাটাই ব'ল্‌লি? তাহ'লে ঘরে কেন, বনে যা না। ও ত বনের ঋষিতপস্বীর কথা! ঐ জ্যাঠামো—ঐ জ্যাঠামোগুলো আমার ভাল লাগে না।

যুধিষ্ঠির। ভাই ভীম, আমরা বারণাবত যাত্রাকালে সকলেরই চরণ দর্শন ক'রে এলাম, কিন্তু পূজনীয় মহামতি বিদুরের ত কৈ শ্রীচরণ দর্শন ক'রে আসা হ'ল না? তাই ত, তিনি কি মনে ক'র্‌বেন?

ভীম। ক্রূরমতি পিশাচ দুর্য্যোধন যেরূপ ব্যস্তে আমাদের বিদায় দান ক'র্‌লে, তখন পূজনীয় বিদুর ত বিদুর, ইষ্টদেবতারও কথা স্মৃতিতে আস্‌তে পারে না।

যুধিষ্ঠির। ভাই রে, কি ক'র্‌বে, সবই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছ। আমরা যে কুরুগণের মহাকণ্টক—চক্ষুশূল! কিন্তু তাহ'লেও ত সংসর্গ ত্যাগ ক'র্‌বার উপায় নাই ভাই!

ভীম। থাক্‌বে না কেন, আপনি একটু মনে ক'র্‌লেই হয়। আপনি ভীমের দোষ গ্রহণ ক'র্‌বেন না দাদা, আমার হৃদয়ে যখন যে ভাব আসে, আমি তখনই সেই ভাব প্রকাশ ক'রে থাকি, ভাল—মন্দ—হিতাহিত বিবেচনা ক'রে কোন কথা ব'ল্‌বারও অবসর পাই না। যাই হোক, ভাবুন দেখি, এরূপ

খলতাপূর্ণ নীচ সংসর্গে আপনি কতদিন থাকতে পারবেন? যাদের পদে পদে দুরভিসন্ধি, কথায় কথায় ছলনাচাতুরী আমাদিগকে কষ্টদানই যাদের হৃদয়ের রক্ত-অস্থি-মজ্জা, তাদের ব্যবহারে আপনি আশানুরূপ ফলের প্রত্যাশা করেন কি আমরা বারণাবতে গেলেই তারা স্বাধীনতা লাভ ক'রবে তাই তাদের এত আনন্দ! একি আর আপনি আমাদে দাদা হ'য়েও বুঝ্‌তে পারছেন না?

যুধিষ্ঠির। সবই বুঝেছি ভাই, কিন্তু কি ক'রব, পূজনী অন্ধরাজ যে ক্রমে ক্রমে তাদেরই ধন-জন-সৈন্য-বলে বলীয়া ক'রে তুলছেন, সুতরাং এখন আমাদের কোনরূপে সম্ভ্রম রক্ষ করা মাত্র; অধিক কিছু ক'রতে গেলেই হঠাৎ আমাদিগকে পিতৃরাজ্য হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে।

ভীম। তাহ'লেই বুঝ্‌তে হবে, কুরুগণের সহিত বিনারক্তপাতে আমরা আমাদের পিতৃরাজ্য কোনরূপে ভোগ ক'রতে পারব না।

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর! তোমার এ অনুমান অভ্রান্ত, কিন্তু সে জ কি কালের অপেক্ষা ক'রতে হ'বে না ভাই! শাস্ত্রকারগ ধৈর্য্যকেই যে বিপদ উদ্ধারের একমাত্র পন্থা ব'লে স্থির ক'রে গিয়েছেন। চঞ্চল হ'লে ত কোন কার্য্য উদ্ধার হবে ন একে আমরা পিতৃহীন, সহায়হীন, তাতে আবার বান্ধববর্জি এই হীনাবস্থায় আমরা প্রবল শত্রুর নিকট কিরূ দণ্ডায়মান হবো?

ভীম। অহো অতি অসহ্য দাদা, অতি অসহ্য! এর চেয়ে ভীমের মৃত্যু হ'লে সে পরম শান্তি অনুভব ক'রত। পিতৃহীন—সহায়হীন—বান্ধববিহীন আছি ব'লেই কি অধর্ম্মের তীব্র পদাঘাত সহ্য ক'রতে হবে? পিতৃহীন—সহায়হীন—বান্ধববিহীন আছি ব'লেই কি অন্যায়ের ভীষণ কশাঘাত বুক পেতে সহ্য ক'রতে হবে? পিতৃহীন—সহায়হীন—বান্ধববিহীন ব'লেই কি শত্রুর সহিত সদ্ভাব রেখে চ'লতে হবে? হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত শীতল ক'রতে হবে? ক্রোধ—অভিমান-দ্বেষ বিসর্জ্জন দিতে হবে? এরই নাম ধৈর্য্য। রে ধৈর্য্যাবতার! দাদা তোর সম্মান ক'রতে পারে, কিন্তু ভীম তোকে সে শ্রদ্ধার চক্ষে কখন পূজা ক'রতে পারবে না! কেন ধৈর্য্য! আমি কি ক্ষত্রিয় নই? কেন ধৈর্য্য! আমি কি এত কাপুরুষ? কেন ধৈর্য্য! মৃত্যুকে কি আমার এতই ভয়? না, না তা কখনই হ'তে পারে না। বিশ্ব একপক্ষ হোক্, একে পিতৃহীন—সহায়হীন হ'য়ে আছি, আবার তৃণাপেক্ষা তৃণ হই, তথাপি ধৈর্য্য, ভীম কারেও উপসর্পণা ক'রবে না। দাদা, ভীমকে আপনি কৃতঘ্ন ব'লে ত্যাগ করুন, তাতে আমি শান্তি অনুভব ক'রব, সুখী হব, কিন্তু কিছুতেই আমি কুটিল দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণার ফল ভোগ পারব না। আমি বারণাবতে যাব না দাদা, কুরুকুলের আনন্দের জন্য বা নিজেদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য কিছুতেই আমি বারণাবতে যাব না দাদা! ভীম ম'রতে হয়, এখানে ম'রবে, কিন্তু ভীম শত্রুর হৃদয়ে আঘাত দিয়ে ম'রবে, সে

কখন শত্রুকে শাস্তি দিয়ে ভবিষ্যৎ সুখে সুখী হ'তে যাবে না দাদা!

কুন্তী। বাবা ভীম, তোমার দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কি যেতে চাও বাবা!

ভীম। ভীম, এবার নিস্তেজ মা! সে এবার চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু হ'য়ে প'ড়্‌ল! দাদা যা ইচ্ছা হয় করুন, ভীম আপনার কাঠের পুতুল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈল।

যুধিষ্ঠির। হা অদৃষ্ট! ভাই বৃকোদর! অনুতপ্ত হ'য়ো না, কাল-প্রতীক্ষা কর। মনের ইচ্ছা কালের আবর্ত্তনে নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে ভাই! ঐ যে পূজ্যপাদ খুল্লতাত আস্‌ছেন।

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। বাবা যুধিষ্ঠির! মহামতি পূজ্যপাদ পাণ্ডুদাদার বংশধরগণ, হস্তিনা ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে, তাই স্থির থাক্‌তে না পেরে তাদের একবার দেখ্‌তে এলেম। যাও বাবা কৃষ্ণভক্তগণ! কৃষ্ণপাদপদ্মে মতিগতি স্থির রেখে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করগে যাও। "অলোহং নিশিতং শস্ত্রং শরীরপরিকর্ত্তনম্। যো বেত্তি ন তু তং ঘ্নন্তি প্রতিঘাতবিদং দ্বিষঃ॥ কক্ষঘ্নঃ শিশিরঘ্নশ্চ মহাকক্ষে বিলৌকসঃ। ন দহেদিতি চাত্মানং যো রক্ষতি স জীবতি॥ নাচক্ষুর্বেত্তি পন্থানং না চক্ষুর্বিন্দতে দিশঃ॥ নাধৃতির্বুদ্ধিমাপ্নোতি বুধ্যস্বৈবং প্রবোধিতঃ॥ অনাপ্তৈ দত্তমাদত্তে নরঃ শস্ত্রমলোহজম্। শ্বাবিচ্ছরণমাসাদ্য প্রমুচ্যেত

হুতাশনাৎ। চরন্ মার্গাংন্ বিজানাতি নক্ষত্রৈর্বিন্দতে দিশঃ।
আত্মনা চাত্মনঃ পঞ্চ পীড়য়ন্নানু পীড্যতে॥" এখন আসি বাবা, ঠাকুরাণীকে সাবধানে রাখ্‌বে। দেবি! দাস বিদুর প্রণাম ক'র্‌ছে, আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন।

[প্রস্থান।

কুন্তী। ভাই বিদুর! ভগবানে তোমার মতি অবস্থান করুক্।

যুধিষ্ঠির। (স্বগত) পূজনীয় খুল্লতাত ম্লেচ্ছ ভাষায় যা ব'লে গেলেন, তাতে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'চ্ছে। হায় দুর্যোধন, তুমি এত অধঃপতিত হ'য়েছ! ভগবান তোমারই ইচ্ছা।

অর্জ্জুন। আর্য্য, খুল্লতাতের কথায় আপনি এত বিষণ্ণ হ'লেন কেন এবং কেনই বা এত নীরবতা অবলম্বন ক'র্‌লেন?

যুধিষ্ঠির। চল ভাই, বারণাবতে উপস্থিত হ'য়ে সে কথা বিস্তৃত-ভাবে ব'ল্‌ব। এখন এই পর্য্যন্ত শুনে রাখ যে, ভবিষ্যৎ বিপদ আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত ক'র্‌বার জন্য বিশেষ ভাবেই ষড়যন্ত্র ক'রছে। ভীম, মাকে ল'য়ে শীঘ্র এস। এস ভাই নকুল-সহদেব।

[প্রস্থান।

ভীম। চলুন মা (স্বগত) দাদা এখনও বুঝ্‌ছেন না, ধীরতায় আমাদের সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌বে। আরে, লগুড়াঘাত না ক'র্‌লে কি সাপের ফণা ভাঙ্গা যায়? যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হওয়া আবশ্যক।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কুটির।

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। কি আদেশ ক'রে গেলে দয়াময়! দীন বিদুরকে বল দাও, বুদ্ধি দাও, কার্য্যতৎপরতার শক্তি দাও ঠাকুর, বিলম্ব হ'লে তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত হবে গোবিন্দ! ধর্ম্মপ্রাণ পবিত্রাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ এতক্ষণ প্রায় বারণাবতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, এতক্ষণ বোধ হয় দুষ্ট দুর্য্যোধনপ্রেরিত যবন পুরোচননির্ম্মিত জতুগৃহে প্রবেশ ক'রেছে। কি জানি—কি জানি, যদি অবিলম্বেই দুরাত্মা পুরোচন সেই গৃহে অগ্নিদান করে, তাহ'লে—তাহ'লে উপায়? সৃষ্টিধর! তাহ'লে তোমার আশ্রিত সরলপ্রাণ পাণ্ডবগণের উপায় কি হবে? ধ্বংস হবে? তবে চক্রধর! বিদুরের প্রতি তাদের রক্ষার ভার সমর্পণ ক'র্‌লেন কেন? যাদের তুমিই একমাত্র জীবনের উপাস্য, তুমিই মাত্র ভরসা, তাদের সহিত তোমার এ ছলনা কেন বাবা গোবিন্দ! তবে কি পরীক্ষা ক'র্‌ছ? দীনের সঙ্গেই যে তোমার খেলা। বলবুদ্ধিবিহীন দরিদ্রের উপরই যে তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কিন্তু হরি, সেই দীন দরিদ্রের তুমিই মানামান! তাতে তাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে নাথ! ইচ্ছায়

ব্রজে গিয়ে ব্রজের রাখাল-গোপী ল'য়ে অদ্ভুত লীলা প্রচার ক'রেছ, আর এই দীন দরিদ্র বিদুরকে ল'য়ে কি এই হস্তিনায় ধর্ম্মাশ্রিত ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মপ্রাণ রক্ষা ক'রতে পারবে না দয়াময়! নামে যে কলঙ্ক হবে দীনবন্ধু! কি, কি প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক হবে? কৃষ্ণভক্তের প্রাণ যাবে? ভক্তের অপমান ঘট্‌বে? না, না, দরিদ্র বিদুর সব সহ্য ক'রবে গোবিন্দ, কিন্তু—এ ঘটনা দর্শন ক'রতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম! দাও দয়াময়! বল দাও, বুদ্ধি দাও, কার্য্যতৎপরতার শক্তি দাও।

সহসা বিষ্ণুশক্তিময়ী বৈষ্ণবীগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবীগণ। গীত।

লও না কেন, ঘোর আকুলতা।
তোমার দুয়ারে সবি ত আমরা র'য়েছি হে নোয়াইয়া মাথা,
পাও না কেন দেখিতে—ঘোর আকুলতা ॥
নীল বারিধি পরিবিহীন অনন্ত,
তোমার নয়নে প্রতিক্ষণে রই শান্ত,
ভ্রান্ত কেন হও মাঝে মাঝে তুমি ঘোর আকুলতা।
গিরি গোবর্দ্ধন ধ'রেছি হে বামকরে,
কারণ কি তার জান কি হে কার তরে,
সবিই ত তুমি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ঘোর আকুলতা ॥

১ম বৈষ্ণবী। বিদুর, আমি তোমার বুদ্ধি।

বিদুর। মা, তুই আমার বুদ্ধি? তবে জননি! পঞ্চপাণ্ডবের এই

আসন্ন বিপদপরিত্রাণের কি সদ্‌বুদ্ধি প্রদান ক'র্‌বি কর্‌। জানিস ত মা, দুরাত্মা দুর্য্যোধন জতুগৃহমধ্যে তাদের বাসস্থান দান ক'রেছে এবং একদিন সেই গৃহে অগ্নিদান ক'রে তাদের প্রাণনাশ ক'র্‌বে। বুদ্ধিরূপিণী মহাদেবি! এক্ষণে তাদের প্রাণরক্ষার উপায় কি ?

১ম বৈষ্ণবী। খনক পাঠাও, সে জতুগৃহ হ'তে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত ক'রে রাখুক্‌। গঙ্গাকূলে সর্ব্বদা নাবিক রাখ, যে দিন পুরোচন সেই গৃহে অগ্নিদান ক'র্‌বে, তৎকালে পাণ্ডবগণ সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এসে গঙ্গা পার হ'য়ে আত্মরক্ষা ক'র্‌বে।

বিদুর। ধন্য তুমি বুদ্ধি! দেবি! বিদুরকে আজ ধন্য ক'র্‌লে মা! কিন্তু দেবি, বিদুর দীন দরিদ্র, লোকবল ত তার নাই জননি!

২য় বৈষ্ণবী। বিদুর, ইচ্ছায় তুমি দরিদ্র, ভগবানে ধন মান সমর্পণ ক'রে পরমশক্তি বিষ্ণুভক্তি লাভ ক'রেছ! ত্রিজগৎ তোমার পদানত। আচ্ছা বিদুর, আমিই খনক মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তোমার বুদ্ধিশক্তির আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌তে চ'ল্লেম।

৩য় বৈষ্ণব। আর বিদুর আমি নাবিক হ'য়ে চ'ল্লেম।

সকলে। আমরা সকলেই পঞ্চপাণ্ডবের সাহার্য্যার্থে চ'ল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

বিদুর। যাও, যাও, জগতের কীটপতঙ্গ হ'তে রাজরাজেন্দ্র পর্য্যন্ত সকলে যাও, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপ্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দ্দশ

বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তি আজ সাকার রূপ ধারণ ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে চলে যাও। আহা তারা আমার অতি অসহায়, নিরাশ্রয়, দুষ্টের দুরভিসন্ধি-জালে আবদ্ধ! আর যাও বিদুর, জড় শরীর হস্তিনায় রেখে সূক্ষ্ম শরীর ল'য়ে পঞ্চপাণ্ডবের বিপদ-শলাকার অগ্রভাগে উপবেশন ক'রে তাদিগে আমার অভয় প্রদান করগে।

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মাবতী। প্রভু! মধ্যাহ্ন অতীত!

বিদুর। যাও বিদুর! নিঃসম্বল তুমি, কমললোচনের চরণ-বল ভরসা ক'রে এ ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে দ্রুতপদে ছুট্‌তে থাক।

পদ্মাবতী। প্রভু! পূজাহ্নিকের কাল অতীত হ'চ্চে!

বিদুর। ভয় নাই, স্থির হও, ভীম! ঐ বীরদর্প একদিন ত্রিলোকের লোককে তুমি দেখাবে। অনুতপ্ত হবার আবশ্যক নাই। তোমার বীর-শক্তি ও বিষ্ণুভক্তি দুয়েরই প্রবলতা অধিক! আদর্শপুরুষ তুমি, ধৈর্য্য ধারণ ক'রে কার্য্য কর। বিপদ ভগবানের পরীক্ষা।

পদ্মাবতী। প্রভু, এইখানেই কি পূজাহ্নিকের স্থান ক'রে দেব?

বিদুর। উত্তম, উত্তম, এ যুক্তি তোমার সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর! তোমরাই গৃহে অগ্নি প্রদান কর, ভীমের বুদ্ধি অতি সুন্দর, তাহ'লেই দুরাত্মা পুরোচন আপন কার্য্যের প্রতিফল ভোগ ক'র্‌বে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

পদ্মাবতী। প্রভু, ব'লতে ভয় পাই, আপনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কিন্তু এ দিকে কালাতিবাহিত হ'চ্চে।

বিদুর। কালই সকল কার্য্যের নিয়ন্তা। কালে লক্ষ্মীরূপিণী অযোনিজা সীতা রাবণগৃহে উপস্থিত হ'লেন, আবার সেই কালেই রাবণের ধ্বংসাভিনয়ের শেষ যবনিকার পতন হ'ল। কালে দুর্য্যোধন প্রাণগোবিন্দের প্রাণভক্ত পঞ্চপাণ্ডবকে কৌশলে রাজ্য হ'তে বারণাবতে প্রেরণ ক'রলে, আবার দেখব—আবার দেখ্‌ব, সেই কালেই আবার গোবিন্দভক্ত পঞ্চপাণ্ডবকে হস্তিনায় আনয়ন ক'রে পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে একেবারে চিরদিনের জন্য হস্তিনারাজ্য হ'তে চিরচ্যুত ক'র্‌বেন। সে দিন—সে দিন—আস্‌ছে? কেউ দেখ্‌তে পাচ্চ কি? অধর্ম্মের ভীম ফণা নত হবে, দেখতে পাচ্চ কি? কুটিরে আমার কে আছ? দেখ—দেখ, অধর্ম্মের পরাজয় কি লোমহর্ষণ ঘটনায় সংসাধিত হ'চ্চে! দেখ, দেখ, দেখ, ঐ ধর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপভাবে পাপীর শাসন হ'চ্ছে দেখ! কে আছ দেখ! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত ভ্রাতার পরিণতি কি ভয়ঙ্কর দেখ! স্নেহান্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রুজলের বেগ কি ভয়ঙ্কর দেখ! আর শান্তির পূত ধারা কি পবিত্র ধারায় প্রবাহিত হ'চ্চে দেখ! আ মরি মরি! গোবিন্দ, এ নিদাঘে—এ কুঞ্জকুটিরে আমায় কি দেখালে?

পদ্মাবতী। প্রভু! প্রভু! সীমার অতীত হ'য়ে কোথায় যাচ্চেন? গোবিন্দ আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চেন? হা গোবিন্দ!

দুঃখিনীকে কি সেখানে নিয়ে যাবে না ঠাকুর! গোবিন্দ, গোবিন্দ!

বিদুর। গোবিন্দ, গোবিন্দ! আমার কুটিরবাসে কে গোবিন্দের অমৃত নামের ধারা বর্ষণ করে! কে পদ্মা? পদ্মা, গোবিন্দের লীলা কি দেখতে পাও না, এস দেখ, (হস্তধারণপূর্ব্বক) কি সুন্দর অভিনয় দেখ! দেখতে পাচ্চ? কুরুক্ষেত্ররূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে কি মহাসমর সজ্জার আয়োজন হ'চ্চে, দেখ্‌ছ? এক পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি মহা মহা যোদ্ধাগণ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে কিরূপ ভীমদর্শন সজ্জায় সজ্জিত হ'য়েছে দেখ! আর দেখ্‌তে পাচ্চ কি—উচ্চ রথশিখরে বংশীধর পীতাম্বর শিখিচূড়াধারী গোবিন্দ মুরারি আমার, সেই মুনিমনোহারী বেশ ত্যাগ ক'রে হীন সারথী-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে প্রিয় অর্জ্জুনকে ল'য়ে কিরূপ প্রতিপক্ষভাবে দণ্ডায়মান হ'য়েছেন দেখ। দেখ্‌ছ চারুশীলে পদ্মা, দেখ, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভীম সংগ্রাম দর্শন কর।

পদ্মাবতী। প্রভু ভীষণ হ'তেও ভীষণ চিত্র আর যে দেখ্‌তে পারি না। অহো—ঐ যে কুরুপুরী শ্মশান হ'চ্চে, শৃগালকুক্কুরগণ ঐ যে সেই শ্মশানে মহাহ্লাদে বিচরণ ক'র্‌ছে। ঐ যে বিধবা কুরুনারীগণ বৈধব্যবেশের নিরাশসজ্জায় দণ্ডায়মানা! ঐ যে তাদের করুণ হৃদয়ভেদী মর্ম্মব্যথায় বনের পশুপক্ষীপর্য্যন্ত অশ্রু পরিত্যাগ ক'র্‌ছে! নাথ, চলুন, একবার এই সময় ধ্যানে ব'সে মদনমোহনকে চিন্তা করিগে! হৃদয় বড় অস্থির হ'ল! হায়,

আমরা দরিদ্র—আমরা কেন সংসার-চিত্র দেখতে অভিলাষ করি? কেন গোবিন্দ, আমাদের কেন এ চিত্র দেখিয়ে চিত্তের অস্থিরতা দান কর প্রভু!

গীত।

চিত্র আর দেখাও না চিত্রকর।
চিত্ত অধীর হবে, মিত্র হে করিবে তোমারে সদা অন্তর।
হ'য়ে রাজার নন্দিনী, হয়ে আছি ভিখারিণী, কি কারণে বল নটবর,
জান ত হে অন্তর্যামী, ভিখারী হ'য়েছে স্বামী, কি ভাব ভেবে ভাব-সাগর।
সংসার-জ্বালায় পুড়ি, বাসনার ঘোর বেড়ি, দিয়েছি ত কেটে দামোদর,
তবে কেন সেই ছবি, দেখাও আবার কবি, এ কি কাব্য তব হে শ্রীধর।

বিদুর। চল পদ্মা, গোবিন্দের পূজার্চ্চনাদি করিগে চল। জয় গোবিন্দ!

পদ্মাবতী। হাঁ নাথ, অনেকক্ষণ হ'ল, আমার নীলমণির খাওয়া হয়নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বারণাবত।

জতুগৃহদ্বার।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কি ব'ল্‌ব দাদাকে! তা না হ'লে আজ লাক্ষা—গন্ধক—তৈলময় জতুগৃহে দুরাত্মা পুরোচনের অধীনে আমাদিগকে বাস

ক'র্‌তে হয়! ঐরাবতকে কি না পক্ষীবাতুক ব্যাধে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে! অহো কি পরিতাপ! কি বিষাদময়ী যন্ত্রণা! যে ভীম ইচ্ছা ক'র্‌লে পলকে দুই চারিটা দুর্যোধন, শত শত পুরোচনকে যমমন্দিরে পাঠাতে সমর্থ, সেই ভীমের আজ অবস্থা দেখ! সর্ব্বদা সঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ ক'রছে! দাদা সর্ব্বদাই ভয়ে কাতর; বলে—কুরুকুলে কেউ আমাদের সহায় নাই। যদিও পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ আমাদের হিতকারী, তথাপি তাঁরা দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অধীন। একমাত্র খুল্লতাত বিদুর প্রকাশ্যে আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তিনি একা আমাদের কি ক'র্‌বেন? ঐটাই ভুল, একাই সব হয়। একা সিংহ সমস্ত বনরাজ্যের অধিপতি, একসূর্য্যই জগতের তিমিরসংহর্ত্তা, আর দাদা, এই একা ভীমই সমস্ত কুরুকুলের মৃত্যুপতি ধ্বংসকর্ত্তা। তুমি আজ্ঞা দাও, প্রসন্নমনে ভীমকে আশীর্ব্বাদ কর, দেখ, একা ভীম সমস্ত কুরুকানন মরুভূমি ক'র্‌তে পারে কিনা? ভীম যমকেও ভয় করে না দাদা! ভীমের ভয় মাত্র ধর্ম্মরূপী দাদা তোমাকে। তুমি কোন বিষয়ে সম্মতি প্রদান না ক'র্‌লে ভীম তখন কাষ্ঠপুত্তলিকা নির্ব্বিশেষ জড়মাত্র হ'য়ে থাকে। না হ'লে সাধে কি সিংহ আজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়েছে! কেবল তোমার আজ্ঞার অপেক্ষায় আছি। তুমি ব'লেছ, খনকের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হ'লে আমাকে একটা বিশেষ কার্য্য দিবে, উত্তম। আমিও তোমার আজ্ঞার জন্য কাল প্রতীক্ষা ক'র্‌ছি। দেখ্‌বে, তখন ভীমের

বীরত্ব! অর্জ্জুন ত একটা কাপুরুষ! তার আশা-ভরসা আমি কিছুই করি না।

খনকের প্রবেশ।

খনক। মধ্যম পাণ্ডব, সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হ'য়ে গেছে, এখন আপনারা নিরাপদ।

ভীম। নিরাপদ চিরদিনই, তবে দাদার কথা বটে। দাদাকে এ সংবাদ দিয়েছ?

খনক তাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে আস্‌ছি। তিনিই আপনাকে সংবাদ দিয়ে যেতে ব'ল্লেন। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি হস্তিনায় যাত্রা করি।

ভীম। যাও, খুল্লতাত বিদুরকে আমার শতসহস্র প্রণাম প্রদান ক'র্‌বে। আর ব'ল্‌বে, তিনি আমাদের জন্য যে পরিশ্রম ক'র্‌লেন, সে পরিশ্রমের ঋণ আমরা পঞ্চভ্রাতায় কখন পরিশোধ ক'র্‌তে পারব না! পুত্রের সাধ্য কি যে পিতৃমাতৃ-ঋণ পরিশোধে সমর্থ হয়। তবে তাঁকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে বল, ভীম তাঁর মনস্কামনা অবশ্যই পূর্ণ ক'র্‌বে। যাও খনক, আর তোমার এখানে অপেক্ষা ক'র্‌বার প্রয়োজন নাই।

খনক। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ভীম। দুরাত্মা দুর্য্যোধন! আজ বারণাবতে এক মহাযজ্ঞের সূচনা হবে, এই মহাযজ্ঞের যজ্ঞকর্ত্তা মহারাজ যুধিষ্ঠির, হোতা ভীম, যজ্ঞের স্থান জতুগৃহ, আহুতি পুরোচন। ক্ষণেক অপেক্ষা কর্, এই সূর্য্যদেব অস্তমিত হ'লেই আমরা পঞ্চভ্রাতার সেই মহাযজ্ঞের আয়োজনে নিযুক্ত হব। তারপর গভীর রাত্রিতে সেই যজ্ঞারম্ভ হবে। দুর্য্যোধন! তুই সেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা হস্তিনা হ'তেই দেখ্‌তে পাবি। তখন বুঝ্‌বি, এই মহাযজ্ঞের মহাফল কিরূপ সুমধুর—মনঃতৃপ্তিকর!

[প্রস্থান।

পুরোচনের প্রবেশ।

পুরোচন। আ—আ—আমি পু—পু—রোচন—দু—দু—দুর্য্যোধনের স—স—সখা। আ—আ আমি - আ—আ আবার কা—কা—কাজ বা—বা—বাগাতে পা—পা পারব না? এ—এ—এই—বা—বা—বার ভ—ভ—ভবি ভু—ভু—ভুলেছে! তবে না—না—নাকি ভ—ভ—ভবি ভু—ভু—ভুল্‌বার—নয়? বা—বা—ফটাং ফটা ফট্! আ—আ আজকার দি—দি দিন যাক, কা—কা—কালকার দি—দি দিন, দা—দা দাদা ধ—ধ ধ'নেরা প—প পটল ভাতে—ভাত! স—স সখা—দু—দু—দুর্য্যোধনের ম—ম মনোবাসনা পূ—পূ পূর্ণ ক'রব! যা—যা যাই—এ—এ এখন—শুয়ে—প—প—পড়িগে।

[প্রস্থান।

মশালহস্তে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। হুতাশন! এত ক্ষীণভাবে জ্ব'লছ কেন? প্রবল হও, দাউ দাউ শিখায় আপন লোলরসনা বিস্তার কর। আজ আমি তোমায় উদর পূর্ত্তি ক'রে ভোজন করাব। দাদার আজ্ঞা পেয়েছি, তাই অগ্নিদেব! তোমার অর্চ্চনা ক'র্‌ছি, প্রসন্নমনে দাস ভীমপ্রদত্ত জতুগৃহ-ভক্ষ্য আজ ভক্ষণ ক'র্‌বে চল। ঐ পঞ্চপাণ্ডবের পরম শত্রু দুরাত্মা পুরোচনের শয়নকক্ষ। উপস্থিত দুরাত্মা ঐ কক্ষে শয়ন ক'রে আছে, তাই ঐ কক্ষদ্বারে অগ্রে তোমায় আমি স্থাপন ক'র্‌ব। দেখ্‌ব, বহ্নিদেব! দেখ্‌ব—তোমার কত বিক্রম? তুমি কত শীঘ্র ভোজন ক'র্‌তে সক্ষম? জ্বল, জ্বল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হও! প্রলয়ের রুদ্ররূপ ধারণ কর! আজ ভীমের হস্তে তোমার ভোজন! ভীষণ বেশ না ধারণ ক'র্‌লে, সে মহাভক্ষ্য কেমন ক'রে ভক্ষণ ক'র্‌বে প্রভু!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে—নাগরিকগণ। হায়, হায় সর্ব্বনাশ হ'ল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ঘরে আগুন লেগেছে। হায়—হায়—কি হ'ল—কি হ'ল, জল আন্, জল আন্! (কোলাহল)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

দ্রুতপদে কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। ভাই ভীম, আমরা এবার সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম ক'রেছি। ভাই অর্জ্জুন! উন্মুক্ত প্রান্তর ব'লে বোধ হ'চ্চে না?

কুন্তী। বাবা যুধিষ্ঠির, কি সর্ব্বনাশ হ'ল বাবা! যে ছয়টী অতিথি আজ আমাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিল, হায় হায়, সে ভীষণ অগ্নিমধ্যে তাদের কি আর প্রাণ রক্ষা হবে বাবা।

যুধিষ্ঠির। না—মা, কিছুতেই তাদের আর প্রাণরক্ষার উপায় নাই। বোধ হয় এতক্ষণ তারা ভস্মসাৎ হ'য়ে গেছে। নিয়তিকে কে রোধ ক'র্ত্তে পারে মা?

ভীম। মা, তুমি যদি বল, তা হ'লে ভীম একবার তাদের অন্বেষণ ক'র্ত্তে পারে।

কুন্তী। বাবা, তুমি আমার তেমনি পুত্রই বটে, কিন্তু বাছা, বাবা যুধিষ্ঠির যে ব'ল্‌ছে তাদের আর প্রাণ নাই। তখন—

অর্জ্জুন। তখন—যাওয়া বিফল মা, এখন আপনাদের প্রাণরক্ষা করাই বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে।

কুন্তী। অর্জ্জুন, এখন আর আমাদের কিছু কি ভয় আছে বাবা!

যুধিষ্ঠির। সম্পূর্ণ ভয় মা, "আমরা জতুগৃহ হ'তে রক্ষা পেয়েছি" এ কথা পাপমতি দুর্য্যোধন জান্‌তে পার্‌লে, এ অসহায় অবস্থায়—পাপিষ্ঠ আমাদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার ক'র্‌তে অগ্রসর হবে। সুতরাং প্রচ্ছন্নভাবে এ স্থান হ'তে পলায়ন না করা পর্য্যন্ত আমাদের বিশেষ ভয় র'য়েছে বৈ কি মা!

কুন্তী। কিরূপে পলায়ন ক'র্‌বে বাবা! একে রাত্রিকাল, তায় ঘোর অন্ধকার, এক পদও যে বিক্ষেপ ক'র্‌বার উপায় নাই চাঁদ।

যুধিষ্ঠির। তাই ত—খুল্লতাতপ্রেরিত খনকের প্রমুখাত শুনেছিলাম যে, শেষ সুড়ঙ্গের অনতিদূরেই এক নাবিক তরী ল'য়ে উপস্থিত থাক্‌বে। কৈ মা, এ বিপদের সময় তাকেও ত পাওয়া যাচ্চে না। দূরে কে গান করে অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। অতিমধুর কণ্ঠ দাদা!

নাবিকের প্রবেশ।

নাবিক। গীত।

ঘোর আঁধারে, সুরধুনী তীরে,
তরী ল'য়ে রই, আয় রে পথিক আয়।
ধীর সমীরে, আয় ধীরে ধীরে,
শীতল শীকরে আয় জুড়াইবি কায়।
অয়ি কুল কুল প্রবাহিনি, গরবিনী অতি আনন্দিনী,
সৈকতে আবরি মুক্তবেণী, পতি আশে বুক কোলাইয়া ধায়,
কহিতে কাহিনী তায় বায়ু শন্‌ শনে গায়।

যুধিষ্ঠির। চল নাবিক, আমরা পথহারা পথিক! আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে পার ক'র্‌বে চল। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি!

সকলে। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা—অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

সত্যভামা ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

সত্যভামা। বলি—বার বছরের পর যে আজ কালাচাঁদের চাঁদমুখে জ্যোৎস্নার হাসি ফুটে বেরুচ্চে? একি, আবার সাজ-সজ্জা হ'য়েছে যে? কোথাও যাওয়া হবে নাকি?

কৃষ্ণ। তা পরে ব'ল্চি, তুমি কি দিন তারিখ গুণে রেখে'ছিলে সত্যভামা!

সত্যভামা। গুণে রাখা বৈ কি, পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহ-দগ্ধের পর প্রায় বার বৎসর হ'ল কি না, দেখ দেখি নারায়ণ!

কৃষ্ণ। তা প্রায় বটে, স্থির নিশ্চয় ক'রেছ সত্যভামা! এই দ্বাদশ বৎসর আমার যে কি ভাবে গত হ'য়েছে, তা আমি জানি আর আমার পঞ্চপাণ্ডবেরাই জানে। এত দিনের পর আজ তাদের দুঃখ-নিশার কতকটা অবসান হ'ল।

সত্যভামা। কিসে ?

কৃষ্ণ। আজ আমার প্রিয়সখী পাঞ্চাল-রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর লক্ষি! সেই স্বয়ম্বরে আমার পঞ্চপাণ্ডব সমাগত হ'য়েছে। প্রিয় সখা অর্জ্জুন আজ লক্ষ্য ভেদ ক'রে প্রিয়সখী যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণাকে লাভ ক'র্‌বেন। হতভাগা পিতৃহীনগণ এতদিনের পর বিপুল বিক্রমশালী দ্রুপদরাজার সহায়তা প্রাপ্ত হবে, এতেই আমার এত আনন্দ সত্যভামা!

সত্যভামা। ও, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যাওয়া হবে ব'লে তাই বুঝি আজ সাজসজ্জা হ'য়েছে? তা বেশ, সখা অর্জ্জুনের আজ আইবুড়ো নামটা খণ্ডে দিয়ে এস গে। আর বড় ভাইদের দশা কি ক'রলে ?

কৃষ্ণ। তারও উপায় হবে বৈ কি সত্যভামা! তবে মধ্যমদাদার আর দেরী সয়নি, তিনি এর মধ্যেই কাজ সেরে ব'সে আছেন।

সত্যভামা। সে আবার কি রকম, এ কথা ত একদিন বলনি ?

কৃষ্ণ। ব'ল্‌ব কি ক'রে, এ যে এই বারবছরের মধ্যের ঘটনা।

সত্যভামা। বিয়ে হ'লো কোথা? কোন্ রাজকন্যা ?

কৃষ্ণ। রাজকন্যার কাজ নে, একটা রাক্ষসী, হিড়িম্বা তার নাম।

সত্যভামা। আ আমার মরণ! তাহ'লে তোমাদের ভাইগুষ্টির গুণের আর ঘাট নাই, তাই বল না কেন নারায়ণ! যাক্, তাহ'লে সংক্ষেপে একটু শুন্‌তে হ'ল, এই বার বছর ধ'রে পঞ্চ পাণ্ডব ক'রলেন কি ? যখন ঘরকন্নার সংবাদ শুন্‌লুম, তখন — ব্যাপার ত মন্দ নয় কেশব! বল বল, অধিনীর কৌতূহল

নিবারণ কর। তার পর আমি কৃষ্ণার অলঙ্কার আর তোমার সখার যৌতুক সহ তোমাকে পাঞ্চালে—নিজেই আদর ক'রে পাঠিয়ে দোব।

কৃষ্ণ। এই বার বছরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলো তোমায় ব'লে যাই শোন, পঞ্চপাণ্ডবেরা জতুগৃহ দগ্ধ ক'রে আমার পরম ভক্ত বিদুরের পরামর্শমত গঙ্গা পার হ'য়ে—দিন কতক অরণ্যে বাস করেন—সেইখানেই মেজদাদার ঐ রাক্ষসী হিড়িম্বার ঘটনা। তার পর তাঁরা সত্যবতীনন্দন মহর্ষি ব্যাসদেবের উপদেশানুসারে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে কালাতিপাত করেন। সেখানে মধ্যমপাণ্ডব সেই ব্রাহ্মণের চিরশত্রু বক নিশাচরকে নিহত ক'রে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করেন। তারপর সখা অর্জ্জুন অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্বকে সংহার ক'রে নিকটস্থ অরণ্য অত্যাচারিগণের অত্যাচার হ'তে নিরুপদ্রব করেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণবেশে পাঞ্চালী লাভের জন্য সমাগত। এই রূপকথা ফুরাল, নোটে গাছটী মুড়ল, এক্ষণে আমায় বিদায় দাও সত্যভামা! সময় যায়, দাদা বলদেব বহুক্ষণ পূর্ব্বে আহ্বান ক'রে গেছেন।

সত্যভামা। যাবে? তোমার আর আর সোহাগিনীদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না? শত্রুরমুখে ছাই দিয়ে ষোল শ' একা আমার কাছে বিদায় নিলেই হবে? ওলো, ওলো কৃষ্ণভামিনী সতীনরা, তোরা সব আয় না লো, এ বারবেলায় যে নাথ আমাদের বিদায় চান্।

কৃষ্ণভামিনীগণের প্রবেশ।

কৃষ্ণভামিনীগণ। তা কি হয় দিদি! এ বারবেলায় নাথ আমাদের কোথায় যাবেন?

গীত

কৃষ্ণভামিনীগণ। কথা রাখ, বঁধু, বারবেলায় বেরিও না ক, আজকের দিনটা থাক।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে থাক্‌তে পারি, কেঁদে সারা সে সুন্দরী—
তোমরা ত কিছু ভাব না ক'।

কৃষ্ণভামিনীগণ। ও বুঝেছি কালসোনা, আর না হে ক'রব মানা,
সে রমণীর নাম বলনা, আমরা কারেও ব'ল্‌ব না ক'॥

কৃষ্ণ। বল্‌তে বাধা কি, সে দ্রুপদরাজার ঝি,
যাব তার স্বয়ম্বরে এই পত্র দেখ—মিছে কথা নয়।

ঐ দাদা ডাক্‌ছেন।

কৃষ্ণভামিনী। যাও যাও ঘর সেজে যাও, মিছে কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাক॥

সত্যভামা। এস নারায়ণ, আমি সখা অর্জ্জুনের জন্য যৌতুক আর প্রিয় সখী কৃষ্ণার জন্য অলঙ্কার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। তাই ত কি হ'ল? গান্ধারি! কিছু সিদ্ধান্ত ক'রতে পার? পঞ্চপাণ্ডব বারণাবতে সহসা অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে ভস্ম হ'য়ে গেল!

গান্ধারী। পুত্রগণের প্রমুখাত তাই ত শুনি নাথ!

ধৃতরাষ্ট্র। আঃ—শোন না, এই সিদ্ধান্ত কর না, হঠাৎ আগুন লাগ্‌ল, গৃহ দগ্ধ হ'ল, আর ভস্ম হ'য়ে গেল, একথা নয় আমরা বুঝ্‌লাম, কিন্তু সাধারণ লোকে তা বোঝে না। আমি বিদুরের মুখে শুনেছি, কে আছে না কি?

গান্ধারী। না, এখানে আর কে থাকবে।

ধৃতরাষ্ট্র। শোন, দুর্য্যোধনের নাকি এ সব কৌশল।

গান্ধারী। আশ্চর্য্য কি নাথ! ক্রূরমনা পুত্রের অসাধ্য কি আছে? অহো, তাহ'লে কি দুঃখের কথা প্রভো! এ মহাপাপে কি—আমাদের পুত্রগণের মঙ্গল হবে?

ধৃতরাষ্ট্র। আঃ—সে কথা ছেড়ে দাও না। মঙ্গলের প্রত্যাশা বুঝি আছে, এই সিদ্ধান্ত ক'রেছ? না, না, গান্ধারি! সে আশা আর নাই। আমার লোকালয়ে মুখ দেখান ভার হ'য়েচে। সকলেই আকার ইঙ্গিতে আমাকেও নিমিত্ত করে। ভগবান নয় অন্ধই ক'রেছেন, কিন্তু—আর কিন্তু কি—সব শেষ হ'য়ে গেছে! অহো! পুত্র হ'তে যে শেষ বয়সে এ দারুণ যাতনা পাব, তা একদিনও স্বপ্নে ভাবি নাই। হায় হায়, পাপাশয়েরা ক'র্‌লে কি? বংশের গৌরব বংশধরগণের প্রাণ বিনাশ ক'র্‌লে? তা আবার অবরুদ্ধ অবস্থায়? আহা, যুধিষ্ঠিরের কি চরিত্র, আমার অর্জ্জুনের কি বিনয়! আমার নকুল-সহদেবও জ্যেষ্ঠতাত ব'ল্‌তে অজ্ঞান। আবার মধ্যে কতক লোক সংবাদ দিলে—"না, পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু হয়নি" তখন প্রাণে যে কি আনন্দ হ'ল

গান্ধারি, সে আনন্দ জন্মেও বোধ হয় কখন লাভ করিনি! কিন্তু কৈ? দিন, মাস, বৎসর ক'রে কত বৎসর যে অতীত হ'লো, আর ত প্রাণাধিকগণের আমার কোন তত্ত্বই পেলেম না। জ্যেষ্ঠতাত ত ঘৃণায় আমার সহিত আর কথাই কন্ না। শুন্‌লাম, দুর্য্যোধন নাকি দ্রুপদকন্যার স্বয়ম্বরে তাঁকে কত সাধ্য সাধনা ক'রে নিয়ে গেছে! কিন্তু সে স্নেহ তাঁর আর কোথায়? পুত্রগণের কদর্য্য ব্যবহারে কুরুপুরের যাবতীয় প্রাণী তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়েছে। হায় গান্ধারি, পুরীনাশা পুত্রগণের পাপ অত্যাচারে সব গেল, সব গেল! সাধের আনন্দ-উদ্যান আজ মরুভূমি হ'ল!

গীত

আশার নদী শুকিয়ে গেল, সাধের চূড়ায় বাজ পড়িল।
স্বকরোপিত তরু, তাহে বিষময় ফল ফলিল।
কি করি কোথায় যাই কাহারে সুধাই গো,
আমার হিয়ার নিধি, কোথা গেলে পাই গো,
স্বপনে ভাবিনা মনে, এ যাতনা পরিণামে,
সহিতে হইবে অধমে—আগো কি বিধি এই লিখিল।
ধৈরজ ধরিতে নারি, মনে পড়ে মুখ গো,
কোথা রে পাণ্ডব আমার অহো ফাটে বুক গো,
পাব ব'লে আশা, করি যে দুরাশা,
সকল আশা ভরসা আমার, কুলনাশা পুত্র নাশিল।

গান্ধারী। স্থির হোন্ নাথ, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

ধৃতরাষ্ট্র। অদৃষ্ট বৈ কি গান্ধারি! অন্ধের অদৃষ্ট ভিন্ন আর ভরসা কি? কিন্তু হৃদয়ের স্নেহ, তার উপর লোকাপবাদ, অধর্ম্ম। গান্ধারি! সবই অদৃষ্ট, সবই অদৃষ্ট! অহো ধৃতরাষ্ট্রের অদৃষ্ট যে এত শোকময়, এত ঘটনাময়, এত কার্য্যময়, তা ত একদিনের জন্য চিন্তাতে আনিনি! আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃহীন পঞ্চপাণ্ডব আর নাই! তাদের নিহন্তা কিনা আমার কুলাঙ্গার পুত্রগণ!

গান্ধারী। স্থির হোন্ নাথ। বাহিরে প্রকাশ হ'লে যে বিষম ফল ঘ'টবে।

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ, হাঁ, বল যে এতেও স্থির হ'য়ে থাক্‌তে হবে, গুমরে গুমরে ম'র্‌তে হবে! এও অদৃষ্ট গান্ধারি, এও অদৃষ্ট! অহো মাথা ঘুরে প'ড়্‌ছে। সঞ্জয়, সঞ্জয়! আমায় একবার বাহিরে নিয়ে গিয়ে ভ্রমণ করাও! ওহো ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম, প্রাণ বড়ই অস্থির হ'চ্চে সঞ্জয়!

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়। চলুন, বাহিরে অনেকটা শীতল হবেন।

ধৃতরাষ্ট্র। শীতল হব', হা সঞ্জয়! শীতল হব, চল।

গান্ধারী। হায়, আমার হীনগর্ভ কেন নষ্ট হ'য়েছিল না দয়াময়! তাহ'লে আজ আর স্বামীর এ কষ্ট দেখ্‌তে হ'ত না! হা নারায়ণ! এই ক'র্‌লে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বিষণ্ণ ও উদ্‌ভ্রান্তভাবে শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। আরে যাও! বাতাস বয় কেন? পাখী ডাকে কেন? মানুষ গোল করে কেন? একটুকু সময় কি কেউ আর স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারে না? আশ্চর্য্য ক'রেছে! আরে যাও! মাথাটা একেবারে আমার খারাপ ক'রে দিয়েছে! পঞ্চপাণ্ডব ম'রেছে? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব সব ম'রেছে? অহো হো—আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? কৃষ্ণ! তুমি নয় পঞ্চ-পাণ্ডবের সহায়, তুমি নয় তাদের আশ্রয়, তাহ'লে তুমি থাক্‌তে তাদের মৃত্যু হ'ল? কৃষ্ণ থাক্‌তে পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু. এ যে অসম্ভব কৃষ্ণ! এ ত আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ব না। হ'তেই পারে না, এই বিশ্বাস ছিল ব'লেই ত আমি শকুনি—সংসার চক্ষে ঘৃণিত শকুনি—পাপমতি শতভ্রাতা—পিতৃনাশী দুর্য্যোধনকে বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মাণে পরামর্শ প্রদান ক'রেছিলাম। জানি, কৃষ্ণ থাক্‌তে পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংস নাই! তা না হ'লে কৃষ্ণ! আমি কি দুর্য্যোধনের সে মতে সম্মতি দান ক'র্‌তাম? হায়, হায় আজ সেই কৃষ্ণ থাক্‌তে পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংস হ'ল? সব গেল! ভেবেছিলাম, শত্রু পরে পরেই ধ্বংস ক'র্‌ব, হায়, তার কিছুই

হ'ল না! আমি রৈলাম আর পঞ্চপাণ্ডব চ'লে গেল? আরে যাও, গোল ক'র্‌ছ কেন? শকুনির হৃদয়টা একবার কেউ দেখ্‌ছ কি? জ্ব'লে যাচ্চে, জ্ব'লে যাচ্চে! কুরুকুলে আজ আনন্দের হলহলা প'ড়েছে! হায়, হায়, এত ক'রেও কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লাম না! সব পণ্ড হ'ল, সব পণ্ড হ'ল!

ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণবালক। তুমি কে গা?

শকুনি। হুঁ।

ব্রাহ্মণবালক। হুঁ কিগো? তুমি কে? এমন ক'রে গালে হাত দিয়ে পথের ধারে ব'সে র'য়েছ কেন?

শকুনি। হুঁ।

ব্রাহ্মণবালক। হুঁ হুঁ ক'র্‌ছ কেন? কেন, তোমার কি হ'য়েছে? এমন ক'র্‌ছ কেন?

শকুনি। আরে যাও।

ব্রাহ্মণবালক। ওকি, অত তিড়্‌বিড়চ্চ কেন? কিছু ব্যায়রাম হ'য়েছে বুঝি?

শকুনি। হাঁ, হাঁ, ব্যায়রাম ব্যায়রাম! খাঁচ—খাঁচ! দেখ্‌বি, দেখ্‌বি? চাব্‌কে পিট লাল ক'রে দোব?

ব্রাহ্মণবালক। ও, তুমি শুকনি মামা? তাই ত বলি, এ প্রভু কে?

শকুনি। ফের্—ফের্—ফের্ যদি কথা কইবি, তাহ'লে ঘাড়টী ভেঙে—ঐ দেখ্ছিস্ ত হ'দো পুখুর র'য়েছে ?

ব্রাহ্মণবালক। তবে মামা, আমিও তোমার মনের কথাগুলো প্রকাশ ক'রে ফেল্‌ব ?

শকুনি। ও বাবা, এ ছোঁড়া কে রে ? বলে কি ? এ বাবা বকেয়া ছেঁড়া ছেলে না হ'য়ে যায় না। ধাপ্পা মারছে ! কি ব'ল্‌বি বল্, বল্, চালাকী পেয়েছ ? ঘুঘু দেখেছ ধন, এখনও ফাঁদ ত দেখনি ' দেখ্‌বি, দেখ্‌বি ?

ব্রাহ্মণবালক। দেখাও না ? দেখেছ আমার হাতে খড়ি, আমি খুব গুণ্‌তে পারি। করকুষ্টি—কপাল-রেখা, দেখেই ব'ল্‌তে পারি, কার্ কপালে কি আছে লেখা। স্বর-জ্ঞান আমার আছে জানা, তুমি কি ক'র্‌তে এসেছ গান্ধার থেকে কুরুজাঙ্গালে, তাকি ব'ল্‌ব মামা ! এক একশ ভাই, আর কি জান্‌তে চাই ?

শকুনি। ও বাবা, এ ছেলে কে রে ? সবই ত গুণে ব'ল্‌তে পারে। তবে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নি। হাঁ বাবা, তোর বাড়ী কোথা ? বুঝ্ছ ত আমার বুকের ব্যথা ? মামা ব'ল্লি যখন, ভাগ্নে তুই তখন। দেখ দেখি একটা গুণে, পঞ্চপাণ্ডব কি ম'রেছে আগুনে ?

ব্রাহ্মণবালক। ব'ল্‌ব কেনে ?

শকুনি। হীরে দোব—জহরত দোব, কেনা গোলাম হ'য়ে রব।

ব্রাহ্মণবালক। হাতি দোব—উট দোব—দোব মুক্তোর মালা, মামা ভুলে যাও গায়ের জ্বালা।

শকুনি। ভুল্‌ব, ভুল্‌ব, জীবন গেলে ভুল্‌ব। না, না, তাতেও হবে না, শ্মশানের অস্থি তবু জ্ব'ল্‌বে। বল্ বালক, তোর কথা কারেও ব'ল্‌ব না, ব'ল্লে তুইও আমার কথা ব'লে দিস্। তোর পায়ে ধরি, জ্বলচ্চিতায় জল ঢেলে দে। মনের উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হবে না? পঞ্চপাণ্ডব কি ম'রেছে?

ব্রাহ্মণবালক। কর দেখি একটা ফলের নাম।

শকুনি। আম।

ব্রাহ্মণবালক। আম কথাটা দু'অক্ষর,
পাঁচ দিয়ে তা পূরণ কর।
দুই দিয়ে তা ভাগ দে, রৈল শূন্য,
না হও ক্ষুণ্ণ,—দূর ছাই বলি না ত এই জন্য।

শকুনি। বল, বল বালক, কি বুঝ্‌লে?

ব্রাহ্মণবালক। আগে একটা শপথ কর, কারেও ব'ল্‌বে না এ কথা, ব'ল্লে পরে আর কি হবে, তুমিই পাবে ব্যথা।
কথা প্রকাশ ক'র্‌লে পরে, ফল যাবে পগার পাড়ে।

শকুনি। তথন বালক, সন্দেহ ক'র্‌ছ কেন? আমার হৃদয়ের ভাব সকলি ত তুমি জেনেছ?

ব্রাহ্মণবালক। তা জেনেছি, শোন, পঞ্চপাণ্ডব মরেনি।

শকুনি। তা হ'লে এথন তারা কোথায় বালক!

ব্রাহ্মণবালক। প্রকাশ ক'রো না—ব'লে যাই, তারা জতুগৃহ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে বনে ছিল, তারপর পাঞ্চাল নগরে এক কুম্ভকারের বাড়ীতে আছে।

শকুনি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে। যাও বালক, যাও। কোথায় তুমি যাচ্ছ ?

ব্রাহ্মণবালক। গিয়েছিনু পাঞ্চাল নগরে,

দ্রুপদঝিয়ারী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, ছিল আমন্ত্রণ।

শকুনি। হাঁ, হাঁ, শুনেছি বটে, আমাদের প্রভুরাও যে সেজেগুজে বেরিয়েছিলেন, কি হ'ল ছোক্‌রা জান ?

ব্রাহ্মণবালক। অত কথা আমি ব'ল্‌তে পারি না, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

শকুনি। তা বেশ, বেশ, ব'লেও কাজনি। তা, তা মামার বাড়ী আজ থেকে গেলেই পার্‌তে ?

ব্রাহ্মণবালক। মামার বাড়ী আবার কোন্ চুলোয় ? একটু ব'সেই যাই।

শকুনি। তা বটে, তোমার কাছে ত আর তাম্‌সী চ'ল্‌বে না বাবা ! বেশ, চ'লে যাও। পিতা পিতা, হতাশ্বাসিত আশা আবার জাগ্‌ছে, দুর্যোধনের প্রতিহিংসাগ্নি ধপ্ ধপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল ! বাতাস্ গান কর্, মানুষগুলো গোল কর্। আমার আনন্দে তোরা সকলে সব কর্। ওকি, নগরে এত বাদ্য কেন ? তবে কি দুর্য্যোধনাদি পাঞ্চালরাজ্য হ'তে ফিরে এল নাকি ? দেখা যাক্।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণবালক। দুরাত্মা শকুনির অটুট বিশ্বাস যে, কৃষ্ণ থাক্‌তে পঞ্চপাণ্ডবের ধ্বংস হ'তে পারে না, তাই তার সে বিশ্বাস দৃঢ়

রাখ্তে গণনা ক'রে ব'লে দিলুম। কিন্তু আমি যে কে, তা কি সে পাপান্ধ বুঝ্তে পার্লে? আমার দুর্ব্বোধ্য কৃষ্ণলীলা কার সাধ্য বুঝ্তে পারে?

একি সহসা কেন রে প্রাণ হ'ইল চঞ্চল,
কে যেন আকুলে, তিতি আঁখি-জলে,
বলে, খেয়ে যা রে ননী ওরে নীলমণি,
মা যে তোর করে ঘরবার।
এ ত বৃন্দাবন নয়,
ডাকে কি মা নন্দরাণী?
যমুনা না বয়, শুক সারি নাহি করে ধ্বনি।
তবে এ কোন্ রমণী—
কৃষ্ণকাঙালিনী, স্নেহভরা কৃষ্ণনামে কৃষ্ণেরে কাঁদায়।
বুঝেছি মা বিদুর-ঘরণী!
ননী তুলি প্রভাত সময়, হৃদে উথলয়
মাতা যশোদার সমা বাৎসল্যের রস,
তাই কৃষ্ণে বশ করিলি তন্ময় প্রাণে।
যাই মা, যাই মা, যাই,
দে মা ননী দে মা খাই,
ননীচোর তোর মা গোপাল,
খাব তোর কোলে বসি ক্ষীর ননী হাসি-হাসি,
দেখিবি মা, ননীচোরা আর তোর কিসের কাঙাল?

[প্রস্থান।

বেগে কতিপয় ভৈরবীর প্রবেশ।

গীত

কতিপয়ভৈরবী। পাগলী বটী উধাও ছুটে যেমন মণি হারিয়ে ফণি।

বেগে কতিপয় ভৈরবীর প্রবেশ।

কতিপয়ভৈরবী। বাবার ধুতুরো বাটি সিদ্ধিঘোটা রৈল পড়ে,
বাবার দেখ' নাচনি

কতিপয়ভৈরবী। আবার হাতে নিয়ে ননী।।

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। অভাগীরা কারে ব'লিস্ কি,
আমার নীলমণি যে, আসছে পথে, তাও দেখিস্ না কি,
সে মা মা মা বোলে ননীর ছলে, ধায় গো পেয়ে নূতন জননী।।

ভৈরবীগণ। যাক না চলে তারে এত কিসের ভয়,

ভগবতী। হা! সইবে না মা, মায়ের প্রাণে এত সয়ের কথা নয়,

ভৈরবীগণ। ঐ তোর আস্‌ছে রে। মা ননীচোরা দেখি কেমন ক'রে যায়।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। পায়ে ধরি দেমা ছাড়ি, আমায় ডাকছে ওমা বিদুর-ঘরণী।

ভগবতী। আগে মায়ের হাতে খাও রে ননী,
পরে যাস্‌রে নীলমণি।।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাকক্ষ।

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। সত্যই ব'ল্‌ছি জ্যেষ্ঠতাত, প্রাণাধিক পাণ্ডবগণের সুস্থ সংবাদ পেয়ে আর প্রাণের ভাই বিদুরকে তাদের আন্‌বার জন্য পাঞ্চাল রাজ্যে প্রেরণ ক'রে—তবে আমার উদ্বেলিত প্রাণ কতক্‌ পরিমাণে স্থির হ'ল।

ভীষ্ম। অন্ধরাজ! এখনও ব'ল্‌ছি, মোহ ত্যাগ কর; পুত্রগণের স্নেহে অন্ধ হ'য়ে এ সাধের উদ্যান নষ্ট ক'র না। কিছুতেই কুচক্রে কুটিল ক্রূর দুর্য্যোধনের মতে সহানুভূতি প্রদর্শন করো না।

ধৃতরাষ্ট্র। আবার, আবার! তাত! যথেষ্ট শিক্ষা লাভ ক'রেছি জনসাধারণের মধ্যে আমার মুখ দেখান ভার হ'য়ে উঠেছিল। কেবল ভগবানের অপার অনুগ্রহে সে কলঙ্কের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছি। এখন একটা যুক্তি করুন, বিদুর ত এতক্ষণ দ্রুপদ-রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে, অবশ্যই বুদ্ধিমান দ্রুপদরাজ এবং সুশীল যুধিষ্ঠির আমার, আমাদের সাদরাপ্যায়নে আপ্যায়িত হ'য়ে আমাদের অনুমোদিত মতের প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে পার্‌বে না। বরং আমাদের প্রেরিত বিবিধ ধনরত্নমণিমুক্তা প্রভৃতি যৌতুক-স্বরূপ প্রাপ্ত হ'য়ে যে যথেষ্ট আহ্লাদিত হবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ

নাই, কি বল সঞ্জয়! যাক্, এখন প্রাণাধিকগণ মা দ্রুপদ-নন্দিনী সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে আগমন ক'র্‌লে—তখন—

ভীষ্ম। তখন আবার কি অন্ধরাজ! তখন তাদের প্রাপ্য-রাজ্য, তাদের প্রদান ক'রে—তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য তুমি ক'রে যাবে। দুর্য্যোধনের শত অনুরোধে বা রোদনে সে কর্ত্তব্যতার অবহেলা ক'রবে না, তখন তোমার এই কাজ।

দ্রোণ। নিশ্চয়ই, আমিও মহামতি গঙ্গানন্দনের বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

ধৃতরাষ্ট্র। তা ত ক'র্‌বই। তবে কি জান্‌লেন, আরও একটুকু সূক্ষ্ম বার করুন না। রাজ্য ত আমি দোবই, আমি কি আর দুর্য্যোধনের মতের অপেক্ষা রাখ্‌ব? না আবার আপনার মহাকলঙ্ক আপনি গায়ে মাখ্‌ব? তবে কি জান্‌লেন—সঞ্জয়! সেই যে—তখন যে কথাটা তোমাতে আমাতে হ'চ্ছিল। ঐ যে হে—হাঁ, হাঁ, তা ত! আমার একটা ইচ্ছা হয় কি জান্‌লেন, আর আমি আমার কুলাঙ্গার পুত্রগণের সহিত প্রাণাধিক পাণ্ডবগণকে একত্রে রাখ্‌তে চাই না। কেন, তা বুঝ্‌ছেন ত? তাহ'লেই আবার সংসর্গে গরল উঠ্‌বে। তাই মনে হয়, তাদের একটা ভিন্ন স্থান প্রদান ক'র্‌লেই যেন ভাল হয়

ভীষ্ম। এ নিতান্ত মন্দ সঙ্কল্প নয়, তবে কোন্ স্থান তাদের অর্পণ ক'র্‌তে মনস্থ ক'রেছ?

ধৃতরাষ্ট্র। এই—তত দূরেও নয়, আর নতান্ত নিকটেও নও, কি

বলেন আচার্য্য, ঐ যে সঞ্জয়! তখন কথা হ'ল, পাণ্ডব প্রস্থে নয়? স্থান নিতান্ত মন্দ নয়।

ভীষ্ম। এ মতে আমার কোন বাদানুবাদ নাই। কি বলেন আচার্য্য? পরস্পরের মধ্যে যখন অনৈক্যের ভীষণ তরঙ্গের সম্ভাবনা, তখন এ যুক্তি সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিবেচনা করি। তবে কি জানলে অন্ধরাজ! কর্ণধার পরিপক্ক হ'লে তরণী নিমজ্জনের আশঙ্কা অতি অল্প থাকে, তা না হ'লে সাধারণতঃ তরীর ভাবী অকল্যাণ প্রায়ই ব্যর্থ হয় না।

দ্রোণ। আপনি একটু দৃঢ় হোন, আপনি দৃঢ় হ'লে কোনও বিপদেরই সম্ভাবনা থাকবে না।

ধৃতরাষ্ট্র। সে ইচ্ছা কি আমার নাই আচার্য্য! তবে কি জান্‌লেন, পুত্রস্নেহ এমনি নীচ, তাতে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ব্যতীত উচ্চতা কখন স্থান পায় না। এই মনে করি, ন্যায়ের মস্তকে পুষ্প-অর্ঘ্য প্রদান ক'রে ন্যায়েরই পূজা ক'র্‌বো, অমনি সেই নীচ স্নেহ—কি জানি কোন্ আকর্ষণে এমনি কদর্য্য স্থানে ল'য়ে যায়—

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ও অশ্বত্থামার প্রবেশ।

দুঃশাসন। শুন্‌লে, শুন্‌লে দাদা, তিন বৃদ্ধের গুপ্ত মন্ত্রণা! বলি এত কেন?

দুর্য্যোধন। তাত! সত্যই যদি আমরা আপনার এত ঘৃণিত

হ'য়ে থাকি, তাহ'লে স্বচ্ছন্দপ্রাণে বলুন, আমরা আর তিলার্দ্ধও এই হস্তিনায় থাকৃতে চাই না। ভগবান জীব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বাসস্থান ও আহার নিরূপণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

শকুনি। আরে বাছা, দুঃখ ক'র্‌ছ কেন? এ সংসারটায় তোমা-মোদেরই জয়। অন্ধরাজের কথা ছেড়ে দাও না বাপ, উনি ভালমন্দ কি বুঝ্‌ছেন, আর কিই বা ক'র্‌ছেন।

কর্ণ। সত্যই ব'লেছেন মাতুল! উনি ত আর নিজের চোখে কিছু দেখ্‌ছেন না। চাটুকারগণ যে ভাবে ওঁকে বুঝায়, উনি তাই বুঝেন, আর সেই ভাবেই কথা কন্। আমার মতে অগ্রে সেই চাটুকারগণকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দ্রোণ। সূতপুত্র! একটু সংযতভাবে বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌লে তবে ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।

গীত

জান কি ভদ্রতা ভদ্র কারে কয়।
হয় না বেশ ভূষায়—
আচারে বিচারে বিবিধ প্রকারে তারে রক্ষা করিতে হয়।
বিনয়-সংযম, করিলে অতিক্রম, নীচ অভাজন এই আখ্যা পায়,
তার বাস সাজে, পশুগণমাঝে, সভায় গমন কখন উচিত নয়।
মৃদু কথা কবে, মৃদু ভাবে রবে, তেজ, গর্ব্ব, ভয় কোথা রয় বল,
মিছে অহঙ্কার, মনের বিকার, চপলতা শুধু—সকলি পলকে ক্ষয়।

কর্ণ। আচার্য্য, ভদ্রতার কথা উল্লেখ ক'র্‌ছেন কেন? সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ধীমান্ ব্যক্তিগণের নিকটেই ভদ্রতার আবশ্যক, তা না হ'লে যারা একদর্শী, পক্ষপাতী, নীচমনা—তাদের জন্য কোন্ দ্রব্যের আবশ্যক করে, তা কি ব'ল্‌তে পারেন?

ভীষ্ম। সূতনন্দন! এ কুরু-মন্ত্রণা-কক্ষে তুমিই যে একমাত্র ধীমান্ ও মনীষী, এবম্বিধ জ্ঞান করা তোমারই অজ্ঞতার পরিচয়। বিশেষতঃ যারা নিজছিদ্র দর্শন না ক'রে পরছিদ্রান্বেষী হয়, তাদের তুল্য অল্পবুদ্ধি এবং হেয় ব্যক্তি আর ধরণীমণ্ডলে কে আছে?

কর্ণ। পিতামহ! তাহ'লে আর অপ্রকাশ্যে প্রয়োজন কি—প্রকাশ্যেই কথা হোক্ না কেন? বাস্তবিক পক্ষে বলুন দেখি, আপনি এবং আচার্য্য দ্রোণ উভয়েই পাণ্ডবগণের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী কিনা?

ভীষ্ম। পাণ্ডবগণের শুভানুধ্যায়ী—কুরুগণের যে শুভানুধ্যায়ী নয়, এ ভাবের পরিচয় তুমি কিরূপে প্রাপ্ত হ'লে?

কর্ণ। প্রত্যেক বিষয়েই আপনি তার পরিচয় প্রদান ক'রেছেন। ক্রুদ্ধ হ'বেন না? উপস্থিত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথারই আলোচনা চলুক। আপনি কি ইচ্ছা ক'র্‌লে দুর্লক্ষ্য রাধাচক্র ভেদে সমর্থ হ'তেন না? তা ত ক'র্‌লেন না, এক শিখণ্ডীকে উপলক্ষ ক'রে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ক'রে ব'স্‌লেন। ব'লি, [illegible] ছল অন্যে বুঝ্‌তে না পারুক, কর্ণের তা বুঝ্‌তে অধিক সময় বিলম্ব হয়নি।

শকুনি। এ সব আমার ভাগনেদেরই অদৃষ্ট ব'ল্‌তে হবে বাবা!

দুঃশাসন। মামা, তা আর ব'ল্‌তে? তা না হ'লে পিতামহও আমাদের বিপক্ষ হন?

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন, মনের কষ্ট ত ঐ। যাঁদের ক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হ'লাম, তাঁরা কিনা আজ আমাদের এত ঘৃণার চক্ষে দর্শন ক'র্‌ছেন?

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন, দুঃখিত হ'ও না! আমি অধিক কথা ব'ল্‌তে চাই না, তবে এই মাত্র বলি, অদূরদর্শী সূতপুত্রই তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'রবে। তোমরাও অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাই তাকে আত্মবিক্রয় ক'রে আপনাদের চির সৌভাগ্যকে চিরবিদায় দানে প্রস্তুত হ'য়েছ। নিশ্চয়ই আমার কথাগুলি তোমাদের রূঢ় কর্কশ ব'লে বোধ হবে, তা হ'ক্‌, তাতে আমার কোন ক্ষাতবৃদ্ধি সাধিত হবে না। কিন্তু ভ্রাতঃ, তুমি তোমার প্রিয়সখা কর্ণকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর যে, গঙ্গানন্দন ভীষ্মের ত্রিজগৎ বিশ্রুত প্রতিজ্ঞা কি মাত্র দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময় উক্ত হ'য়েছিল?

কর্ণ। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালেই উক্ত হ'য়েছিল। সখা দুর্য্যোধনের ভাগ্যলক্ষীর প্রতিকূলতার জন্যই আপনি ধনুঃশর ত্যাগে বাধ্য হ'য়েছিলেন।

দ্রোণ। এতক্ষণ স্থিরভাবেই ছিলাম, কিন্তু শান্তনুপুত্র, সূর্য্যরশ্মি সহনীয় হ'লেও সূর্য্যকরতপ্ত বালুকণার উত্তাপ নিতান্ত অসহনীয়। ত্রিলোকবিশ্রুত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা কে

জানে যে, কোন অমঙ্গল দর্শন ক'র্‌লে তিনি ধনুঃশর ধারণ করেন না? কে না জানে, নপুংসক দর্শনে তিনি নিরস্ত্রতা অবলম্বন করেন? কে না জানে, রণপরাঙ্মুখ পলায়িত ব্যক্তির প্রতি তিনি অস্ত্র বর্ষণে ক্ষান্ত হন? কিন্তু সূতপুত্রের কথা শুন্‌লেন? মিথ্যা কলঙ্কারোপ!

কর্ণ। সত্যই হোক্ বা মিথ্যা হোক্, চাটুকার বর্ব্বরগণের অদূরদর্শিতার কারণই যে সখা দুর্য্যোধনের এরূপ অশান্তির কারণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

অশ্বত্থমা। রে নীচকুলোদ্ভব সূতপুত্র, সাবধান, সাবধান, এখনও ক্ষমা ক'র্‌ছি। কিন্তু তুই ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুই জানিস্ না যে,চাটুকারত্ব কার কিসে প্রতিপন্ন হ'চ্চে? তুই নিজেই দুর্যোধন-প্রসাদভুক্—প্রতিপালিত হেয় কক্কুর, তাই সাধারণকেও তুই সেইরূপ মনে ক'রিস্।

কর্ণ। দ্রোণপুত্র, সতর্ক হও, ব্রাহ্মণ-স্পর্দ্ধা সকল সময় অক্ষত থাকে না।

অশ্বত্থমা। নরাধম, শীঘ্র অস্ত্র ধারণ কর, নতুবা ছাগপশুর মত এই মুহূর্ত্তে তোর শিরশ্ছেদন ক'র্‌ব। (অস্ত্র নিষ্কাষণ ও কর্ণের প্রতি আক্রমণ এবং কর্ণেরও অস্ত্র নিষ্কাষণ)।

দুঃশাসন। হাঁ, হাঁ, করেন কি?

দুর্য্যোধন। গুরো, গুরুপুত্র, পদে ধরি ক্ষমা করুন, সখার অপরাধ নয়, আমার অপরাধ।

ধৃতরাষ্ট্র। তাই ত, জ্যেষ্ঠতাত দেখুন, দেখুন, আচার্য্য, আচার্য্য-

নন্দন ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন, প্রাণাধিক কর্ণ, আচার্য্য আচার্য্যপুত্রকে সান্ত্বনা কর। এ ক্ষেত্রে এ অপরাধ তোমারই অধিক সমীচীন অপরাধ ব'লে বোধ হয়।

কর্ণ সকল অপরাধই আমার, সখে শুন্‌ছ ?

শকুনি। ওহে বাপু, ছেড়ে দাও, এখন বিচার, ন্যায়ধর্ম্ম দেশত্যাগী হ'য়ে গেছে !

দুর্য্যোধন। সখে ! আমায় ক্ষমা কর। কুরুপুরীতে এখন আমাদের অপমানকে চিরসহচর ক'রে বাস ক'র্‌তে হবে, নতুবা বনবাসই আমাদের পক্ষে ব্যবস্থা। দেখ্‌ছ না, আমাদের বিপক্ষে আজ কিরূপ ষড়যন্ত্র। মাতুল, আসুন, এস দুঃশাসন, কোন নির্জ্জন স্থানে ব'সে ভাগ্যদেবীর অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান করিগে চল। উঃ—পঞ্চপাণ্ডবকে আনয়নের পূর্ব্বেই আমাদের এত দুরবস্থা !

[কর্ণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দুঃশাসন। মামা, বাবার কথাগুলো শুন্‌লে ত ? মামা গো, একি কম দুঃখ, দাদা আমার কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চ'লে গেল ! আহা হা, দাদার চোখে জল ! চল, দাদারও যে দশা, আমাদেরও সে দশা !

[প্রস্থান।

শকুনি। আহা, ভাগ্‌নে দুটী যেন আমার রাম-লক্ষ্মণ।

[প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! সঞ্জয়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন চ'লে গেল নাকি? জ্যেষ্ঠতাত, তাহ'লে আমার কিছু অন্যায় বলা হ'য়েছিল কি, তাই কি অভিমানী দুর্য্যোধন আমার চ'লে গেল? সঞ্জয়! সঞ্জয়! দেখ, দেখ, তারা আমার কোথায় গেল দেখ! হায় রে, পুত্র! ভগবান্! কেন তুমি পুত্র-স্নেহ দান ক'রেছিলে? তাই ত দুর্য্যোধন আমার চ'লে গেল? কোথায় গেল? জ্যেষ্ঠতাত! আমার হৃদয় যে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল!

গীত।

হ'লো প্রাণ আকুল কোথায় গেল প্রাণের ধন।
দেখ, তাদের, আন তাদের, নৈলে ত বাঁচে না জীবন॥
হায় রে ভাগ্যবিধাতা, কেন দিলি মায়া-মমতা,
এর দুঃখ বিনে আর সুখ কোথা, তবু ত বোঝে না মন॥
অন্ধস্নেহ এমনি পাষাণ, না বুঝিল মান-অপমান,
পক্ষপাতী সদা তার প্রাণ, স্বার্থেতে হারায় চেতন॥

ভীষ্ম। (স্বগত) হা অন্ধ! তুমিই কুরুকুল-ধ্বংসের একমাত্র নেতা! তোমার এই স্নেহান্ধতাই দুর্য্যোধনাদির সাক্ষাৎ কালস্বরূপ! (প্রকাশ্যে) অন্ধরাজ, স্থির হও, দুর্য্যোধনাদি কেহই কোথাও যায় নাই। আমরা র'য়েছি দেখে কেবল তারা তাদের কুটচক্রী মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা ক'র্‌বার জন্য গমন ক'রেছে।

ধৃতরাষ্ট্র। তা যাক্, তা যাক্, কোথাও চ'লে না গেলে হয়! আমি আর কারো পরামর্শ শুন্‌ছি না, পঞ্চপাণ্ডব এলেই

তাদের অর্দ্ধ রাজ্য অর্পণ ক'রে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রেরণ ক'র্‌ব। আহা, তারা আমার অতি হতভাগ্য, আমি ধর্ম্ম নষ্ট ক'র্‌ব না। সঞ্জয়! খাণ্ডবপ্রস্থে গৃহ নির্ম্মাণ হ'য়ে গেছে ত? আহা, তারা আমার সেইখানে থেকে সুখী হোক্।

দ্রোণ। এই আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! অন্তঃপুরে এত মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি হ'চ্চে কেন? অমনি সেই সঙ্গে আমার সমস্ত দেহ কম্পিত হ'চ্চে কেন!

দ্রোণ। একি, সহসা কুরুপুরী যেন দোদুল্যমান হ'চ্চে!

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। আর্য্য! দ্রুপদ-নন্দিনী সহ দেবী কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব সমাগত। তারা অন্তঃপুরমহিলাগণকে প্রণাম ক'র্‌তে গেল, আর আমি আপনাকে সংবাদ দান ক'র্‌তে এলাম।

ধৃতরাষ্ট্র। বেশ, বেশ, তাই ত, হৃদয় এত চঞ্চল হ'চ্চে কেন!

ভীষ্ম। প্রাণাধিক! ঘন ঘন শঙ্খবাদ্যেই পঞ্চপাণ্ডবগণের যে শুভাগমন হয়েছে, তা বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত?

বিদুর। গোবিন্দের ইচ্ছায় সকলি কুশল জ্যেষ্ঠতাত!

ধৃতরাষ্ট্র। একি, একি জ্যেষ্ঠতাত! দেখুন, দেখুন, বিদুর বিদুর! সহসা আমার যেন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'চ্চে! কে যেন আলু-লায়িতকেশা কৃষ্ণাভামিনী ঘোর অন্ধকারে আমাকে তর্জ্জনী

সঞ্চালনে ভয় দেখাচ্চে! একি—একি—রোরুদ্যমানা রমণী ভীতা শঙ্কিতা হ'য়ে ভাবী বিপদ যেন উপস্থিত ব'লে কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ চারিদিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছোটাছুটি ক'র্‌ছে! বিদুর, শীঘ্র আমার স্নেহের যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান কর। দেখি, যদি বাছাদের দেখে কতকটা হৃদয়-চাঞ্চল্য দূর ক'র্‌তে পারি।

দ্রৌপদী সহ সকুন্তীপঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।

ভীষ্ম। (স্বগত) কুরুকুলের সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গিনী স্বরূপা এই যে মা অযোনিজা দ্রুপদনন্দিনী! তবে কি এতদিনের পর মা আমার কুরুকুল ধ্বংসের জন্যই এই হস্তিনায় আগমন ক'র্‌লেন; নিশ্চয়ই অন্ধরাজ! তোমার যদি দৃষ্টি থাক্‌ত, তাহ'লেই বুঝ্‌তে যে, কেন তুমি আজ এতদূর আলোড়িত হ'য়েছ! যাক্। (প্রঃ) এই যে পঞ্চপাণ্ডব সমাগত। এস, ভাই এস, নিরাপদে যে তোমরা আবার হস্তিনাপুরী উজ্জ্বল ক'র্‌বে, এ ধারণা আমাদের অতি অল্প ছিল।

বিদুর। কেবল বাবা গোবিন্দের ভরসাই আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! আপনাদের আশীর্ব্বাদে পঞ্চপাণ্ডব কোন বিপদগ্রস্ত হয়নি, আমরা অতি সুস্থ শরীরেই ছিলাম, এক্ষণে আচার্য্য, জ্যেষ্ঠতাত, আপনারা দাসেদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভীম। যাজ্ঞসেনি! তুমিও প্রণাম কর। জেঠামশায়, ভীম আবার ফিরে এসেছে। (প্রণাম এবং অন্যান্য সকলের প্রণাম)

ধৃতরাষ্ট্র। এস, আমার বাপেরা! এস, দীর্ঘজীবি হও, মা পাঞ্চাল-দুহিতার সহিত পঞ্চভ্রাতায় পরমানন্দে কালাতিপাত কর। বাবা যুধিষ্ঠির, তোমাদের অদর্শনে আমি যে কি কাতর ছিলাম, তা অন্তর্য্যামী ভগবান ভিন্ন আর কেউ জানে না বাবা! আজ মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হ'ল। অন্ধের আর আনন্দ রাখ্‌বার স্থল নাই। যাক্, আর আমি আমার কুলাঙ্গার পুত্রগণের সহিত তোমাদের একত্র রাখ্‌ব না। তোমাদের জন্ম খাণ্ডবপ্রস্থে গৃহ নির্ম্মাণ ক'রিয়েছি। তোমাদের অর্দ্ধরাজত্ব আমি আজিই বিভাগ দেবো; সেইখানে তোমরা রাজধানী ক'রে যাজ্ঞসেনীকে ল'য়ে পরম সুখে বাস ক'র্‌বে। কেমন বাবা! যুক্তি কি মন্দ হ'য়েছে? আজিই তোমাদের আমি সেখানে পাঠাবার সুব্যবস্থা ক'র্‌ব।

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত! আপনি যেরূপ অনুমতি ক'র্‌বেন, দাসগণ সেই অনুমতি জীবনপাত ক'রেও রক্ষা ক'র্‌বে।

ধৃতরাষ্ট্র। উত্তম, উত্তম! সাধে কি বাপ, তোদের জন্ম প্রাণ আমার এত চঞ্চল হয়? এমন গুণের ছেলে আমি আর কোথায় পাব? এখন চল, শ্রান্ত হ'য়ে এসেছ, বিশ্রাম ক'র্‌বে চল। মা দ্রুপদ-নন্দিনীকে আমার নিয়ে চল। জ্যেষ্ঠতাত! আপনিও চলুন। ভাই বিদুর! তুই আজ ভাই যে আনন্দ দিয়েছিস্, তা জীবনে কখন ভুল্‌তে পার্‌ব না! আচার্য্য! আমার কর্ণের কথায় ক্রোধ ক'র্‌বেন না। গুরুপুত্র, আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন। চলুন, চলুন, আমার যুধিষ্ঠির এসেছে, আর আমার চিন্তা কি?

সঞ্জয়, খাণ্ডবপ্রস্থে যাবার জন্য শীঘ্রই সকলকে প্রস্তুত হ'তে বল।

সকলে। জয় মহারাজ অন্ধরাজের জয়।

[বিদুর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদুর। যাই, আমিও অমনি ভিক্ষা ক'রে কুটীরে গমন করি। বাবা গোবিন্দ, আর কতদিন? একি, দেবর্ষি নারদ যে খাণ্ডব-প্রস্থাভিমুখে গমন ক'র্‌ছেন!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি! না—চিন্তায় ত শুল্ম হ'বার উপক্রম হ'ল ; কাণা শুক্র ত একেবারে নির্ব্বিরোধ ক'রে পঞ্চপাণ্ডবকে খাণ্ডবপ্রস্থে সরিয়ে দিলে। তা হ'লে ত হ'ল না! অহো—পিতা, মনে মনে সব আক্ষেপ র'য়ে গেল! কিছুতেই আর প্রতিহিংসাগ্নি নির্ব্বাণ ক'র্‌তে পার্‌লেম না! ভুল হ'য়েছে—ভুল হ'য়েছে। অহো, কি নির্ব্বুদ্ধিতার কাজই ক'রেছি! এখন আপনার গালে আপনিই চপটাঘাত ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়। সেদিনে সে গণৎকার-ছেলেটাকে এ কথাটা একবারও জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে মনে উদয় হ'ল না যে, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে কিনা? ঠিক ব'ল্‌ত,

ঠিক ব'লত, সে গুণাপড়া খুব ভাল জানে। ঠিক ঠাক্ সব ব'লে দিলে। মনের কথাগুলো যখন গুণে ব'ল্‌লে, তখন এ সব ত তার কাছে কিছুই নয়। আরে ছাঃ—আহাম্মক আর কারে বলে? আজ কিনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাতিক বৃদ্ধি, চোঁয়া ঢেঁকুরের জ্বালায় অস্থির! তাই ত কি হ'ল! কবে সে দিন—সে দিন আস্‌বে? ঐ না দুঃশাসন!

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। ও মামা, আর শুনেছ, এর মধ্যে ব্যাপার কি হ'য়ে গেছে?

শকুনি। কি হে বাপু, তুমি আবার ব্যাপার কি দেখ্‌লে? তোমরা ত বাপু, একেবারে তিলকে তাল ক'রে তোল। আবার তালকে তিল ক'রে ছেড়ে দিয়ে একেবারে ভোলামহেশ্বর হ'য়ে যাও।

দুঃশাসন। তা বটে মামা, বাবা বেটার জন্যে সবই আমাদের ক'র্‌তে হ'চ্চে। এখন শোন, হাঃ, হাঃ, না ব'লে আর আমি কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌চি না বাবা! সে দিন ত শুনলে যে, ঢেঁকি দেবতা নারদ এসে সেই বেশ্যা দ্রৌপদীটার পঞ্চপাণ্ডবগণসহ সহবাসের নিয়ম ক'রে দিয়ে গেল?

শকুনি। হাঁ, হাঁ, বাপু, সে কথা ত শুনেছিলাম। এ সব ক্ষত্রিয়ের ঘরে হ'ল কি! তাই বাপু, যা ব'লি, কিন্তু এ সব হ'ল কি?

দুঃশাসন। হাঃ, হাঃ, তাই বাপু তাই, ব'ল্‌বে কি? হাঃ, হাঃ,

আবার এখন শুন্‌ছি—অর্জ্জুন নাকি সেই নিয়ম রাখ্‌তে পারেনি, তাই বারবছর ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে বনবাসে গিয়েছে।

শকুনি। বল কি হে বাপু, আমার বড় ভাগ্‌নে একথা শুনেছে? চল, চল, আগে ভাগ্‌নেকে আমার খপর দেওয়া যাক্ গে। তাই ত হে বাপু হ'ল কি!

দুঃশাসন। হাঃ, হাঃ, মামা, এ হ'ল কি, হাঃ, হাঃ, বড় কথা মাথা থেকে বার ক'রেছ বাবা, এ হ'ল কি! হেঃ, হেঃ, এ— হ'ল কি!

শকুনি। তাই ত হে বাপু, চল, চল, এ হ'ল কি?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্রমে কার্য্য ঘটনার স্রোতে—
ধীরে ধীরে আসে ভেসে।
কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ক্রমে হ'তেছে নিকট।
দাদা ধর্ম্মযুধিষ্ঠির হইলেন রাজা খাণ্ডবপ্রস্থেতে,
দেবর্ষি নারদ আপনি আসিয়া, নিয়ম নির্ণিয়া—

দ্রৌপদীর সহ সহবাস পঞ্চপাণ্ডবের
করিলেন স্থির !
কিন্তু হ'ল তাহে বিচিত্র ঘটন,
তৃতীয় পাণ্ডব রক্ষিতে বিপন্নজন
সেই পণ করিল লঙ্ঘন।
পণ-মতে বনবাস দ্বাদশ বৎসর হইল পার্থের ;
তাও গত, রৈবতকে পার্থ রথী
আজি হ'য়েছে অতিথি।
যাই হোক্, এতদিনে হবে গতি ভগিনী ভদ্রার ;
অর্জ্জুনের সনে দিব ভগিনী বিবাহ,
করিয়াছি বহু পন্থা তার গোপনে গোপনে।
আর্য্য বলভদ্র এ প্রস্তাবে নাহি দিবে মত,
কৌশলে এ শুভ কার্য্য হবে সম্পন্ন করিতে ;
তারপর আর্য্য যুধিষ্ঠিরে দিয়া—
রাজসূয়মহাযজ্ঞ করি সমাবেশ,
জরাসন্ধ—শিশুপাল আদি দুর্বৃত্ত রাজায়—
দমিয়া ধরায় এ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য
ক্রমে ক্রমে করিব বিস্তার।
মম অবতার তাই এই হেতু।

গীত

হরিতে ধরা-ভার মম অবতার।
ধরা-ভার হরি বলি, ভারহারী নাম আমার॥

পাপেরে করি নাশ, ধর্ম্মের ঘুচাই ত্রাস,
সাধুর পুরি অভিলাষ, করি নাম প্রচার ।।
সতত খেলায় থাকি, আপনা লুকায়ে রাখি,
মনোমত যারে দেখি, সাথে মিশে যাই তার ।।

ঐ যে সত্রাজিৎ রাজার নন্দিনী—
সত্যভামা ধনী গরবিনী আসিতেছে মৃদুমন্দ হেসে,
আছে বুঝি কিছু শুভ সমাচার ।
চতুরা বড়ই সত্যভামা, কথা দিয়ে কথা লয়,
দেখিব চতুরা কত কথা জান তুমি ?

সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা। বলি, তুমি ত ষোল ষোলশ' ষোড়শী সোহাগিনী নিয়ে দিন রাত্রি দিশেহারা হ'য়ে বসে আছ, বোন্‌টার কথা ভাব কি ? আরও থুবড়ী ক'রে রাখ্‌বে নাকি ? এ সব দেখ্‌তে তোমার বড় ভাল লাগে নয় ?

শ্রীকৃষ্ণ। কি করি বল, সুভদ্রার ন্যায় গুণবতী রমণীর যোগ্য পাত্র ত আর সহজে পাওয়া যায় না।

সত্যভামা। তুমি ত ব'ল্লে ভাল, কিন্তু সে দিকে যে ছুঁড়ি ভরা ভাদ্রের বানের বেগ আর সহ্য ক'র্‌তে পারে না। বলি, সুভদ্রার যোগ্য বর না পাও, তুমি ত যোগ্য পাত্র আছ, ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে নিলেই হয়। আর তোমারও ত গুণের ঘাট নেই,

বলি হাঁগা, দ্রৌপদীর পাঁচটা ভাতারের ব্যবস্থা ক'র্‌লে কে? বলি, পালার ব্যবস্থা হ'য়েছে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা, তুমি কি সব সংবাদই রাখ?

সত্যভামা। রাখ্‌ব না? চক্রধর যার স্বামী, তার নারীকে যে সব খপরই রাখ্‌তে হয়, তা না হ'লে চক্রধরকে কায়দা ক'র্‌তে পার্‌ব কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর যে পালা হ'য়ে গেল, এ সংবাদটা রাখ না?

সত্যভামা। সেই সঙ্গে তোমার একটা হ'ল না? সালিশি কি তুমিই ক'র্‌লে?

শ্রীকৃষ্ণ। না সত্যভামা, আমি তোমার কাছে হার মেনেছি।

সত্যভামা। না ঠাকুর, আর হার মেনে কাজনি, শেষে রাধার মত কি পায়ে ধরিয়ে অঝর নয়নে কাঁদ্‌তে হ'বে? না, না, তামাসা ক'র্‌ছি না, তোমাকে ভাল কথায় বলি, তুমি আর নিশ্চিন্ত থেকো না, সুভদ্রার একটা বর দেখ। সত্যি ব'ল্‌ছি, ছুঁড়ির দিকে আর চাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন তুমিই নয় একটা দেখ না? ঘটকালী ক'র্‌তে পার্‌লে ত পারিতোষিক আছে।

সত্যভামা। ও আমার কপাল! আমার পছন্দে কি আর তোমার বনের পছন্দ হবে? বরং ভেয়েদের পছন্দে কতকটা সুন্দরীর মন উঠ্‌তে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ। চেষ্টা ক'রে দেখেছিলে কি, না ভূমিকায় গ্রন্থলেখা শেষ হ'য়ে গেল ?

সত্যভামা। ভূমিকায় কেন গো, এর মধ্যে অনেক পর্ব্ব হ'য়ে গেছে। ক্রমশঃ টের পাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারত পাঠই হোক্ না, আদিপর্ব্ব ব'লেই যে ক্ষান্ত হ'লে ?

সত্যভামা। অর্জ্জুন এসেছে শুনেছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। কখন এল সত্যভামা ?

সত্যভামা। চতুর মিন্‌সে, খোঁজ রাখেন না! এস, এস, আমার ঘরে এসে, মহাভারত শুনিয়ে দি এস। (হস্তধারণ)।

শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, মহাভারত শুন্‌ব, দু একটা ফুল ফল নিতে দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদুর কুটির।

নবনীতপাত্র হস্তে উন্মাদিনীভাবে পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মাবতী। ভোরে উঠি ঘোল মথি ওরে নীলমণি,
তুলি ননী তোর তরে ঘুরি চারিপাশে,

কোথা ব'সে ব্রজের দুলাল! আয় নন্দলাল!
কাঙালিনী মারে দেখা দিয়ে যা' রে,
খা রে এসে চাঁদমুখে ননী "দে মা ননী, দে মা ননী" ব'লে।
ননী ল'য়ে তোর যে রে ননী অতি প্রিয়।
এই ছার ননী তরে ব্রজপুরে—
যশোদার খেয়েছিস কত মুখনাড়া!
কলঙ্ক তুলেছে কত গোপীগণ তোর—
"ননীচোর ননীচোর" ব'লে।
সেই ননী আমি রে গোপাল—
নিয়ে ঘুরি হইতে সকাল,
ব্রজলাল, নাও তুলে মার কর হ'তে।
কৈ, কোথা গেল নীলমণি!
নন্দরাণী বুঝি বেঁধেছে গোপালে—
উদূখলে, তা না হ'লে—ননী ভুলে থাকিত কি
ননীলাল?
কিম্বা বুঝি দুরন্ত বলাই—
সিঙে যোগে ডেকে কানাই কানাই ব'লে—
গোচারণে নিয়ে গেছে চ'লে?
রাখালেরা মিলে খেলাছলে—
গোপালে ভুলায়ে রাখে!
নীলমণি, নীলমণি!
কৈ, কৈ এল না ত কাল-সোনা,

শুনিতে পায় না বুঝি বাছা !
যাই উচ্চৈঃস্বরে বিশাল প্রান্তরে—
ডাকি গোবিন্দেরে বৃন্দাবন অভিমুখে।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

দ্রুতপদে কৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কি করি—কোথায় যাই,
এক গীত না হইতে শেষ,
অন্য গীত করে আকর্ষণ!
এই কত কষ্টে দিনু ভদ্রার বিবাহ,
বাদী হ'ল যদুপুরবাসী
সে বিবাদও করিনু খণ্ডন।
তারপর দাদাযুধিষ্ঠির—
রাজসূয়যজ্ঞ অভিলাষে কৈলা আমন্ত্রণ,
সেইছলে জরাসন্ধে করিনু নিধন,
এখন আবার—

নিয়ে ননী বিদুর—ঘরণী সমা উন্মাদিনী—
নীলমণি ব'লে ভাসে অশ্রুজলে,
ডাকে কেঁদে অনিবার ;
যাই কিসে বল্ মা আমার ?
ভিক্ষা হেতু মোর প্রাণের বিদুর,
অতি দূর পথ করিল গমন,
প্রাণধন অতি ক্লান্ত পথে।
কেহ নাহি সাথে পথের দোসর—
কাতর অন্তরে ফিরে, স্কন্ধে ক'রে ভারময় ভিক্ষাঝুলি।
দেয় দোষ মোরে, বলে "নারায়ণ,
আর কতদিন সব' কর্ম্মের পীড়ন,
কতদিন আর রবে জঠরযাতনা,
কতদিন আর রহি পাপ কুরুপুরে,
বৃথা কর্ম্মে ঘুরে তোমা ভুলি কতদিন আর রহিব মাধব"
আর কত কথা কয় ওমা,
শ্রান্ত দেহে না চলে চরণ তার !
সে কারণ তারে নাহি দেখি গো জননি !
কেমনে যাই মা আমি তোর কাছে ?

গীত

ওমা যাই কেমন ক'রে।
তোর নীলমণি যে ভক্তাধীন মা, সব সয় সে ভক্তের তরে।

নবনী লইয়া করে, তুই ত ডাকিস মোরে,
হেথায় ভক্ত যে মা পথ'পরে, ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে ক'রে,
ক্লান্ত হ'য়ে উচ্চস্বরে, ডাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বরে।
দেখ্ মা আমার বিদুর পিতা, ক্লান্ত হ'য়ে আসে হেথা,
বদনে সরে না কথা, পায় সে আমার অতি ব্যথা
আমি ব্যথাহারী বুঝি যে তা, সে কি ব্যথা পায় অন্তরে॥

ঐ আসে প্রাণাধিক, বৃক্ষপাশে দেখি লুকাইয়া।

(লুক্কায়িত হওন)

ঝুলিস্কন্ধে ধীরপদে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। আর কতদিন—আর কতদিন—
বল দীননাথ! যাবে পাপময় কুরু-বাসে!
তোমার আদেশে কতদিন আর—
পাপ কুরু-কার্য্যভার হবে হরি, করিতে বহন?
বল বনমালি, আর কতদিন নিতে হবে ঝুলি—
পাপ উদরের চিন্তার কারণ?
হে মধুসূদন! আর ত সহে না প্রাণে।
প্রভু, তোমা বিনে সকলি অসার,
কবে হে তোমার পাব প্রেম-দয়া, স্নিগ্ধ পদ-ছায়া?
কবে সর্ব্ব কর্ম্ম যাবে, প্রাণে মাত্র রবে—
"প্রাণনাথ তুমি প্রাণের গোবিন্দ"
এ আনন্দ পাব কত দিনে?

দীনহীনে দেবে কি সে দিন নারায়ণ!
আর নাহি চলিছে চরণ পথশ্রমে!
ভিক্ষাঝুলি হইয়াছে ভারি,
হে মুরারি, এই বৃক্ষতলে করিয়া শয়ন —
তব মূর্ত্তি স্মরি মদনমোহন,
একটু বিশ্রাম করি। (ঝুলি নামাইয়া শয়ন)

কৃষ্ণ। (স্বগত) ধীরে ব'রে সমীরণ!
ঢাক রশ্মি মধ্যাহ্ন তপন!
শ্রান্ত ভক্তধন আজি অতি পথশ্রমে।
বিদুর রে, বিদুর আমার,
করিতে বহন মম ভার,
জানি আমি পেতেছ রে দারুণ যাতনা,
জানি আমি বাপ, কুরুসঙ্গে বাস অসহ্য তোমার।
কিন্তু কি আছে আমার বল করিবার,
তুমি বাছা, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম-অবতার,
না থাকিলে কুরুকুলবিষমপঙ্কিলে,
ফুটিবে কেমনে পদ্ম ভুবনশোভন?
কিসে হবে মম উদ্দেশ্য সাধন?
তাই বাছা, মম কার্য্য হেতু—
রেখেছি এ পাপপুরে, মাধবের সাধ কার্য্য বাছা,
প্রফুল্লঅন্তরে।
এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিদুর আমার ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ক্ষণেক

বিশ্রাম লাভ কর ভক্ত! আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে রৈলুম। আর ভারময় ভিক্ষার ঝুলি তোমায় বহন ক'র্‌তে হবে না, আমিই তোমার ভিক্ষার ঝুলি মাথায় ক'রে তোমার কুটিরে নিয়ে যাচ্চি। (গ্রহণ) এই ত আমার কাজ। কতদিন ভক্ত পিতা নন্দের বাধা মাথায় ক'রে ব'য়েছি, তেমনি তুমি ত আমার ভক্ত। আজ; তোমার ভারময় ভিক্ষার ঝুলি মাথায় ক'রে না নিলে আমার আর ভক্তের কাছে গোবিন্দের নাম থাক্‌বে কেন? তবে তোমায় দেখিয়ে নিলে, তুমি ত আমায় তা নিতে দেবে না, তাই তোমার পশ্চাতে অলক্ষ্যে যাব। এই যে বিদুর আমার চোখ মিল্‌ছে, আর নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব নাই, আমিও এই সময় একটু প্রচ্ছন্নে থাকি। (লুক্কায়িত হওন)

বিদুর। উঃ—আমি নিদ্রা যাচ্ছিলাম কি, এখন যে আমার নারায়ণ পূজা হয়নি! নারায়ণ! নারায়ণ! (গাত্রোত্থান) কি হ'ল, বিদুরের ভিক্ষার ঝুলি কে নিলে? মধুসূদন, একি লীলা তোমার দয়াময়! বেশ, উত্তম ক'রেছ, বিদুরের ভিক্ষার ঝুলি বিদুর অপেক্ষা বিদুরকে দান কর, বিদুরের তাতে আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ নাই প্রভু! আজকার দিন পদ্মা আর আমি উপবাসী থাক্‌ব, তাতে আর হ'য়েছি কি? বিদুরের ভিক্ষালব্ধ চাউলে দীনদরিদ্র বিদুর জীবন রক্ষা করুক্। তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হোক্। এখন যাই, নারায়ণ, অগ্রে তোমার পূজা করিগে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। এই আমিও চলেছি। বিদুর, আমার ইচ্ছা আমি নিজেই

পূর্ণ ক'রছি। তুমি আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে বাধা দিবে ব'লেই ত আমার ইচ্ছা এই ভাবে আমায় পূর্ণ ক'রতে হ'ল। তা না হ'লে আমি কে আর তোমার কাছে এ খেলা খেল্‌তাম না। ভক্ত রে, আমি যে এই ভাবে ভক্তকে রক্ষা ক'রে ভক্তাধীন হ'য়ে পড়ি। এত কোলাহল কিসের—ওঃ, আজ যে দাদা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ। যাই বিদুর অনেক দূর এগিয়ে প'ড়্‌ল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটির।

বেগে পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মা। এত উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌লেম, তবু নীলমণি আমার এল না? যোগী ঋষিতে মনে মনে যদি ডাকে, তাতে নীলমণি আমার শুন্‌তে পায়, আর কাঙালিনীর এত করুণ চীৎকার তবু সে শুন্‌তে পেলে না? না সে আস্‌বে না? আস্‌ত, আস্‌ত, সে ত ব'লেছিল, "মা, আপনার ভেবে ডাক্‌লেই আমি আসি" তবে এল না কেন? কে তাকে বুঝি ধ'রে রেখেছে? আমার মত কোন অভাগিনী ঝি তাকে বু পেয়ে আর ছাড়্‌তে চায়

না? বাবা নীলমণি রে, তবে আমার এ যত্নে তোলা সাধের ননী কারে দোব ননীলাল! যাই, যমুনায় নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দি গে! সে যে আমার যমুনার তীরে খেলা করে, যমুনার জলে রাখাল মিলে জলকেলি করে, যমুনার উজানে এ ননী ভেসে গেল সে ননীপ্রিয় আমার নিশ্চয়ই এই ননী তুলে নিয়ে খাবে। তা হ'লেই আমার জীবন সফল হবে। একি, প্রভু যে আস্‌ছেন। শূন্যস্কন্ধে কেন? তবে প্রভু কি এখনও ভিক্ষা ক'র্‌তে যান্‌নি? উকি! পেছুনে আবার কে প্রভুর ভিক্ষার ঝুলি মাথায় ক'রে নিয়ে আস্‌ছে! ওমা, ওমা—

বিদুর ও পশ্চাতে ভিক্ষার ঝুলি মস্তকে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

এ যে আমার ননীলাল গো! প্রভু, প্রভু, কি কঠিন—নির্দ্দয় আপনি! কার মাথায় প্রভু, ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে এগিয়ে আস্‌ছেন? ও বাবা, ও বাবা, তোমার মাথায় বোঝা কেন বাবা! দাও, দাও, চাঁদমুখ যে ঘেমে গেছে সোনার চাঁদ! অহো প্রভু, এমন কাজও ক'র্‌তে হয়? আয় বাপ, আয় বাপ, আয় আমার কোলে আয়। (কৃষ্ণের মস্তক হইতে ঝুলিগ্রহণ ও কক্ষে ধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, তুমি বাবাকে কিছুই ব'লো না, বাবার কষ্ট হ'চ্চে দেখে আমি নিজে ইচ্ছা ক'রে এই ভিক্ষার ঝুলি মাথায় ক'রে আনছি।

বিদুর। দয়াময়! দয়াময়! একি—একি ক'রেছেন? দাস বিদুরের সঙ্গেও এত লীলা লীলাধর! সেই জন্যই কি পথিমধ্যে শ্রান্ত ক'রে আমায় মোহ ঘুমে ঘুম পাড়িয়েছিলেন? ও হরি, তখন ত বুঝিনি, লীলাময়ের এতেও মহালীলার বিকাশ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। না বাবা, তোমার কষ্ট আমি কিছুতেই আর দেখ্‌তে পারিনি, তাই আমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি মাথায় ক'রে এনেছি। কেন বাবা, তুমি আমায় পর ভাব? শুন না কি, পিতা নন্দের কষ্ট হ'লে পিতা তাঁর পায়ের বাধা আমার মাথায় তুলে দিতেন। কৈ, তিনি ত আমায় পর ভাব্‌তেন না!

পদ্মা। শুন্‌ছেন, শুন্‌ছেন প্রভু, আমার গুণের নিধি আমাদের কোন্‌ভাবে ভাবে? নীলমণি রে, তুই আমাদের যেমন ভাবে ভাবিস্, আমরা যে তোকে তেমন ভাবে ভাব্‌তে পারি না চাঁদ!

বিদুর। ব্রজনাথ! তোমার ব্রজের ভাবই যে সংসার-ব্রজে! কিন্তু বাপ, আমরা যে তেমন ব্রজের গোপগোপী হ'তে পারিনি; ব্রজদুলাল! তখন মধুর ব্রজলীলার মধুর স্বাদ কেমন ক'রে তোমায় উপভোগ করাব? পাপ কুরু-সংসর্গে হৃদয় আবিলতাময় হ'য়ে গেছে নারায়ণ! ইষ্টচিন্তা, প্রভুধ্যান সব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে! প্রভু! প্রভু! আর না, এবার পরিত্রাণ কর।

গীত

ত্রাহি মে দীনে হে কমলাকান্ত,
মুক্ত মম তাপ, মুক্ত হে পাপ হে মুকুন্দ।
আমার কর গতি অগতির গতি হে শ্রীপতি।
নারায়ণ অভাজন তোমার যাচে চরণে,
আর যে ভুঞ্জিতে নারি হরি কুসঙ্গীর সঙ্গ,
স্মরিলে শিহরে অঙ্গ, মরি মরি হে ত্রিভঙ্গ,
(দাও দাও হে আশ্রয়, হরি নিরাশ্রয়ে দাও দাও হে আশ্রয়,
বিপন্ন অধম দীনে দাও দাও হে আশ্রয়)
পরাৎপর—এ কিঙ্কর—করে এই হে মিনতি,
ভবের বন্ধন হর ভবের বন্ধনহারি,
ভিখারীর মন-আশা মিটাও হে বংশীধারি,
(বামে লও কিশোরী, মোহন বেণু ল'য়ে বামে লও কিশোরী,
চন্দ্রবদনে হাসিয়ে বামে লও কিশোরী)

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বিদুর, আমার ইচ্ছা কি তুমি পালন ক'র্‌তে কাতর হ'চ্ছ ?

বিদুর। না, না প্রভু, দাস অজ্ঞানান্ধ, প্রভুর ইচ্ছা কি, তা বুঝ্‌তে সম্পূর্ণ অক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বিদুর, আমার ইচ্ছা ভারতে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার। এই বর্ত্তমান যুগে বহু রাজন্য ও প্রজাবর্গ অধর্ম্ম-স্রোতে ভাসমান, তাই তাদের এই কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত ক'রে ধ্বংস করাই আমার উদ্দেশ্য।

বিদুর। তাতে এই ক্ষুদ্র তৃণ বিদুরের আবশ্যক কি বাবা!

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বিদুর, তুমিই আমার সে উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান ভিত্তি। মহাপাপীগণ অসংখ্য বার ধর্ম্ম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হ'য়েও আপনাদের নিজকৃত পাপানুষ্ঠানে যে ধ্বংসীভূত হয়, কেহই তার নিমিত্ত নয়, এরই জ্বলন্ত সাক্ষী-স্বরূপ তুমি এই কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান র'য়েছ। তোমার দ্বারা আমি জগতকে অনেক শিক্ষা দিতে পারব। তবে বিদুর, এখন যদি তুমি তাতে অন্যমত কর, তাহ'লে যে বাবা, কৃষ্ণের ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিদুর। বাবা, তোমার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাক্‌বে? না, না হরি, দুরাত্মা বিদুর আর তোমায় কোন কথা ব'ল্‌বে না। যা তোমার ইচ্ছা হবে, তাই হবে বাবা! বিদুর তোমার জন্য আর কোন কার্য্যে ভীত বা পশ্চাদ্‌পদ হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ বাবা বিদুর, খাণ্ডবপ্রস্থে কি বিষম কোলাহল হ'চ্চে, শুন্‌তে পাচ্ছ? চল বাবা, দাদা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ দেখিগে; আজ তাঁর যজ্ঞ পূর্ণের শেষ দিন।

পদ্মা। চল বাবা, আগে মায়ের কোলে ব'সে এই বাটীভরা ননীটুকু খেয়ে তারপর যাবে। প্রভু, আপনিও স্নানাহ্নিক সেরে নিবেন আসুন।

বিদুর। পদ্মা, আজ প্রভুর উদয়ে আমার স্নানাহ্নিক-আহার সবই সমাপন হ'য়েছে। গোবিন্দের উদয়ে কিছু অভাব থাকে না, তাই বাবা আমাদের জয়গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—অন্তঃপুর।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! বাছা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ আজ মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি কর্‌ছেন না? কেন, কি হ'চ্চে বল দেখি? শুন্‌ছি,স্নেহের দুর্য্যোধন আমার যজ্ঞের ভাণ্ডারী হ'য়েছে, ভোক্তা ভোজ্য দিবার ভার আমার দুঃশাসন গ্রহণ ক'রেছে,গুরুপুত্র স্বয়ং ব্রাহ্মণ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হ'য়েছেন। সাক্ষাৎ বিনয়াবতার ধনঞ্জয় আমার সমাগত রাজগণকে অভ্যর্থনা ক'র্‌ছে, ব্রাহ্মণের দক্ষিণা দানে মহারথী কৃপাচার্য্য ব্রতী, আর দাতাকর্ণ আমার দানের অধিকার প্রাপ্ত হ'য়েছেন। বেশ যথাযোগ্য লোককেই যথা-যোগ্য কার্য্য দেওয়া হ'য়েছে। আর না হবেই বা কেন, স্বয়ং বাসুদেব পিতামহ ভীষ্ম যে কার্য্যের পরামর্শদাতা, সেস্থানে আর কি কিছু অপ্রতুল থাক্‌তে পারে সঞ্জয়! আরও শুন্‌ছি, পৃথিবীর রাজগণ ত সমাগত আছেনই, তা ছাড়া পাতাল হ'তে বাসুকি, স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র, অষ্টদিকপাল, ত্রেত্রিংশকোটী দেবগণ, কৈলাস হ'তে স্বয়ং শূলপাণি শঙ্কর, ব্রহ্মলোক হ'তে প্রজাপতি স্বয়ং নাকি আমার প্রাণাধিক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে পদার্পণ ক'রেছেন? তারমধ্যে বাসুদেবের এত শঙ্খধ্বনি কেন সঞ্জয়! কোন কি বিশৃঙ্খল হ'ল নাকি! আমার প্রাণ

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা বিদুর, তুমিই আমার সে উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান ভিত্তি। মহাপাপীগণ অসংখ্য বার ধর্ম্ম কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হ'য়েও আপনাদের নিজকৃত পাপানুষ্ঠানে যে ধ্বংসীভূত হয়, কেহই তার নিমিত্ত নয়, এরই জলন্ত সাক্ষী-স্বরূপ তুমি এই কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান র'য়েছ। তোমার দ্বারা আমি জগতকে অনেক শিক্ষা দিতে পার্‌ব। তবে বিদুর, এখন যদি তুমি তাতে অসম্মত কর, তাহ'লে যে বাবা, কৃষ্ণের ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিদুর। বাবা, তোমার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাক্‌বে? না, না হরি, দুরাত্মা বিদুর আর তোমায় কোন কথা ব'ল্‌বে না। যা তোমার ইচ্ছা হবে, তাই হবে বাবা! বিদুর তোমার জন্য আর কোন কার্য্যে ভীত বা পশ্চাদ্‌পদ হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ বাবা বিদুর, খাণ্ডবপ্রস্থে কি বিষম কোলাহল হ'চ্চে, শুন্‌তে পাচ্চ? চল বাবা, দাদা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ দেখিগে; আজ তাঁর যজ্ঞ পূর্ণের শেষ দিন।

পদ্মা। চল বাবা, আগে মায়ের কোলে ব'সে এই বাটীভরা ননীটুকু খেয়ে তারপর যাবে। প্রভু, আপনিও স্নানাহ্নিক সেরে নিবেন আসুন।

বিদুর। পদ্মা, আজ প্রভুর উদয়ে আমার স্নানাহ্নিক-আহার সবই সমাপন হ'য়েছে। গোবিন্দের উদয়ে কিছু অভাব থাকে না, তাই বাবা আমাদের জয়গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

[সকলের প্রস্থান।

অরাতিধ্বংসী সুদর্শন—ঐ—ঐ অন্ধরাজ! আর রক্ষা নাই, দ্রুতবেগে চক্ষের পলক প'ড়্তে না প'ড়্তে শিশুপালের মস্তক ছেদন ক'র্লে! হায় হায়—রাজসূয়-যজ্ঞস্থল শোণিতময় হ'য়ে গেল। সমাগত রাজন্যবর্গের আর বাঙ্‌নিস্পত্তি নাই! সভা ভঙ্গ হ'ল! ঐ—ঐ সমাগত রাজগণ ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে স্ব স্ব রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান ক'র্লেন।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! দুরাত্মা শিশুপালের ন্যায় কৃষ্ণদ্বেষীর মৃত্যু হওয়াই আবশ্যক, উত্তম হ'য়েছে। কালান্তকরূপী বাসুদেব তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্লেন। সঞ্জয়! আমার দুর্য্যোধন কি ক'র্‌ছে? কোনরূপে ত বাসুদেবের অপ্রিয়-ভাজন হয় নাই?

সঞ্জয়। না মহারাজ, কুমার দুর্য্যোধন সভাস্থলের চতুর্দ্দিক পরি-ভ্রমণ ক'র্‌ছেন। ঐ—ঐ কুমার দুর্য্যোধন একটু অপ্রতিভ হ'লেন?

ধৃতরাষ্ট্র। কেন সঞ্জয়! অভিমানী আমার অপ্রতিভ হ'ল?

সঞ্জয়। কুমার স্ফটিকের বেদীকে সরোবর ভ্রম ক'রে, আপন পরিধৃত বসন উত্তোলন করায় সভাস্থ ব্যক্তিগণ হাস্য সম্বরণ ক'র্‌তে পারেন নাই। তারপর আরও চমৎকার, কুমার আরও অপ্রতিভ। প্রকৃত সরোবরকে পূর্ব্বের ন্যায় স্ফটিকনির্ম্মিত বেদী ভ্রমে জলমধ্যে পতিত হ'লেন।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! তা হ'লে আমার যুধিষ্ঠির ত অতি আশ্চর্য্য সভা নির্ম্মাণ ক'রেছে! পাগল ছেলে আর কি, তাদের

বড় অস্থির হ'চ্চে সঞ্জয়। বল, রাজস্য়-যজ্ঞের উপস্থিত বিবরণ ব'লে আমায় সুস্থির কর।

সঞ্জয়। মহারাজ! উপস্থিত রাজস্য়-যজ্ঞে ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে। যজ্ঞ সমাপনান্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, পিতামহ, যজ্ঞ ত সমাপ্ত হ'ল, এক্ষণে পূজাগ্রভাগ কারে অর্পণ ক'র্ব, আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। উত্তম, যুধিষ্ঠির আমার যথাযোগ্য ব্যক্তিকেই উত্তম প্রশ্ন করেছেন, সঞ্জয়, জ্যেষ্ঠতাত তাতে কি ব'ল্লেন এবং তার জন্য কি ভীষণ ব্যাপার আবার সংঘটিত হ'ল, শীঘ্র বল?

সঞ্জয়। পিতামহ সর্ব্বদেবপূজ্য যদুনাথ বাসুদেবকেই পূজাগ্রভাগের শ্রেষ্ঠ অধিকারী নির্ব্বাচিত ক'রলে অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহারাজ শিশুপাল কটুভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে গোপালক ইত্যাদি ব'লে ভৎর্সনা ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। সেই জন্যই বুঝি মূর্ত্তিমান কালস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দুরাত্মা শিশুপালের উত্তেজনায় উত্তেজিত হ'য়ে বারম্বার এই শঙ্খধ্বনি ক'র্ছেন? সঞ্জয়! বাসুদেব ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন, দেখ্ছ কি?

সঞ্জয়। অন্ধরাজ! জগন্নাথ আজ যে মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন, সে মূর্ত্তি জীবনেও কখন আমি দর্শন করি নাই! তাঁর নীল-কমল-চক্ষু ক্রোধ-রাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে সাক্ষাৎ প্রলয়কালীন দ্বাদশ আদিত্যকে আহ্বান ক'র্ছে!- প্রতিলোমকূপ হ'তে প্রলয়াগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্নিশিখা ধূ ধূ ক'রে জ্বল্ছে, আর হস্তের শঙ্খ মুহুর্ম্মুহু ভীম গর্জ্জন ক'র্ছে, সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপী

অরাতিধ্বংসী সুদর্শন—ঐ—ঐ অঙ্গরাজ! আর রক্ষা নাই, দ্রুতবেগে চক্ষের পলক প'ড়্তে না প'ড়্তে শিশুপালের মস্তক ছেদন ক'র্লে! হায় হায়—রাজসূয়-যজ্ঞস্থল শোণিতময় হ'য়ে গেল। সমাগত রাজন্যবর্গের আর বাঙ্‌নিস্পত্তি নাই। সভা ভঙ্গ হ'ল। ঐ—ঐ সমাগত রাজগণ ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে স্ব স্ব রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান ক'র্লেন।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! দুরাত্মা শিশুপালের ন্যায় কৃষ্ণদ্বেষীর মৃত্যু হওয়াই আবশ্যক, উত্তম হ'য়েছে। কালান্তকরূপী বাসুদেব তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্লেন। সঞ্জয়! আমার দুর্যোধন কি ক'র্ছে? কোনরূপে ত বাসুদেবের অপ্রিয়-ভাজন হয় নাই?

সঞ্জয়। না মহারাজ, কুমার দুর্যোধন সভাস্থলের চতুর্দ্দিক পরি-ভ্রমণ ক'র্ছেন। ঐ—ঐ কুমার দুর্যোধন একটু অপ্রতিভ হ'লেন?

ধৃতরাষ্ট্র। কেন সঞ্জয়! অভিমানী আমার অপ্রতিভ হ'ল?

সঞ্জয়। কুমার স্ফটিকের বেদীকে সরোবর ভ্রম ক'রে, আপন পরিধৃত বসন উত্তোলন করায় সভাস্থ ব্যক্তিগণ হাস্য সম্বরণ ক'র্তে পারেন নাই। তারপর আরও চমৎকার, কুমার আরও অপ্রতিভ। প্রকৃত সরোবরকে পূর্ব্বের ন্যায় স্ফটিকনির্ম্মিত বেদী ভ্রমে জলমধ্যে পতিত হ'লেন।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়! তা হ'লে আমার যুধিষ্ঠির ত অতি আশ্চর্য্য সভা নির্ম্মাণ ক'রেছে! পাগল ছেলে আর কি, তাদের

এক জনকে সঙ্গে নিলেই ত হ'ত, এখন দুর্য্যোধন আমার কি ক'র্ছে ?

সঞ্জয়। প্রভু, কুমার আরও অপমানিত হ'লেন, শুধু অপমান নয়, আঘাত !

ধৃতরাষ্ট্র। আঘাত, কিসে ?

সঞ্জয়। কুমার অপমানিত হ'য়ে যেমন সভা-প্রাচীরদ্বার অনুমান ক'রে সেই দ্বার অতিক্রম ক'র্তে গমন ক'র্বেন, অমনি স্ফটিকনির্ম্মিত প্রাচীরে তাঁর মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত লেগেছে। ঐ মহামতি নকুল তাঁকে প্রাচীরের বাহিরে দিয়ে গেলেন। কুমার দুর্য্যোধন অতি অপমানিত হ'য়ে বিষণ্ণমনে হস্তিনাভিমুখেই আস্ছেন। ঐ যে তাঁর রথ হস্তিনার দ্বারে এসে সমুপস্থিত হ'ল !

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ও শকুনির প্রবেশ।

দুঃশাসন। বাবা, বাবা, এই নিন্, এখন যা হয়, একটা করুন ! সভায় দাদার অপমান ! দাদা ত প্রাণ রাখ্বেনই না ব'লে ছিলেন, কি ভাগ্যে মামা ছিলেন, তাই দাদাকে কত ক'রে বুঝিয়ে এতদূরে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। কি মামা, বল না ?

শকুনি। আমি আর কি ব'ল্ব বাবা ! তোমার বাপ যে সে রকমের মানুষই নন্। একটু কিছু ব'ল্লেই বিদুর শনি মন্ত্রীর কাছে ছুটে যাবেন। আমার কর্ত্তব্য যা, তা আমি ক'রেছি।

আবার এখনও যা কর্ত্তব্য আছে, তা ব'ল্‌ছি, আমায় পাশা-খেলায় ছেড়ে দাও, দেখ যে তোমাদের এ অপমানের প্রতি-শোধ নিতে পারি কি না? তা না হ'লে অন্ধ জাগো, কি ঘুমাও, একই কথা বাবা!

দুর্য্যোধন। মাতুল, আমারও পিতার চরণে এই শেষ বিদায়-প্রার্থনা। হয়, উনি এ প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদান করুন, নয় পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে পরমসুখে বাস করুন। কিন্তু আমি এই অপমানিত ঘৃণিত জীবন ল'য়ে কখনই এ হস্তিনায় থাক্‌ব না।

গীত

বিজন অরণ্যে যাব চাহি না আর পাপ-জীবন
ঘৃণিত এ দেহে বল আছে কিবা প্রয়োজন।
ভাবিয়া দেখেছি মনে, আমার মৃত্যু বিহনে,
শান্তি না হবে ভবনে, জ্ব'ল্‌বে দুঃখের অগ্নি অনুক্ষণ।
হায় বিধি একি বিধি অদৃষ্টে লিখিলে,
পিতারও অমূল্য স্নেহে বঞ্চিত করিলে,
পুষেছিলাম আশা-পাখী, ক্রমে সে দিতেছে ফাঁকি,
এখন আর উপায় বা কি, আমার সকল হ'ল অকারণ।

ধৃতরাষ্ট্র। ও সঞ্জয়, কথা ক'চ্চ না যে, এ আবার কি হ'তে কি হ'ল। নিজের দোষে বাপু, অপমানিত হ'লে—তার পর এ সব অন্যায় আব্‌দার কেন?

দুঃশাসন। কি অন্যায় আবদার? মায়াসভা ক'রে দুরাত্মাগণ

দাদাকে অপমানিত ক'রলে, আর আমরা তাকে মামার সহায়তায় অপমানিত ক'রব, তাতে অন্যায় আবদার ? হা ধর্ম্ম ! তুমিও বাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হ'য়েছ ?

শকুনি। এটা কিন্তু অন্ধমহারাজের অন্যায় কথা বলা হ'চ্চে। আমার ভাগ্‌নেদের অপরাধটা কি মহাশয়।

ধৃতরাষ্ট্র। আছে শকুনি, আমি সব শুনেছি, আমি সব শুনেছি!

শকুনি। কি শুনেছেন ? তাতে কি আমার প্রাণের প্রাণ বাপ সুযোধনের কোন অপরাধ ছিল ?

দুর্য্যোধন। মাতুল, পিতাকে আর কোন কথা ব'ল্‌বেন না। আমিই অপরাধী। বেশ, যখন আমি অপরাধী, তখন আর আমার এ রাজ্যে না থাকাই ভাল। চল দুঃশাসন, তোমার হাত ধ'রে আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিগে, তাতেও আমার হৃদয়-জ্বালার অনেক উপশম হবে।

দুঃশাসন। সেই ভাল দাদা, তাই ভাল, চল। আহা, দাদার আমার ভ্রাতৃস্নেহ দেখেছ! (গমনোদ্যত)

ধৃতরাষ্ট্র। ও সঞ্জয়, চ'লে গেল নাকি ? কি ব'ল্‌ছে! বাবা দুর্য্যোধন, যাস্‌নে, যাস্‌নে! বাবা, যাতে পাশা খেলা হয়, সেই ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। তবে কি জান্‌লে বাপ, দ্যূতক্রীড়া বড় অনর্থের।

দুঃশাসন। অনর্থ কিসের ? যাদের অনর্থ, তাদের অনর্থ। মামার কাছে পাশা খেলে জিত্‌তে পারে, এমন আর কে আছে ?

ধৃতরাষ্ট্র। তাই ত সঞ্জয়, এ আবার হ'ল কি ? এখন চল, একবার

বিদুরের সঙ্গে যুক্তি করা যাক্‌গে! যেমন ক'রে হোক, পাশা খেলাতে হবে! তাই ত দ্যূতক্রীড়া! তবে কি জান্‌লে, আমার দুর্য্যোধনও অপমানিত! অবশ্য, তরুণ বয়স, ক্রোধ হয় বৈকি এ কার্য্যটা কি আমার যুধিষ্ঠিরের ভাল হ'য়েছে?

[সঞ্জয় সহ প্রস্থান।

দুঃশাসন। মামা ঠিক থাক, ও বুড়োকে আমি এখনি ঠিক ক'রে আস্‌ছি। তুমি পাশার পাষ্টিগুলো মেজে ঘসে ঠিক্ ক'রতে থাক গে। দাদার অপমান!

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। মাতুল! এখন আপনার ভরসাই ভরসা।

শকুনি। (স্বগত) আমারও ভাগ্যে আজ সে দিনের দিন উপস্থিত! আহ্লাদে যে আর আমার কথা কইতে ইচ্ছা হ'চ্চে না! (প্রকাশ্যে) বেশী কথার প্রয়োজন কি বাপ, হাতে হাতেই দেখ্‌তে পাবে। এখন চল।

[সকলের প্রস্থান।

গান্ধারীর হস্ত ধরিয়া বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। চলুন মা চলুন, পাপবুদ্ধি দাদার পাপ-মন্ত্রণার প্রতিবাদ ক'র্‌বেন চলুন। একি, এরি মধ্যে সকলে চলে গেছেন?

গান্ধারী। অ্যাঁ—চলে গেছে? তবে আর আমি কারে নিষেধ ক'র্‌ব বাছা! হাঁ বাবা বিকর্ণ, বৃদ্ধ অন্ধরাজ তাতে কি ব'ল্লেন? সেই পাপ পাশাখেলায় তিনিও কি সম্পূর্ণ মত দিলেন?

বিকর্ণ। দিলেন বৈ কি মা! দাদারা যখন তাঁকে কিছুতেই ছাড়্‌লেন না, তখন স্নেহময় পিতা আমার, তাতেই সম্মতি দান ক'রে খুল্লতাত বিদুরের কুটিরাভিমুখে গমন ক'র্‌লেন। বুঝ্‌লাম, পাণ্ডবদাদাদের আন্‌তে খুল্লতাতকে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রেরণ ক'র্‌বেন। হায় মা, এবার সব যাবে। পাপ পাশাখেলা হ'তেই কুরুকুলের সর্ব্বনাশ হবে! হাঁ মা, অসৎ উপায়ে সংসারে কেউ কি সুখী হ'য়ে থাকে? দুরাত্মা কর্ণ আর পাপ মামা শকুনির কুমন্ত্রণায় দাদা আমার আপন পর কিছুই বিবেচনা ক'র্‌তে পার্‌ছেন না। কি ব'ল্‌ব মা, তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর, তা না হ'লে আপনার বিকর্ণ এইক্ষণে এই পাপাশ্রয় দাদাদের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবদাদাদের পদাশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে ছুটে যেতো। উঃ! এই বিশাল কুরুপুরে এক মহামতি খুল্লতাত ব্যতীত আর কি কেউ স্পষ্টবক্তা ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা নাই মা!

গান্ধারী। বিকর্ণ রে! তোর মত ধর্ম্মবুদ্ধিপরায়ণ এক ছেলের মা হওয়া ভাল, তবু এরূপ শতপুত্রের মা হওয়া কোন অংশে সুখকর নয় বাবা! হায়, হায়, কি হবে, কি হবে? কেমন ক'রে দুরাত্মা পুত্রগণকে এ পাপ পাশাখেলা হ'তে নিবৃত্ত ক'র্‌ব! চল, চল বাবা, শীঘ্র আমায় একবার অন্ধরাজের নিকট নিয়ে যাবে চল, আর সেই আমার দুষ্টভ্রাতা শকুনির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করাবে চল।

বিকর্ণ। না মা, এখন আর কিছুতেই কিছু হবে না। এতক্ষণ

বোধ হয়, সভা প্রস্তুত হ'য়ে গেছে। বোধ হয় এতক্ষণ পাণ্ডব-দাদারাও এসে প'ড়েছেন। ঐ শুন্‌ছেন না, পাষণ্ড কুরুকুলের আনন্দ কোলাহল! হা বিধাতঃ! আমাকে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের সহোদররূপে সৃষ্টি না ক'রে পঞ্চপাণ্ডবের দাসরূপে সৃষ্টি ক'র্‌লে না কেন? পাপীদের পাপ-সংসর্গে আমার প্রাণ বড়ই কাতর হ'য়েছে নারায়ণ!

গীত

এখন যা হয় একটা কর, রাখো কিম্বা মার।
আমি আর সৈতে নারি, ও হে হরি, পাপীর পাপ অত্যাচার॥
আমায় দুর্য্যোধনের সহোদর, ক'র্‌লে কেন দামোদর,
পাণ্ডবেরও ক'র্‌লে কিঙ্কর হ'তেম যে সুখী—
ধর্ম্ম যথায় না পায় স্থান, সে কদর্য্য নরক সমান,
স্থান কেন আমায় দান ক'র্‌লে কমলআঁখি—
যা ক'রেছ তা ক'রেছ, হরি তুমি যা ভাল বুঝেছ,
তায় নাই হে ক্ষতি এখন এসে তার'॥

চলুন মা, চলুন, আপনাকে আমি বৃথা কষ্ট দিলুম।

গান্ধারী। নারায়ণ! আর কেন হতভাগিনীকে রেখেছ দয়াময়!

[উভয়ের প্রস্থান॥

—:০:—

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, প্রতিকামী, পঞ্চপাণ্ডব ও অন্যান্য রাজগণের প্রবেশ।

বিদুর। (স্বগতঃ) নারায়ণ! কি সঙ্কটে পুনঃ ফেলিলে বিদুরে!
বুঝিতেছি এই পাপ-অভিনয় অনর্থ কারণ শুধু।
ইচ্ছাময়! যে উদ্দেশ্য হৃদে ক'রেছ স্থাপন,
বুঝি করিছ রোপণ আজ তারি বিষ-বীজ।
(প্রকাশ্যে) অন্ধরাজ, এখনও করি নিবারণ,
নন্দনে নিবৃত্ত কর, দ্যূতক্রীড়া অনর্থের মূল!
সুহৃদ্ভেদ—বংশনাশ তার শেষ পরিণাম!

দুর্য্যোধন। ক্ষাত্ত, তুমি বারম্বার একই কথার উল্লেখ ক'রছ? জান কি—ক্ষত্রগণের যুদ্ধ বা অক্ষক্রীড়া করণীয় কার্য্য। দ্যূতক্রীড়াটা নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, ইহাও একটা যুদ্ধ! সে যুদ্ধে অক্ষই বাণ, পণ ধনু, হৃদয় জ্যা, আর হৃদয়ের আনন্দই রথ। এতে আর অনিষ্টচিন্তাই বা কি, আর যুদ্ধ-বিসম্বাদই বা কি? সুহৃদ্ভেদই বা হবে কেন, আর বংশ নাশই বা ঘ'টবে কেন?

ধৃতরাষ্ট্র। তা—তা—দুর্য্যোধন একরূপ ব'ল্‌ছে মন্দ নয়! খেলাটা

কি জান, আমোদ করা। বেশী কিছু হয়, কারো কিছু হার, নয় কারো কিছু লাভ। যাক্ বিদুর! তোমার আর এতে বিশেষ কোন আপত্তি ক'র্‌বার নেই।

বিদুর। তবে তাই। বুঝ্‌লেম, মানবগণ পাশবদ্ধের ন্যায় নিয়তির বশবর্ত্তী। তেজ যেমন চক্ষুকে নষ্ট করে, দৈবও সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে। ইচ্ছাময় নিয়ন্তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

শকুনি। আমি বাপু, অতো ততো বুঝিনি, যিনি ক্রীড়া ক'র্‌বার জন্য এসেছেন, তাঁর মত কি, আমি কেবল এইটী শুন্‌তে চাই। তারপর পণ ইত্যাদি রাখা, সেটা সামর্থ্য অনুসারে। এস্থলে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত কোনও বাদানুবাদ না ক'রে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতামত গ্রহণ করাই হ'চ্চে—সাময়িক কাজ। কি বাপু, তোমার মতামত ব'ল্‌তে পার?

যুধিষ্ঠির। মাতুল, পাণ্ডবেরা হৃদয়হীন কাপুরুষ নয়, দ্যূতে আহূত হ'য়ে কখন প্রত্যাবৃত্ত হ'তে আসি নাই। আমি বেশ জানি, ধর্ম্মসঙ্গত দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মই বলবান, এখন খেলার প্রতিপক্ষ আর পণ নিরূপণ করুন।

দুর্য্যোধন। মাতুল শকুনিই আমার প্রতিনিধি হ'য়ে ক্রীড়া ক'র্‌বেন, আর আমি আমার সমস্ত ধনরত্ন পণ রাখ্‌লাম।

যুধিষ্ঠির। ক্রীড়ায় প্রতিনিধি—আমার মতে ন্যায়বিরুদ্ধ। সমকক্ষ রাজগণই বাদী-প্রতিবাদী হ'য়ে ক্রীড়া ক'রে থাকেন।

দুর্য্যোধন। মাতুল শকুনিও রাজপুত্র, অসম্মানীয় ব্যক্তি নন, তাঁর

উপর আমার সমস্ত রাজ্য-ঐশ্বর্য্য আমি পণ রাখ্‌তে প্রস্তুত, তখন আপনার আপত্তির মূল্য নাই।

যুধিষ্ঠির। আচ্ছা তাই হোক্। আমি এই মণিময় অমূল্য হার পণ রাখ্‌লাম।

দুর্য্যোধন। আমারও নানা ধনরত্ন আছে, প্রতিপণে কাতর নই, শীঘ্র খেলা আরম্ভ হোক্।

শকুনি। এবার এস ত বাপু, দেখি মামা হারে কি ভাগ্‌নে হারে!

(ক্রীড়ারম্ভ)

ধৃতরাষ্ট্র। বেশ, বেশ, শকুনি ভায়া খেলে ভাল! বলি, কার জিতের চাল চল্‌ছে হে?

শকুনি। এই দেখ, পাঁচ তিন আট, এই আমার পাকাগুটি উঠে গেল। এই জিত্‌লাম, এবার?

যুধিষ্ঠির। (হার উন্মোচনপূর্ব্বক) এবার একলক্ষ সুবর্ণপূর্ণ থাল পণ রাখ্‌লাম।

শকুনি। এই দেখ বাবা, ছ তিন নয়—যা বলেছি, তাই পড়েছে, এবার?

যুধিষ্ঠির। কুমুদকান্তি অষ্টাশ্ববাহিত জয়শীল সহস্র রথ পণ রাখ্‌লাম।

শকুনি। এই দেখ বাবা, কচে বার। এই ত জিত্‌লাম, এইবার?

যুধিষ্ঠির। নানা রত্নালঙ্কারভূষিতা নৃত্যগীতনিপুণা সেবাকুশলা শত সহস্র তরুণী দাসী পণ রাখ্‌লাম।

শকুনি। এই দেখ বাবা, পোয়াবার তের! বাস্!

ধৃতরাষ্ট্র। আরে বেশ, শকুনি ভায়া বেশ, বেশ খেল্‌ছ ত হে!

যুধিষ্ঠির। কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান সহস্র যুবক দাস, সহস্র মত্তমাতঙ্গ পণ রাখ্‌লাম।

শকুনি। এই নাও বাবা, দশ প এগার। এবার?

যুধিষ্ঠির। আমার প্রিয় ভ্রাতা নকুল সহদেবকে পণ রাখ্‌লাম।

শকুনি। তবে এই দেখ বাবা, পাঁচের দান মারি, হ'য়েছে ত?

যুধিষ্ঠির। হোক, হোক, এবার আমার সহিত আমার ভীমার্জ্জুনকে পণ রাখ্‌লাম!

শকুনি। তবে এই নাও চার, ঠিক পড়েছে বাবা!

ধৃতরাষ্ট্র। বলিহারি, শকুনি ভায়া, যা ব'ল্‌ছ, তাই ক'র্‌ছ? বেশ, বেশ!

বিদুর। মহারাজ। মহারাজ! আর নয়, আর অধিক পাপের প্রশ্রয় দিবেন না; এখনও এই সর্ব্বস্বাপহারিনী পাপদ্যূতক্রীড়া নিবৃত্ত করুন। মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ সেবনের অনিচ্ছার ন্যায় আমার উপদেশকে বারম্বার অবমাননা ক'র্‌বেন না। তোমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্যূত-মদে মত্ত হ'য়ে ক্রমে ধূর্ত্ততার ছলে শকুনির উত্তেজনায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হ'চ্চে।

দুঃশাসন। দেখ খুড়ো, এখনও চুপ কর ব'ল্‌ছি, আমার দাদার ভাগ্যে মামা আমার বারবারই জয়ী হ'চ্চেন।

দুর্য্যোধন। এখন পাণ্ডবপ্রেমে অন্ধ হ'য়ে গাত্রের জ্বালায় নির্লজ্জের ন্যায় রূঢ় কথা ব'লে চ'ল্‌বে কেন?

শকুনি। যাক্, ধর্ম্মরাজ, এখন কি পণ রাখ্‌বেন রাখুন।

ভীম। অপ্রকৃতমস্তিষ্ক দাদা, ধূর্ত্ত পাষণ্ডের ছলনায় এখনও আপনি মুগ্ধ? এখনও বিশ্বাসঘাতক কপট শকুনির সঙ্গে পণ রেখে খেল্‌তে প্রস্তুত হ'চ্ছেন? শঠের ছলনায় সমস্ত ধনরত্ন হারালেন, আমাদের সঙ্গে নিজের অমূল্য জীবনও পিশাচদের পায়ে বিক্রয় ক'র্‌লেন, তবু সেই সর্ব্বনাশিনী খেলার মত্ততা গেল না? অহো, আর যে সহ্য হয় না!

শকুনি। দূতে আহূত হ'য়ে যদি ধর্ম্মরাজ না খেলেন, তাহ'লে উনি নিজেই ধর্ম্মে পতিত হবেন।

ভীম। ধর্ম্ম? এই পাপ কুরুসভায় ধর্ম্ম আছে কি? ধর্ম্ম যদি থাক্‌ত, ন্যায়বিচার যদি হ'ত, তাহ'লে তোর ন্যায় কপটীর কপট খেলায় কি কেউ প্রতিবাদ ক'র্‌ত না? অহো! কি কপটতা! দাদা একবারও জয়ী হ'তে পার্‌লেন না? চক্ষুশূল—মর্ম্মশূল—ভীম কেবল ধর্ম্মময় দাদার মুখ চেয়ে আজ এ সমস্ত পাপাচার নীরবে সহ্য ক'র্‌ছে, তা না হ'লে এতক্ষণ এই ভীমগদায় কৌরবদের পাপ ক্রীড়ার পরীক্ষা ক'র্‌তাম।

ধৃতরাষ্ট্র। তা বাপু, উচিত কথা ব'ল্‌তে গেলে ভীম, তোমার বাপু, এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করা অন্যায় হ'চ্চে। যুধিষ্ঠির আবার পণ রেখে খেলুক না, এখন জিত্‌তেও ত পারে। জিত্‌লেই আবার ফিরেও ত পেতে পারে, খেলায় ভঙ্গ দেওয়া ত ঠিক নয়, কি সঞ্জয়!

যুধিষ্ঠির। আমার আর কি আছে, যথাসর্ব্বস্ব ত পণে হারিয়েছি।

দুর্য্যোধন। থাক্‌বে না কেন, প্রাণপ্রতিমা দ্রৌপদী!

যুধিষ্ঠির। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই পণ রাখ্‌লাম।

বিদুর। আর নয়, আর নয়, সভাস্থ হৃদয়বান মহাত্মাগণ! নিবৃত্ত করুন, নিবৃত্ত করুন! তা না হ'লে কুরুকুলনাশী জ্বালাময়ী বিষ উদ্গীরণ হবে। এবার নিদ্রিতা বিষধরী অজগরীকেও সংক্ষুব্ধ করা হ'চ্চে। আর রক্ষা নাই, আর নিস্তার নাই।

দুঃশাসন। মামা, এইবার শেষ চাল!

শকুনি। এই দেখ বাবা, এই মেরেছি পোয়া বার তের। এই ত বাবা, তোমার দ্রৌপদী জয় ক'র্‌লাম।

দুর্য্যোধন। সভাসদগণ, এখন কি বলেন? দ্রৌপদীর উপর এখন আমার ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার। আর্য্য বিদুর! আপনি শীঘ্র অন্তঃপুরে গমন করুন, পাণ্ডব-প্রাণপ্রণয়িনী দ্রৌপদীকে এই রাজসভায় আনয়ন করুন, পাণ্ডব-ঘরণী কৃষ্ণা দাসীদের সঙ্গে আমার গৃহ মার্জ্জনা করুক্।

বিদুর। রে মূঢ়মতি দুর্য্যোধন, এখনও জিহ্বা সংযত কর্। মৃগ হ'য়ে নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে জাগ্রত করিস্ না। ঐ দেখ, কালভুজঙ্গ-গণ তোর মস্তকের উপর সক্রোধে চক্র তুলে গর্জ্জন ক'র্‌ছে! আমার মতে কৃষ্ণা কখনও তোর ক্রীতা দাসী হ'তে পারে না; দ্রৌপদীকে পণরূপে নিরূপিত ক'রে যুধিষ্ঠিরের খেল্‌বার কোন অধিকার নাই।

দুর্য্যোধন। স্থির হও বিশ্বাসঘাতক, পাণ্ডব-চাটুকার। বুঝেছি, তোমার দ্বারা আমার কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই।

প্রতি কামি, যাও, শীঘ্র তুমি দ্রৌপদীকে এই রাজসভায় আনয়ন কর।

[প্রতিকামীর প্রস্থান।

ভীম। দাদা, ভীম আর নীরবে কত দেখ্‌বে, কত সহ্য ক'র্‌বে? পঞ্চসিংহের সম্মুখে শৃগাল-হস্তে সিংহী কি আজ এইরূপে লাঞ্ছিতা হবে নাকি ?

অর্জ্জুন। মধ্যমপাণ্ডব, আরও দেখুন, আরও সহ্য করুন। নীরবে—অতি নীরবে—পাপাচারগণের পাপের শেষ গণ্ডী দর্শন করুন। তারপর—তারপর, যা ক'র্‌তে হয়, মধুসূদন যা ক'র্‌বেন, তাই হবে।

গীত

যার কার্য্য সে করিবে তুমি আমি কে।
কার কার্য্য কেবা সাধে ভাবিয়ে পাইনে যে॥
যার কার্য্যে দিনে রবি, নিশায় শশাঙ্ক ছবি,
তারকামণ্ডিত নভে মধুর কিরণ-রেখা,
যার কার্য্যে মাতৃস্তনে, ক্ষরে ক্ষীর শিশু প্রাণে,
অপার করুণারাশি প্রকৃতির গায়ে লেখা,
কারণ কার্য্যেতে যার, মেশামিশি ত্রিসংসার,
বুঝিবে যেমন করিবে তেমন সে,
আমি কি ভাবিব, আমি কি করিব,
হরি খেলার পুতুল ক'রেছে যাকে॥

দুর্য্যোধন। আমি কারও কথা শুনতে চাইনা, এখন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার। তবে ধর্ম্মরাজ

যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে নরকে যেতে চান, তাতে আমার কিছু আপত্তি নাই। ও কি প্রতিকামি! তুমি একা এলে, দ্রৌপদী কোথা?

প্রতিকামীর প্রবেশ।

প্রতিকামী। প্রভু, মা এলেন না।

দুর্য্যোধন। না, এ কাজ অন্যের দ্বারা হবে না, দুঃশাসন!

দুঃশাসন। হাঁ, তাই ত বলি, দাদা কার মুখের দিকে চান? এখনই যাবো, আর ধ'রে আন্‌ব। কোনও আপত্তি থাকে, এখানে এসে সে ব্যবস্থা করুক্‌। পাঁচজনের মন যোগাতে পারেন, সাধারণ বেশ্যার মত কাজ ক'র্‌তে পারেন, রাজসভায় আস্‌তে তাঁর লজ্জা হ'ল! হায় রে—আমার লজ্জা! যাই আগে।

[বেগে প্রস্থান।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! শুন্‌লেন, শুন্‌লেন! দুর্বৃত্ত দুঃশাসন আমাদের সম্মুখে সতী লক্ষ্মী দ্রৌপদীকে কি ব'লে গেল? আরে—আরে কুলাঙ্গার, সাক্ষাৎ সাবিত্রীরূপিণী দ্রৌপদী বেশ্যা? এই—এই-ক্ষণেই আমি তোর পাপ-জিহ্বা খণ্ড খণ্ড ক'র্‌ব। কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না। (গমনোদ্যত)।

অর্জ্জুন। (ধারণপূর্ব্বক) দাদা, করেন কি, করেন কি? আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন। পাষণ্ডগণের পাশবিক অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত দেখুন, তারপর কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী হবেন।

আর্য্য ধর্ম্মরাজ যখন নীরবে আছেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে কার্য্য করা কি আপনার ন্যায় ভ্রাতৃপ্রাণ ভ্রাতার কর্ত্তব্য? দাসের কথা রাখুন, ধৈর্য্যকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করুন।

ভীম। এর চেয়ে এইক্ষণে আমার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হ'ল না কেন! এই পাপ কুরুসভায় ন্যায়পক্ষপাতী বীর কি কেউ নাই? সকলেই কি পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের পাপ অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে ঘৃণিত কুক্কুরেরও অধম হ'য়েছে?

কর্ণ। ভীম, সাবধানে কথা কও। প্রতিজ্ঞাপালন বীরধর্ম্ম। খেলায় হেরেছ, এখন অম্লানবদনে দাসত্ব স্বীকার কর। মহারাজ দুর্য্যোধন এখন তোমাদের অন্নদাতা, হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা!

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রবেশ।

দ্রৌপদী। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে দুঃশাসন! দুর্ব্বৃত্ত, পাণ্ডবগৌরবিনী দ্রৌপদীর যে কেশ রাজসূয়-যজ্ঞে মন্ত্রপূত জলে অভিষিক্ত হ'য়েছিল, সেই পবিত্র কেশ স্পর্শ ক'রে পঞ্চসিংহের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিস না। আমি অস্পৃশ্যা, রজস্বলা! এক বস্ত্র পরিধান ক'রে আছি। এ অবস্থায় আমায় রাজসভায় নিয়ে যাসনি!

দুঃশাসন। তা যাজ্ঞসেনি, তুমি রজকিনীই হও আর একবস্ত্রা উলঙ্গিনীই হও, দুঃশাসন আজ আর তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা ক'র্‌বে না। তোমার স্বামী তোমায় দ্যূত-ক্রীড়ায় হেরেছে, এখন তুমি দাদার অধিকারে, বুঝ্‌লে? এখন আর তোমার

তর্জ্জন গর্জ্জন ক'র্‌বার দিন নেই। চল্, এখন রাজসভার মধ্যে যাবি চল্! দাদার মন যোগাবি চল্।

দ্রৌপদী। হায়, ধর্ম্ম কি আজ অন্ধ! আমার মৃগেন্দ্রবিক্রম পঞ্চ স্বামী কি আজ নিদ্রিত! ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরাজ, দেখুন, দেখুন, আপনার ধর্ম্মপত্নীর দুর্দ্দশা! উঃ, সকলেই নীরব! অহো তাহ'লে এই অসহায়া রমণীর কে আর সহায় হবে!

দুঃশাসন। কেন যাজ্ঞসেনি, সে ভয় তোমার কেন, দাদা তোমার সহায় হবেন।

(দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে উরু প্রদর্শন)

ভীম। আর না, আর না অর্জ্জুন, ছেড়ে দে, আমায় ছেড়ে দে! মদমত্তকরীরূপে আজ পলকের মধ্যে পাপময় কুরুসভারূপ কদলীকানন ভঙ্গ করি।

অর্জ্জুন। অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন দাদা, সতী নিজ-মাহাত্ম্যে! এই ভীম পারাবার উত্তীর্ণ হবেন। ক্রোধ সম্বরণ করুন, প্রকৃতিস্থ হোন।

ভীম। ভাই রে, এ কুরুসভায় নয় দাদা ধর্ম্মরাজই প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ, কিন্তু পূজনীয় কৃপাচার্য্য, দ্রোণ, পিতামহাদি অন্যান্য অনেক সদাশয় ব্যক্তি ত উপস্থিত আছেন, কিন্তু কৈ—সকলই ত নীরব! সম্মুখে পাশব-ক্রীড়ার বিভৎস অভিনয় হ'চ্চে সকলে প্রাণ ভ'রে দর্শন ক'র্‌ছেন! তাই ত আরও অসহ্য হ'য়েছে ভাই!

দ্রৌপদী। উঃ, এতক্ষণে বুঝ্‌লাম, এ পাপসভায় ন্যায় প্রতিবাদ

ক'রবার কারও ক্ষমতা নাই। তবে পিতামহকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে চাই। পিতামহ, এই অভাগিনা পাঞ্চালী কি আপনাদের কুলবধূ নয়?

দুঃশাসন। বাবা, ঠিক থেক'।

ভীষ্ম। মা, আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা বা না করা একই কথা। কেন না একদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন ত পণ রাখ্‌তে পারে না, অন্য দিকে স্ত্রী একমাত্র স্বামীরই অধীন। এই উভয় পক্ষই তুল্য। বিশেষতঃ প্রাণাধিক পরমধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ের উন্নত ভাব জানি যে, তিনি ধরনী ও প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'তে পারেন, কিন্তু কখনই ধর্ম্মত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন না। সুতরাং তিনি যখন নিজমুখেই পরাজয় স্বীকার ক'র্‌ছেন ও তিনি উপস্থিত থেকেও তোমার বিষয়ে কোন প্রতিবাদ ক'র্‌ছেন না, তখন আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর কিরূপে দিতে সমর্থ হই মা!

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজের কোন দোষ নাই, কপটীগণের কপট খেলায় তিনি প্রতারিত হ'য়ে নীরব আছেন। থাকুন, কিন্তু এই সভাস্থ সকল ব্যক্তিরই ত গৃহে মাতা, ভগিনা, কুলবধূ আছেন, সকলেই ত স্ত্রীলোকের সম্মান জানেন, তখন তাঁরা এই নিরাশ্রয়া অবলা কুলকামিনার এরূপ অপমান কিরূপে দর্শন ক'র্‌ছেন, এইটীই আমার শেষ প্রশ্ন!

ভীম। ধর্ম্মরাজ! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা রক্ষিত বেশ্যাকেও পণ রেখে খেলা করে না, কিন্তু তুমি তা অনায়াসেই ক'রেছ। আর তুমি

আমাদের অধীশ্বর ব'লে আমি তাও সহ্য ক'রেছি। কিন্তু কেন ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদীকে পণ রাখার স্বাধীন ক্ষমতা তোমার একার নাই তাই বল্‌ছি, এখনও ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ কর, নচেৎ তোমার ঐপাপবাহুদ্বয় আমি এই মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ ক'র্‌ব। অগ্নি—অগ্নি—সহদেব, শীঘ্র অগ্নি আনয়ন কর্।

অর্জ্জুন। দাদা, ক্রোধে আবার বিহ্বল হ'লেন? কারে কি ব'ল্‌ছেন? ধর্ম্মরক্ষা করুন, ধর্ম্মরাজকে ধর্ম্মরক্ষা ক'র্‌তে দিন, ধর্ম্মই আমাদের রক্ষা ক'রবেন।

বিকর্ণ। আমি বালক হ'লেও এখন আর নির্ব্বাক হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। হে সভাসদগন! আপনারা কোন্ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হ'য়ে ঠাকুরাণী দ্রৌপদীর এই কাতরোক্তি শুনেও ন্যায় প্রতিবাদ ক'র্‌ছেন না? এস্থলে ধর্ম্মসঙ্গত কথা না ব'ল্লে নিশ্চয়ই সতীশাপে আমাদের ধ্বংস হ'তে হবে। কুরুবীর পিতামহ ভীষ্ম, পিতা ধৃতরাষ্ট্র, নায়পরায়ণ কৃপাচার্য্য ও দ্রোণ, মহামতি বিদুর, সকলেই যদি নীরবে পাপীকে প্রশ্রয় দেন, এ দুর্ম্মতি দুরাত্মা দাদা দুর্য্যোধনের মতানুবর্ত্তী হন। এবং আপনাদের শত চক্ষের সম্মুখে যদি সতীর প্রতি এইরূপ পৈশাচিক ভাবে মহাপীড়ন হয়, তাহ'লে বুঝ্‌লাম, আপনারা সত্য সত্যই কুরু-অন্নে—কর্ত্তব্য হারা, জ্ঞানহারা, বুদ্ধিহারা হ'য়ে আজ ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিচ্ছেন! করুন, এখনও প্রতিবাদ করুন, নতুবা আমিই প্রতিবাদ করি, মহাপুরুষেরা চারি প্রকার ব্যসনের কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন, তন্মধ্যে সকল ব্যসনাসক্ত পুরুষেরাই

ধর্ম্মভ্রষ্ট। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির কার্য্য নিতান্ত অসার। ধর্ম্মরাজ সত্যবাদী হ'লেও যখন ব্যসনাসক্ত হ'য়ে মা দ্রৌপদীকে পণ রেখেছেন, তখন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী দ্রৌপদী কথনই জয়লব্ধ ধন নন্। বিশেষতঃ দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবেরই সহধর্ম্মিণী, সুতরাং দ্রৌপদী একমাত্র যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব ও স্বামীত্বের অন্তর্গত নন্।

ভীম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য ও বিদুর। ধন্য —বিকর্ণ, ধন্য বিকর্ণ!

কর্ণ। বিকর্ণ! তুমি নিতান্ত বালক, তাই তুমি এই রাজসভায় এত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণসমক্ষে তোমার জ্যেষ্ঠের কার্য্যের তুমি প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হ'য়েছ! এ তোমার বালক-চাঞ্চল্য। জান, দ্রৌপদী আর পাণ্ডবসহ পাণ্ডবের সমূহ ধনরত্নই এখন ধর্ম্মতঃ মাতুল শকুনির জয়লব্ধ। পাণ্ডবেরা যদি প্রকৃত ধার্ম্মিক হয়, তাহ'লে এই মুহূর্ত্তে ওদের মূল্যবান বেশভূষাদি উন্মোচন ক'রে মাতুলকে অর্পণ করুক।

বিকর্ণ। না, না, তবে আর আমি এখানে থাক্‌ব না! কুরুকুল ধ্বংস হ'য়ে যাক্, কুরুকুল ধ্বংস হ'য়ে যাক্।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। হাঁ সখা, এই ত বিচারসঙ্গত কথা! দাও, দাও, তোমাদের মূল্যবান বসন, ভূষণ, উত্তরীয় বস্ত্রাদি সব খুলে দিয়ে ধর্ম্ম রক্ষা কর।

ভীম। অকাতরে—অম্লান বদনে আমাদের বেশভূষা খুলে দিচ্ছি। আর্য্য ধর্ম্মরাজ, প্রস্তুত হন, প্রাণাধিক অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, শীঘ্র পাপাত্মাদের বাসনা পূর্ণ কর। পাপাত্মাদের

পাপদেহসংস্পৃষ্ট বায়ুতে আমাদের বেশভূষাও কলুষিত হ'য়েছে, শীঘ্র খুলে দাও, শীঘ্র খুলে দাও।

(সকলের বেশভূষা ত্যাগ)

দ্রৌপদী। হা করুণাময় কৃষ্ণ! তোমার চির পদাশ্রিত পাণ্ডবদের এরূপ নিদারুণ বেশও আজ স্বচক্ষে দেখ্‌তে হ'ল! হা ধর্ম্ম-রাজ! শঠের ছলনায় প্রতারিত হ'য়ে আজ ভ্রাতৃগণসঙ্গে পথের কাঙাল হ'লেন

গীত

হা হা হা—কি হ'ল, শঠের কুহক ছলে।
হা হা কৃষ্ণ করুণাময়! এই কি অদৃষ্টে লিখেছিলে।
(প্রাণ কি কাঁদে না হে কেশব, পাণ্ডবের দশা হেরি,)
পাণ্ডব আশ্রিত হরি তোমারি চরণে,
তুমি না দেখিলে নাথ, আর কে দেখিবে এ ভুবনে,
(একবার দেখ এসে, তাদের কি দশা আজ হয়েছে হে,
যাদের রাজ-মুকুট দিয়ে রাজা করেছিলে ।।
সে পাণ্ডব তোমারি, হ'য়েছে ভিখারী,
ভাসে তাদের বক্ষ নয়ন-জলে ।।
আরও হের হে শ্রীপতি কমল-নয়নে,
তোমার দাসী কৃষ্ণার কি দুর্গতি করে দুষ্টগণে,
(কেশে ধরে এনেছে হে, তোমার আশ্রিতা দাসীরে,
পঞ্চসিংহের ঘরণীরে)
শুনি তুমি দর্পহারী, মুকুন্দমুরারি,
দেখি তোমার নামে আজ কি ফল ফলে ।।

দুঃশাসন। তা ত হ'লেন, এখন তুমি কাপড়খানা খুলে দিয়ে রণ-উলঙ্গিনী—দিক্‌বসনা হও দেখি। ক্রীতাদাসি! কর্. শীঘ্র বসন উন্মোচন কর্।

বিদুর। ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ. দুরাত্মা দুঃশাসন! এই রাজসভায়. হৃদয়হীন—মনুষ্যত্বহীন দুর্য্যোধনের অন্নদাসগণ নীরবে থাক্‌তে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম কখন এরূপ সতী-পীড়ন সহ্য ক'র্‌বেন না। পাণ্ডবগণের ধনরত্ন যথাসর্ব্বস্ব ছলনায় অপহরণ কর্, কিন্তু বারম্বার এরূপ ঘৃণিতভাবে কুলের কুলবধূকে অপমানিত ক'রিস্ না! ধ্বংসের পথ পরিষ্কার ক'রিস্ না।

দুঃশাসন। সহ্য না হয় বাবা, সরে পড়। বারবার "ধ্বংস ধ্বংস" ক'রে আর ফোঁস ফোঁস ক'রো না। বলি, সতী-ঠাক্‌রুণ, কাপড় খানা খুলে দাও না। না সহজে হবে না? বল ক'রেই খুল্‌তে হ'ল দেখ্‌ছি। (আকর্ষণ) দেখি কে তোকে আজ রক্ষা করে? হাঃ হাঃ, মাগী যে উপরদিকে হাত করে রে!

দ্রৌপদী। কৃপাসিন্ধু! অনাথবন্ধু! বিপদভঞ্জন! কোথায় তুমি? এবিশাল কুরুসভায় অবলা নিঃসহায় রমণীর কেউ সহায় হ'ল না! দীনের সখা দীননাথ! এখন এই রাজসভায় এসে এ বিপদে দাসীর লজ্জা নিবারণ কর হরি! দর্পহারি! বিষাক্ত সর্প, মদমত্ত হস্তী, প্রজ্বলিত অনলের মুখ হ'তে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা ক'রেছ, পতিতা অহল্যাকে উদ্ধার ক'রেছ, বলিরাজকে ভুলিয়ে পাতালে আবদ্ধ ক'রে ইন্দ্রের ভয় নিবারণ ক'রেছ, সাগরবন্ধনে দশাস্য রাবণকে সংহার ক'রে জগতের

অত্যাচার নিবারণ ক'রেছ, আর প্রভু, এই দুরাত্মা কপটিদের হাত হ'তে পদাশ্রিতা দাসীর কি লজ্জা নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না? নারায়ণ, রাধানাথ, দ্বারকানাথ! গোপিনাথ! এই বিপদ-সাগরে আমায় উদ্ধার কর।

বিদুর। নারায়ণ! তোমার সুদর্শন চক্র কি আজ নিদ্রিত? ধর্ম্ম! তোমার অনন্ত চক্ষু কি আজ অন্ধ? অবলা কুলবালাকে রক্ষা কর, নামের মহিমা প্রচার কর।

দুঃশাসন। কেমন হ'য়েছে ত? তোর কান্না কাট্‌না শেষ হ'য়েছে? দে, এখন কাপড় দে। (আকর্ষণ)

অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, এই যে এসেছি সখি! দ্বারকানাথ যে সতীর পদদাস! ধর্ম্ম! তুমি বস্ত্ররূপে সতীকে রক্ষা কর। দেখি কে সতী-অঙ্গের বস্ত্র অপসারিত ক'র্‌তে পারে?

দ্রৌপদী। নারায়ণ, এসেছ? লজ্জানিবারি, দাসীর লজ্জা নিবারণ কর।

দুঃশাসন। ও দাদা, এ যে যত টানি, ততই আসে। মাগীর কোমরে কি—কাপড়ের গাঁট আছে নাকি? নানা, রং বেরংয়ের কাপড় দেখ!

বিদুর। নারায়ণ, যোগনিদ্রা হ'তে কি জেগেছ? সতীর সম্মান রাখ্‌তে প্রচ্ছন্নভাবে কি এ পাপ কুরুসভায় অবতীর্ণ হ'য়েছ? ধন্য মায়াময়! ধন্য দয়াময়! ধন্য ছলনাময়!

ভীম। না অর্জ্জুন, আর দেখ্‌তে পার্‌ব না! শত শত সুতীক্ষ্ণ লৌহ শলাকায় আমার পাপচক্ষু বিদ্ধ ক'রে দে, নয় তোর ভীষণ গাণ্ডীবে আমায় সংহার কর্, না—না—না, না, মর্‌ব কেন? অর্জ্জুন—অর্জ্জুন, আমার বড় ভুল হ'য়েছে, ম'র্‌ব কেন? কাপুরুষের মত ম'র্‌ব কেন? প্রতিজ্ঞা পালন—প্রতিজ্ঞা—পালন, তারপর প্রতিহিংসা সাধন—প্রতিহিংসা সাধন! ধর্ম্মরাজ আমাদের দাদা, তাই ত, তাই ত—ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে হবে। নতুবা কি এতক্ষণ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পাপবংশ ধ্বংস না ক'রে ক্ষান্ত থাক্‌তেম? না—যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীকে আমার দুঃরাত্মা দুর্য্যোধনের পরামর্শে দুঃশাসন কেশাকর্ষণ ক'রে—এই প্রকাশ্য রাজসভায় নিয়ে আস্‌তে পার্‌ত? না, এখনও দুরাত্মা দুর্য্যোধন দুঃশাসন জীবিত থাক্‌ত?

দুঃশাসন। ও দাদা, কি দেখি গো! (কম্পন)

ভীম। না—না—থাক্ থাক্! ধর্ম্ম, তুমি অনন্ত কর্ণে শুনে রাখ, কুরুদাস সভাসদগণ, সকলে শুনে রাখ, যদি সত্য সত্যই সতী-গর্ভে আমার জন্ম হয়, আর যদি—আর্য্য ধর্ম্মরাজের পদে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তাহ'লে—তাহ'লে যথাকালে এই ভারতকুলাধম দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ক'রে তার পাপ হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত রণস্থলে পান ক'রে এই তৃষ্ণা নিবারণ ক'র্‌ব, আর—আর—সেই রক্তে যাজ্ঞসেনি যাজ্ঞসেনি—তোমার এই আলুলায়িত উন্মুক্ত বেণী স্বহস্তে বন্ধন ক'রে দেব, আর কোন বিশেষ কারণে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ

ক'র্ব। এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা রৈল। রক্ষা ক'র্তে না পারি, তুষানলে প্রাণত্যাগ ক'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্ব।

অর্জ্জুন। আমারও ঐ প্রতিজ্ঞা আর্য্য! দুরাত্মা কর্ণকে আমি সংহার ক'র্ব।

সহদেব। আর আমারও ঐ প্রতিজ্ঞা আর্য্য! পিশাচ শকুনির আমি শিরচ্ছেদ ক'র্ব।

বিদুর। অন্ধরাজ, আর রক্ষা নাই, ঐ দেখুন চারিদিকে সমুদয় অলক্ষণ দৃষ্ট হ'চ্চে!

ধৃতরাষ্ট্র। আরে থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও। পণ রেখে খেলা হ'চ্চে, তাতে আর মারামারি—কাটাকাটির কথা কেন বাপু! বলি ও বিদুর! থামিয়ে দাও, সব ফিরিয়ে দাও, সব ফিরিয়ে দাও। মা সতি লক্ষ্মি! আমার কুলাঙ্গার পুত্রদের ক্ষমা কর মা! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী। বর দিবেন, দিন, আমার স্বামীদের দাসত্ব হ'তে মুক্ত ক'রে দিন।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু। তাই দিলাম মা, যাও, যাও, মা লক্ষ্মি, স্বামীদের ল'য়ে পরমসুখে দিনপাত কর গে যাও। বাবা যুধিষ্ঠির, তোমায় আর অধিক কি ব'ল্ব, তুমি বাবা এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে দেখ!

ভীম। (ক্রোধসহকারে) আসুন আর্য্য, এ প্রাণান্তকারিণী জ্বালা কিছুতেই উপশমের নয়। এস যাজ্ঞসেনি!

[পঞ্চপাণ্ডবের সহ দ্রৌপদীর প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর, আমার ভীম একটু ক্রোধী নয়? যেরূপ গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, তাতে ত আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'য়েছিল।

শকুনি। তা ত হ'য়েছিল, কিন্তু—অন্ধরাজ এ কাজটা বড় ভাল ক'র্‌লেন না। জানেন ত আঘাতপ্রাপ্ত ভুজঙ্গ—একদিন না একদিন আঘাতকারীর ঘোর শত্রুতা সাধন করে।

দুঃশাসন। তা কি তারা না ক'র্‌বে মামা! ভীম যেরূপ আমার প্রতি কটাক্ষ ক'রেছিল, তাতে ত আমি তৎক্ষণাৎ মনে ক'র্‌লাম, আজি বুঝি আমার শেষ দিন! বাবা, খুড়োর কথায় একেবারে জল হ'য়ে গেলেন।

দুর্য্যোধন। আমরা যাতে ধ্বংস হই, তাই খুল্লতাতের ইচ্ছা, একি আর আমি না বুঝি দুঃশাসন! কিন্তু পিতা এ কথা বিন্দুও বুঝেন না। এত ক'রে শত্রুকে হস্তগত ক'র্‌লাম, সব ভস্মসাৎ হ'য়ে গেল! সব পণ্ড হ'ল, সব পণ্ড হ'ল!

শকুনি। আরে বাপু, এই বারই ত সর্ব্বনাশ ক'র্‌তাম, আবার তোমরা সব মত কর না, অন্ধরাজেরও মত করাও না, এখনও কোন্ না পারি?

দুর্য্যোধন। পিতা, পিতা, মাতুলের কথা শুন্‌ছেন? আবার দুরাত্মাগণকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করুন, শীঘ্র করুন, নতুবা পাণ্ডব-ক্রোধানলে কুরুকুলের বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাক্‌বে না। এখনও মাতুলের পরামর্শ মতে কাজ করুন। আর যদি না করেন, তাহ'লে আমি আজই বিষপানে প্রাণ-ত্যাগ ক'রে সকল জ্বালার অবসান ক'র্‌ব।

ধৃতরাষ্ট্র। তাই ত হে বিদুর, আবার পাণ্ডবদের ফিরাও না? দুর্য্যোধন কি বলে শোন না, কাকেও পাঠাও না হে?

দুঃশাসন। প্রতিকামি, শীঘ্র যাও, পাণ্ডবগণকে পিতার নাম ক'রে পুনঃ দ্যুতক্রীড়ায় আহ্বান ক'রে নিয়ে এস।

[প্রতিকামীর প্রস্থান।

বিদুর। আর্য্য! এখনও মোহ দূর ক'র্‌তে পার্‌লেন না? আবার আবার—সেই দ্যুতক্রীড়া? আবার পাণ্ডবগণকে আন্‌তে পাঠালেন? ও এতক্ষণে বুঝ্‌লাম, আসন্নকালে জীবের এইরূপই বিপরীত বুদ্ধি হ'য়ে থাকে।

গীত

আগুন জ্ব'লে উঠে নিভে যায়।
আর নাহি ভাবি অমা, হ'য়েছে আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়।
ঘোর মন্থনে যথে বিষ উঠে রত্নাকরে,
যবে টলিল মেদিনী কাঁপে সুরাসুরে,
হুঙ্কারে ত্রাহি ত্রাহি স্বরে আকুলি বিকুলি যায়,
আপন করমে আপনি মজিল রাবণ লঙ্কায়।

ভীষ্ম। অন্ধরাজ! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? জ্বলমান ঘৃতে আহুতি প্রদান ক'র্‌লে? মহাসমুদ্রের মধ্যে তরণী ল'য়ে—আজ স্বহস্তে কর্ণ ত্যাগ ক'র্‌লে? এবার তরণী নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী!

দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য। অন্ধরাজ! এখনও সাবধান হোন! ক্ষুধিত ব্যাঘ্রকে আর নিমন্ত্রণ ক'রে গৃহে আনয়ন ক'র্‌বেন না?

দুর্য্যোধন। আপনারা কি সকলেই পাণ্ডবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—আমার ছদ্মবেশী শত্রু? আমি কি অরাতিবেষ্টিত পরগৃহে অবস্থান ক'র্‌ছি? আপনাদের হ'তে কি আমি একদিনের জন্য সুখশান্তি উপভোগ ক'র্‌তে পার্‌ব না? রাজাই রাজকীয় ব্যাপারে সংলিপ্ত থাক্‌বেন, তৃতীয় ব্যক্তির আন্দোলন—সম্পূর্ণ সর্ব্বনীতির বহির্ভূত।

পুনঃ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

ভীম। আবার ত আর্য্য অন্ধরাজের আজ্ঞায় ফিরে এলেন! এখনও কি আহুতি দেওয়া শেষ হয়নি? দাও, দাও, কত আহুতির দ্রব্য আছে, নিয়ে এস?

যুধিষ্ঠির। ভীম, নীরব হও। জ্যেষ্ঠতাত, কি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন?

ধৃতরাষ্ট্র। আজ্ঞা কি আর বাপ, সকলেই মনস্থ ক'র্‌ছে—আর একবার খেলা হবে, তবে এবারে ধন অর্থ বা স্ত্রীলোক নিয়ে নয়, যাতে অনর্থ ঘটে—এমন নিয়ে নয়। কি হে শকুনি ভায়া, বল না?

শকুনি। এবার পণ বারবৎসর বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাত বাস। অজ্ঞাতবাসে প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লেই, আবার বারবৎসর বনবাস, এক বৎসর অজ্ঞাতবাস! আবার ঐ—

দুঃশাসন। (স্বগত) উঃ, মামার কি বুদ্ধি বাবা!

যুধিষ্ঠির। আচ্ছা, তাই পণ ক'র্‌লাম। নিয়ন্তা যা ক'রেছেন,

তাই হবে। তা ব'লে দ্যুতে যখন আহূত হ'য়েছি, তখন কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হবো না। মাতুল, পাশক ধারণ করুন।

শকুনি। এই ত—এই ত বাপের বেটার কাজ হে বাপু! (ক্রীড়ারম্ভ) এই নাও হে বাপু, তোমার পাকাগুটি কাট্‌লাম।

যুধিষ্ঠির। ভাল, দেখাই যাক্।

শকুনি। এই ছয় পাঁচ এগার, বাস্। বার বৎসর বনবাস, একবৎসর অজ্ঞাতবাস করগে।

যুধিষ্ঠির। তাই হবে, তাই হবে, পাণ্ডবের তাতে কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তবে মাতুল, এ আপনার গান্ধারবিদ্যা—সম্পূর্ণ কপটতা!

দুঃশাসন। সে আপ্‌শোষ বনে ব'সে কর গে! কি গো যাজ্ঞসেনি, তুমি এখন কি ক'র্‌বে? বনে বনে ঘুর্‌বে কোথা? দাদার কাছে থেকে যাও না, দাদা, একবার নাচ না!

কর্ণ। বাস্তবিকই আজ আমাদের নৃত্যের দিন। নৃত্যকালী কি যোগ দিবেন নাকি! (হাস্য)

দ্রৌপদী। চণ্ডাল, সাবধানে কথা কোস্! ত্রয়োদশ বৎসর পরে এর ফলাফল বুঝ্‌তে পার্‌বি।

ভীম। আবার সেই প্রতিজ্ঞা—দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ আর দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্তপান—আর সেইরক্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন!

অর্জ্জুন। আর কর্ণ সংহার!

সহদেব। অক্ষশঠ শকুনির মস্তকচ্ছেদন!

যুধিষ্ঠির। ভাই রে, ভগবানের যা ইচ্ছা আছে, তাই হবে। এখন চল—বনযাত্রার আয়োজন করিগে।

দুঃশাসন। আয়োজন কি—অম্নি এই পথে! ব'ল্‌তে লজ্জা হয় না?

যুধিষ্ঠির। ভাই দুঃশাসন, তাই যাচ্চি! কিন্তু দুর্ব্বাক্য বলিস্ কেন ভাই! উঃ শঠতায়—রাজ্য গেল, যাকে প্রাণের মত স্নেহ ক'র্‌তাম, তারা আমার শত্রু হ'ল! মা ধরণি, আর যে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না মা! (মুখ আবৃত করণ)।

ভীম। (বাহু অবলোকন করিতে করিতে) বাহু—যে জন্য, অযুতহস্তী-বল ধারণ ক'রেছিলে, সেইজন্য কিছুদিন সংযত থাক, ত্রয়োদশবর্ষ পরে তোমার আবার সেই বল পরীক্ষিত হবে।

অর্জ্জুন। (বালুকা ছড়াইতে ছড়াইতে) গাণ্ডীব, অধৈর্য্য হও কেন? ত্রয়োদশ বর্ষ পরে আমি তোমাকে অবলম্বন ক'রেই এই বালুকা-বর্ষণের ন্যায় অরাতি-ক্ষেত্রে শরবর্ষণ ক'র্‌ব।

সহদেব। প্রচ্ছন্নভাবে চলুন আর্য্য, ত্রয়োদশবর্ষ পর্য্যন্ত আমাদের যেন কেউ চিন্‌তে না পারে। আবার চতুর্দ্দশবর্ষে দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় পঞ্চভ্রাতায় প্রকাশিত হব'।

নকুল। আমার শ্রীমনোমোহিনী মূর্ত্তি—ত্রয়োদশবর্ষ এই ছাই-ভস্মে—প্রচ্ছন্ন রাখ্‌ব। অঙ্গ, ভস্মাচ্ছাদিত থাক—চতুর্দ্দশবর্ষে তামায় আমার বীর্য্য দেখাব।

দ্রৌপদী। রে হাস্তিনা, অভাগিনী দ্রৌপদী ত্রয়োদশ বৎসরের

জন্য চলুন। যারা আমার এই দুর্দ্দশা ক'র্‌লে, চতুর্দ্দশবর্ষে এসে যেন তাদের রক্তস্বনা পত্নীগণকে পতিপুত্রহীনা ক'র্‌তে পারি।

[দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্থান।

বিদুর। অন্ধরাজ! দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের পুনঃ প্রতিজ্ঞা শুন্‌লেন ?

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! আমি বড় আশ্চর্য্য হ'চ্চি, তুমি কেবলই আমার সমক্ষে পঞ্চপাণ্ডবের ভয় প্রদর্শন কর। সর্ব্বদাই তুমি পাণ্ডবের পক্ষে কথা কও। যাই হ'ক, তুমি আমার নিকট থাক বা নাই থাক, তাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু বুঝ্‌লাম কুলটা স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা ক'র্‌লেও তবু সে স্বামীকে ত্যাগ ক'রে থাকে। সঞ্জয়, সঞ্জয়, আমায় অন্তঃপুরে নিয়ে চল।

[ক্রোধে সঞ্জয় সহ প্রস্থান।

বিদুর। ভাল, তাই হবে। ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণও যে পথে, আমিও সেই পথে যাব, ভিক্ষুকের ত রাজ্যৈশ্বর্য্যের চিন্তা নাই! কিন্তু অন্ধরাজ, আর তোমার পুত্রগণের রক্ষা নাই! ত্রয়োদশবর্ষ গত হ'লে তোমায় চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাতে হবে।

[প্রস্থান।

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য। ধ্বংসের সকল চিহ্নই প্রকাশিত হ'য়েছে! গেল, গেল, কুরুকুল ধ্বংস হ'ল!

[প্রস্থান।

শকুনি। চল বাপেরা, এখন একটু আমোদপ্রমোদ করা যাক্ চল।

দুঃশাসন। মামা, স্বর্গে থেকে উর্ব্বশীকে আনা যাবে। চল—চল, কেমন দাদা, গায়ের কস্‌কসানিটা মিট্‌ল ?

দুর্য্যোধন। চল ভাই, প্রাণভ'রে একটু নিদ্রা দিগে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
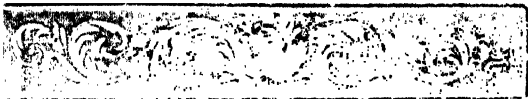
দ্রোণের গৃহ।

দ্রোণ। দিন পূর্ণ হ'য়ে আসছে, আর কেন দ্রোণ! দ্রোণ! প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও। এস বৎস অশ্বত্থামা, কেমন দেখলে ত, কৃষ্ণপদাশ্রিত পঞ্চপাণ্ডবগণ কিরূপ ভাবে দ্বাদশ বৎসর বনবাস আর একবৎসর অজ্ঞাতবাসরূপ মহাপদ-পারাবার হ'তে উত্তীর্ণ হ'ল? এখন বুঝ্‌চ বৎস! ধর্ম্মের ধীর গতি কত সূক্ষ্ম!

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্বত্থামা। আশ্চর্য্য তাত! কুরুপতি দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সংহারের জন্য কত না কৌশল-জাল অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু কিছু-তেই ধর্ম্মবলে বলীয়ান পাণ্ডুপুত্রগণের ধ্বংস আর হ'ল না!

দ্রোণ। তাকি কখন হ'তে পারে অশ্বত্থামা! প্রথম বিষপানের কথা ছেড়ে দাও। এই ত্রয়োদশবর্ষেই কুচক্রী দুর্য্যোধনের কূট-

চক্র-ফলের প্রতিদানস্বরূপ আমার প্রিয় অর্জ্জুন কিরাতরূপী মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে পাশুপত অস্ত্র লাভ ক'র্‌লে! দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে মানব হ'য়েও সশরীরে স্বর্গবাসেরও অধিকারী হ'ল! নিবাত-কবচকে সংহার ক'রে—দেব-সমাজেও সম্পূজিত হ'য়েছে!

অশ্বত্থামা। আরও দেখুন, সেই দুর্য্যোধন বনবাসী দরিদ্র পাণ্ডব-গণকে ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব দেখাবার জন্য ঘোষযাত্রার আয়োজন ক'রে কি পর্য্যন্ত না অপমানিত হ'ল!

দ্রোণ। কিন্তু তাতে আমার প্রিয় যুধিষ্ঠির কি অসীম উদারতাই দেখালে! চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব হ'তে দুর্য্যোধনকে উদ্ধার না ক'র্‌লে দুর্য্যোধনের আর পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না।

অশ্বত্থামা। তারপর আবার দেখুন, স্বভাবক্রোধী মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে সশিষ্য কাম্যবনে পাঠিয়ে কি লঘু চিত্তেরই পরিচয় না দান ক'রেছিল?

দ্রোণ। কিন্তু ধর্ম্মরক্ষিত পাণ্ডব সেই দুর্ব্বাসারই তৃপ্তি সাধন ক'রে—কি না অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন ক'র্‌লে?

অশ্বত্থামা। তারপর আরও দেখুন, পাপমতি জয়দ্রথ—সাধ্বীসতী দ্রৌপদীকে হরণ ক'র্‌তে গিয়ে কি না লাঞ্ছিত হ'য়ে এল?

দ্রোণ। পাণ্ডবকাহিনী অলৌকিক ঘটনায় সম্বদ্ধ বৎস! বকরূপী ধর্ম্মের নিকট প্রাণাধিক যুধিষ্ঠির যে দুস্তর পারাবারে পার হ'য়েছে, তা শুন্‌লে ত্রিজগতের জীবকে স্তম্ভিত হ'য়ে থাক্‌তে হয়।

অশ্বত্থামা। আর বিরাটের উত্তর গোগৃহে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন যেরূপ ভাবে সমুদয় কুরুসেনাপতি ও কুরুসৈন্যগণকে নির্য্যাতিত ক'র্‌লেন, তখন তাকে দেবতা ভেবে পূজা না ক'র্‌লে হৃদয়ের প্রকৃত তৃপ্তি সাধন হয় না তাত! আমি ত তদবধি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের দেব-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই, তাকে আর মানব ব'লে আমার কিছুমাত্র ধারণা হয় না।

গীত।

মানব বলিয়ে সম্ভব না হয়,
তাহে বিভুর বিভূতি সমুদয়।
মানবের গুণ মানবেই ধরে,
দেবতার গুণ ধ'রবে কি ক'রে,
যার যাহা গুণ তাহেই বিহরে,
একের গুণ অপরে কি রয়?
দেখেছি বিচারি বিচার-বুদ্ধিতে,
শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে প্রভেদ করিতে,
নহে ভেদাভেদ বুঝিনু শেষেতে,
দুই যেন এক হ'য়েছে উভয়।

দ্রোণ। প্রাণাধিক! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন বাস্তবিকই মানব নয়, সাক্ষাৎ নরনারায়ণের অংশ, ভক্তাবতার। যাক্, অশ্বত্থামা, তুমি এসেছ ভালই হ'য়েছে, তা না হ'লে আমাকে এইক্ষণে তোমাকে আহ্বান ক'র্‌তে হ'ত। বৎস, এবার

অবশ্যম্ভাবী ভারত-সমর অগ্রবর্ত্তী, আমারও মহাযাত্রার দিন উপস্থিত।

অশ্বত্থামা। পিতঃ ! কি ব'ল্‌ছেন ?

দ্রোণ। প্রাণাধিক অশ্বত্থামা, আজ বল্‌বার প্রকৃত দিন পেয়েছি, তাই ব'ল্‌ছি। পাপমতি দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান ক'রবে না ব'লে ভারত-সমররূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য তার পক্ষস্থ রাজগণের নিকট আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ ক'রেছে। আর বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তার রথের সারথী ক'র্‌বার জন্য দ্বারকায় দূত প্রেরণ ক'রেছিল, তাতে চক্রী গোবিন্দ ব'লে পাঠিয়েছেন যে, পাণ্ডব এবং কুরু আমার উভয়েই সমান, এ পক্ষে আমার পক্ষপাতীত্ব কখন সম্ভবে না। সুতরাং এ যুদ্ধে আমি এবং যদুকুল প্রকৃত নিরপেক্ষ ভাবেই অবস্থান ক'র্‌বো। তবে যে, আমায় অগ্রে সারথী-কার্য্যে এসে বরণ ক'রবে, তারই সারথ্যে আমায় ব্রতী হ'তে হবে। তাই দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সংবাদে আনন্দিত হ'য়ে সত্বর নারায়ণকে সারথ্য-কার্য্যে বরণ ক'র্‌বার জন্য দ্বারকাধামে যাত্রা ক'রেছে। তাই ব'ল্‌ছি, অশ্বত্থামা, আজ আমার ব'ল্‌বার দিন উপস্থিত হ'য়েছে, তাই আমি ব'ল্‌ছি, জান কি বৎস, কি জন্য আমি ব্রাহ্মণ-বৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে রজোভাব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ ক'রেছিলাম ?

অশ্বত্থামা। আপনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে ব'লেছিলেন, দাম্ভিক মিথ্যা-বাদী অধার্ম্মিক পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দর্প চূর্ণ ক'র্‌বার জন্য।

দ্রোণ। আর ব্রাহ্মণ-মহিমা বর্দ্ধনের জন্য। আদর্শ ব্রাহ্মণ সমুদায় কার্য্যের নেতা, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সমাজশাসন হয় না, ধর্ম্মের গতি অপ্রতিহত থাকে না, ভগবানের সদুদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না, সেই জন্যই কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধ্য হ'য়ে যে হস্তে ভগবানের সেবার কার্য্য সমাহিত ক'র্‌তাম, সেই হস্তে ধনুঃশর ধারণ ক'রেছিলাম এবং ব্রাহ্মণ যে শক্তি ধারণ ক'রতে সক্ষম, সেই ভীষণ চিত্র সমাজকে প্রদর্শন ক'রে ব্রাহ্মণ-গৌরব বর্দ্ধন ক'রেছিলাম। আবার এখন সেই ব্রাহ্মণ-গৌরব বর্দ্ধনের দিন উপস্থিত হ'য়েছে। জান কি বৎস! ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত অহঙ্কারী দ্রুপদরাজ মৎকর্ত্তৃক হৃতদর্প হ'য়ে আমাকে সংহার ক'র্‌বার জন্য ব্রাহ্মণমন্ত্রঃপূত যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৃষ্টি ক'রেছিল! এখনও সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদ-পুত্ররূপে পাঞ্চালে বিরাজ ক'র্‌ছে! সুতরাং যে ব্রাহ্মণমুখনিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণে ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক আমি সংহত না হ'লে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রঃপূত যজ্ঞফল নিষ্ফল হয়, ব্রাহ্মণ-গৌরবের অঙ্গহানি হয়, সেই জন্যই প্রাণাধিক অশ্বত্থামা, সেই জন্যই এবার আমায় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সংহৃত হ'তে হবে। এত দিন সে দিন উপস্থিত হয় নাই, এত দিনের পর বাসুদেবের ইচ্ছায় দুর্নিবার ভারত-সমরের উদ্যোগ হ'চ্ছে। অহঙ্কারী দাম্ভিক ক্ষত্রিয়রাজগণের ধ্বংসের বিরাট আয়োজন হ'চ্ছে! এই অবসরে দ্রোণও ভগবানের উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'রে ব্রাহ্মণের কার্য্য দেখিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'য়েছে। বড় আনন্দ অশ্বত্থামা! হৃদয়ে তাই আজ

বড় আনন্দ! প্রাণাধিক পুত্র, তুমিও আমার এ আনন্দে আজ যোগ দান কর। তার পর আমার অবর্ত্তমানে অমর পুত্র তুমি, অনন্তকাল ব্রাহ্মণ-কার্য্যে জীবনাতিপাত ক'র্‌বে।

অশ্বত্থামা। পিতা, পিতা, কি শুন! হতভাগ্য নরাধমকে কি এই ভীষণ কাহিনী শুনাবার জন্যই এত আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌ছিলেন?

দ্রোণ। অশ্বত্থামা, অধীর হোয়ো না, তুমি ব্রাহ্মণ-পুত্র—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণহৃদয়ে কখন অধীরতার আসন দেওয়া উচিত নয়। যাও বৎস। কুরু-অন্নে উপস্থিত আমাদের জীবন, সেই কুরুকুলের মঙ্গলবিধানার্থে সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকগে। কর্ত্তব্য-পাশে আবদ্ধ ব্রাহ্মণ! তোমার সম্মুখে এখন অনন্ত কর্ত্তব্যরাশি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় পতিত। যাও তাকে শীঘ্র শৃঙ্খলা-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে ব্রাহ্মণ-মহত্ত্ব প্রকাশ করগে যাও। যাও অশ্বত্থামা, আমাকে ক্ষণেক চিন্তা ক'র্‌বার অবসর দাও।

অশ্বত্থামা। অহো, পিতা কি কঠোর সংবাদ! রক্ত-মাংস-অস্থি মজ্জাময় শরীরে—এই শোচনীয় যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য ক'র্‌ব পিতা!

[প্রস্থান।

দ্রোণ। আজ বড় আনন্দ! শান্তি! এ কর্ম্মময় জীবনে বহুজ্বালাময় কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যস্ত থেকে—তোমার সান্নিধ্য লাভ ক'র্‌তে পারিনি, এত দিনের পর সেই সুযোগ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'য়েছে।

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। আচার্য্য! (প্রণামপূর্ব্বক) আশীর্ব্বাদ করুন। প্রস্তুত হ'য়েছেন ত?

দ্রোণ। কে দূরদর্শী-শান্তনু-নন্দন! কিসের প্রস্তুত?

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ! আমি অনুগত দাস! আজ ভ্রান্তি-মোচনের জন্য শ্রীপদে শরণাগত হ'য়েছি, সুতরাং এ অবস্থায় যদি প্রভুর ছলনার আবশ্যক হয়, তা'হ'লে বুঝ্‌লাম—দুর্ভাগ্যের এখনও সেদিন উপস্থিত হয় নাই।

দ্রোণ। জিতেন্দ্রিয় সত্যপ্রতিজ্ঞ গোবিন্দানুরক্ত সহযোগী মহাযোগি! অহো, আমারই ভ্রম হ'য়েছে। তোমাতে আমাতে যে এক পথের পথিক—সহযাত্রী, তাই কি প্রস্তুতের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছ ভীষ্ম! কেন দূরদর্শী মহানুভব! তুমি কি এখনও প্রস্তুত নও? তবে কি এখনও বিলম্ব আছে? হা ভীষ্মদেব! তবে এ ভ্রম তোমার না আমার! এখনও বিলম্ব আছে?

ভীষ্ম। বিলম্ব কি আচার্য্য! দুরাত্মা কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন যে দ্বারকানাথকে সারথী নিয়োগ ক'র্‌বার জন্য গমন ক'রেছে। এ দিকে কুরুক্ষেত্রে আমন্ত্রিত রাজগণ সকলেই যুদ্ধার্থে সমবেত হ'য়েছেন। তবে এখনও বিলম্ব? যখন মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উর্দ্ধে উত্থিত, তখন তার পতনের কাল কতক্ষণ! আর মুহূর্ত্ত সময় নাই, তবে ব্রাহ্মণ, তুমি অগ্রগামী পথিক

কি না, ভৃত্য অনুচর মাত্র, তাই আপনার উদ্যোগ আয়োজন দেখ্‌তে এসেছিলাম। বলি, প্রস্তুত হ'য়েছেন ত?

দ্রোণ। বহু পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত হ'য়ে আছি মহানুভব! কেবল কাল প্রতীক্ষায় র'য়েছি।

ভীষ্ম। তাহ'লে আসুন, দাসকে প্রস্তুত হবার কতকগুলি উপদেশ প্রদান ক'রবেন। আচার্য্য! এবার দেহভারবহন করা যথার্থই ভারস্বরূপ হ'চ্ছে। গোবিন্দ! আপনার দিনেই, আমিও আমার মহাযাত্রার দিন স্থির ক'রে রাখ্‌লাম। তোমার জয় হোক।

[দ্রোণ সহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বারকা।

শয়ন-কক্ষ।

কৃষ্ণভামিনীগণ, সত্যভামা, ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত

কৃষ্ণভামিনীগণ। খাঁচিনে জ্বালায় এ যে ঘর করা বোন্ বিষম দায়।
চোখের আড় হ'লেই বঁধু অমনি গো পালায়।।
যত খাওয়াই দুধ কলা, ছাড়ে না আপন ছলা,
পেয়ে অবলা কুলবালা, কেবলি কাঁদায়,
বেণী ব'লে কথা নুইয়ে মাথা ধ'রতে আসে পায়।।

সত্যভামা। নাও, এখন এদের কি ব'ল্‌বে বল ?

শ্রীকৃষ্ণ। যা বল্‌বার তুমি বল।

সত্যভামা। আমি ব'ল্‌তে গেলেম কেন, আমি ত আর ময়ূর মাথায় দিয়ে বিয়ে ক'র্‌তে যাইনি।

শ্রীকৃষ্ণ। বলি বিয়ে ক'র্‌লেই চোর দায়ে ধরা পড়ে নাকি ?

সত্যভামা। পড়ে না ? অমনি ত আর কেউ গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'র্‌তে আসে না !

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি জেনে শুনে ঝগড়া ক'র্‌তে এলে কেন সত্যভামা !

সত্যভামা। আস্‌ব না, দিনরাত্তির হ'ল তোমার কাজ ! বলি, আমরাই কি সব চোর দায়ে ধরা প'ড়েছি নাকি ? বলি কালাচাঁদের সহবাস কি ফুলশয্যার দিনই শেষ হ'য়ে গিয়েছে ? আর কি এক দিনও অভাগিনীদের আশা-ভরসা ক'র্‌তে নেই ?

শ্রীকৃষ্ণ। জান ত সত্যভামা, হস্তিনা হ'তে উলুক কি জন্য এসেছিল ? এখনই হয় ত দুর্য্যোধন আর অর্জ্জুন আস্‌বে। যে জন্য শয্যার পার্শ্বে স্বর্ণ-সিংহাসন আনিয়ে রেখেছি, সে সব কথা কি ভুলে গেলে ?

সত্যভামা। ভুল্‌ব কেন, ভোলা অভ্যাস্ আমাদের নেই, ভোলা স্বভাব পুরুষের। চল্‌লো চল্, আমরা এখন যাই। আমাদের যেমন অদৃষ্ট বোন্ ! এক দণ্ড যে স্বামীর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইব, তাতেও ভাগ্যদেবতা বাম !

কৃষ্ণভামিনীগণ। ঐ রকম দিদি, ঐ রকম! চল, চল, এখন যাই চল।

[শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। আর কেন এখন কৃত্রিম নিদ্রা যাই। দেখি অহঙ্কারী দুর্য্যোধন, তুমি কোন অহঙ্কারে আমাকে আজ রথের সারথী ক'র্‌বার জন্য দ্বারকাধামে আগমন ক'র্‌ছ? (শয়ন)

ভৃঙ্গার ও অর্ঘ্য হস্তে পুনঃ সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা। বলি হাঁহে, ঘুমুলে নাকি? তুমি যে আমাকে এখানে পাদ্য-অর্ঘ্য রাখ্‌তে বলে ছিলে, আমি তা ভুলে গেছলাম, তাই এনেছি, কোথায় রাখ্‌ব বল দেখি!

শ্রীকৃষ্ণ। আবার এসেছ সত্যভামা। ঐ স্বর্ণসিংহাসনের সম্মুখে রাখ। দেখ, শীঘ্র যাও, দুর্য্যোধনের আস্‌বার সময় হ'য়েছে।

সত্যভামা। তা আসুক না, আমি একটু তোমার বিছনার বসি? পাখা দিয়ে বাতাস ক'র্‌ব?

শ্রীকৃষ্ণ। রক্ষা কর সত্যভামা, তুমি এখন যাও।

সত্যভামা। যেতে যে পা উঠে না, কেমন ক'রে ছল করে ঘুমোও, তাই দেখ্‌তে সাধ হ'য়েছে। আমি একটু বসি। হোক না, সে এসে মনে ক'র্‌বে, ঠাকুর ঘুমিয়েছেন, সত্যভামা ঠাকরুণ বাতাস ক'র্‌ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। না সত্যভামা, তুমি কিছুতেই থাক্‌তে পাবে না, হেসে ফেল্‌বে। শেষে সব গোল হ'য়ে যাবে। তুমি যাও।

সত্যভামা। তাই, তাই, যাই, যাই, একটু ব'সতেও দিলে না মা! এত অপমান! তা আর নেই বা আস্‌ব? এলেই কেবল যাও আর যাও, তাই যাচ্চি. ছলের ঠাকুর, ছল কর।

[ক্রোধ সহকারে প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামার ঐ ক্রোধকষায়িত ভ্রুকুটীটী অতি মধুর। ঐ না দুর্য্যোধন আস্‌ছে? তবে আর কেন নিদ্রা যাই।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। (স্বগত) প্রতি কক্ষ করি অন্বেষণ,
দরশন তবু না পাই কৃষ্ণের! একি ফের!
এ কক্ষে কি আছেন কেশব?
এই যে নিদ্রিত চক্রপানি।
তবে এখন কি আসে না ফাল্গুনি,
অনুমানি বুঝি এবে ভাগ্যদেবী অনুকূল মম।
অগ্রে শ্রীকৃষ্ণে বরিব,
রথে সারথী করিব এ নিশ্চয়।
আরো হয় অনুমান, জানে কৃষ্ণ মানী-মান,
তাই মম সম্ভ্রম-কারণ,
রেখেছে শিয়রে দিব্যসিংহাসন,

পার্শ্বে তার পাদ্য-অর্ঘ্য নানা উপচার!
করিবে না এ সম্ভ্রম? আমি দুর্য্যোধন ভারত-সম্রাট!
বসি সিংহাসনে, মাধবের নিদ্রাভঙ্গকাল অপেক্ষি এখানে!

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। (স্বগত) জগন্নাথ নিদ্রিত শয়ানে,
স্বর্ণসিংহাসনে পাপমতি দুর্য্যোধন—
শিরোদেশে তাঁর।
অহো, এত অহঙ্কার!
দর্পহারী সখা হে আমার,
এত অহঙ্কার কেমনে নয়নে হের?
যাক্, ইচ্ছাময়! তব ইচ্ছা হইবে পূরণ!
আমি নারায়ণ-পদ-দাস,
বসি তাঁর শান্তিপাদ মূলে!
নিদ্রা কাল করি পদসেবা।
(শ্রীকৃষ্ণের পদতলে উপবেশন ও সেবা করণ।)

গীত।

আজ প্রাণভরে পদ সেবিব মাধব তোমার।
ঘুমাও ঘুমাও হে যাদব, ক্লান্তিনাশক শান্তি-আধার।
যে পদে মা সুরধুনি, পতিতজনউদ্ধারিনী,
সেই পদ সেবিব আমি, ঘুচাব মন বিকার॥
কি ভাগ্য আমার হরি, যে পদ চান ত্রিপুরারি,
প্রজাপতি যার ভিখারী, সে পদে আজ মম অধিকার॥

শ্রীকৃষ্ণ। কে, কে তুমি? সখা? এলে সখা কতক্ষণ?
সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত সব?
কি উদ্দেশ্যে ভাই, তব আগমন?

অর্জ্জুন। নারায়ণ, জান ত আপনি
অন্তর্যামি, কুরুপাণ্ডবের অনিবার্য্য যুদ্ধবিবরণ।
তাই এ অধম —আর্য্য ধর্ম্মরাজ অনুমতিমতে—
চরণে শরণ নিতে এসেছে কেশব!
বলিতে না পারি, মুকুন্দ মুরারি,
রথের সারথী হরি না হ'লে আপনি
চিন্তামণি, এ কুরু-সমরে কিসে হব' পার?
তোমা বিনে আর দীন পাণ্ডবের কে আছে সহায়?
দয়াময়, তাই বরিতে তোমায়—
আসিয়াছি বিরাট-আলয় হ'তে।

শ্রীকৃষ্ণ। তথাস্তু ফাল্গুনি, বরণ লইনু তোমা।
মহামানী দুর্য্যোধন অতি প্রিয় মম,
ছিল সাধ তার মনে মোরে করিতে সারথি।
ব'লেছিনু রথি! কুরু-পাণ্ডবের মাঝে—
যেবা অগ্রে করিবে বরণ,
তাহারি সারথি আমি হইব নিশ্চয়।
তুমি অগ্রে করিলে বরণ,
তাই নরনারায়ণ হ'ল তোমারি সারথি।
একি—আর্য্য! আপনি বা কতক্ষণ?

দুর্য্যোধন। নারায়ণ, অর্জ্জুনের বহু পূর্ব্বে আসিয়াছি আমি,
সারথি করিব বলি তোমায় শ্রীনাথ!

শ্রীকৃষ্ণ। তাহা নাহি জানি নিদ্রার কারণ,
এখন কি হবে—কি উপায় তবে?

দুর্য্যোধন। পশ্চাতে অর্জ্জুন আসিল হেথায়
যদুরায়! যাহা হয়, বিচার করহ তুমি!

শ্রীকৃষ্ণ। মহামানী, দাদা দুর্য্যোধন,
তব সহ তুলনা কাহার?
কিন্তু হ'ল উভকুল সমান আমার,
তাহে পক্ষাপক্ষ যদি করি নির্দ্ধারণ,
ত্রিভুবন কুযশ গাহিবে।
জান ত আপনি, দাদা হলপানি,
বার বার তীর্থ হ'তে করিছেন মানা,
সমর না হয় যেন কুরু-পাণ্ডবের।
কিন্তু আমি কি করিব, নিয়তির গতি—
কেবা রোধে দাদা! অনিবার্য্য ঘটিল সমর।
তাই যদুকুল-বীরগণ, এই রণে আর্য্যের কারণ,
কোন পক্ষে কেহ না করিবে পক্ষ সমর্থন!
কহ দাদা দুর্য্যোধন,
আমি তার কিসে ব্যতিক্রম করি?
তবে এক মাত্র আছয়ে উপায়,
নররায়! হয় মম সপ্তকোটি নারায়ণী সেনা,

বিক্রমে অপার তারা—এক একজন—

কৃষ্ণসম বল ধরে—বিপক্ষে শমন,

পারি দাদা, তোমার কারণ—

অর্পণ করিতে তাহাদের।

দুর্য্যোধন। (স্বগত) দেন যদি নারায়ণ নারায়ণী সেনা,

তবে এক কৃষ্ণে ল'য়ে কিবা কাজ মম?

সপ্তকোটি সেনা যুঝিবে পাণ্ডবসাথে।

সেই ভাল, করি কৃষ্ণে তাহাই প্রার্থনা।

(প্রকাশ্যে) দাও কৃষ্ণ, নারায়ণী সেনা,

এ সময়ে এই করহ সাহায্য মম।

শ্রীকৃষ্ণ। তথাস্তু রাজন্!

অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে তাহারা ভেটিবে।

দুর্য্যোধন। আসি তবে যদুপতি,

বড় প্রীতি দিলে আজ,

কুরুরাজ রাখিল স্মরণ মনে।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হায় হায়, কি খেলা খেলিলে পুনঃ বল চিন্তামণি!

দুর্য্যোধনে দিলে সপ্তকোটি সেনা নারায়ণী,

তবে কেমনে পাণ্ডবে সখা, দিলে হে আশ্রয়?

দয়াময়! দয়াময় নাম রাখিবে কেমনে?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাবিত না হও সখে,

আছে পূর্ব্বে অপূর্ব্ব কাহিনী,

এই সেনা নারায়ণী, মম বরে—
ভারত-সমরে তব করে হইবে সংহার।
না বুঝে কি আর সখা, দুর্য্যোধনে দানি আমি—
নারায়ণী সেনা ?

অর্জ্জুন। মায়ার পুত্তলি তুমি দেবনারায়ণ,
কি বুঝি অধম আমি মহিমা কেশব,
তোমার সাহায্যে সৃষ্টি সৃজে প্রজাপতি,
শমনে এড়ায় জীব নামেতে তোমার।
সেই তুমি হে নিয়ন্তা, দানিছ অভয় যবে,
আর পার্থ তবে কারে ভয় করে হরি!
বুঝিলাম নারায়ণ, যুদ্ধে হবে জয়,
মারিব কৌরব-অরি, নাহি আর ভয়।
চল সখা, আর্য্য ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা-অনুসারে
বিরাটের দ্বারে,
ভেটিবেন তব সাথে আর্য্য—মুকুন্দমাধব।

শ্রীকৃষ্ণ। চল সখা, ধর্ম্মরাজ—আজ্ঞা যবে,
আজি তবে চলিব বিরাটপুরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

—০:*০০*:০—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিরাট-গৃহ।

ভীম ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

ভীম। শোন যাজ্ঞসেনি! আনিবারে চিন্তামণি,
দ্বারকায় ধনঞ্জয় করেছে গমন।
আসিলে সে নারায়ণ পাণ্ডব-আশ্রয়,
হস্তিনায় তাঁরে পুনঃ দূত ক'রে—
প্রেরিবেন আর্য্য যুধিষ্ঠির,
দুর্য্যোধনে ক্ষান্ত দিতে এই ভীম রণে।
পঞ্চজনে পঞ্চখানি গ্রাম
রাখিয়ে সম্মান, দেয় যদি দুর্য্যোধন বিনা বিসম্বাদে,
তা হ'লেই ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্টহৃদয়ে
তাই ল'য়ে তাঁহার বাসনা যত করিবেন ক্ষয়।

দ্রৌপদী। ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মরাজ, লোকনাশে, রক্তপাতে—
না চায় তাঁহার প্রাণ, মতিমান্, তাই এত হীনভাবে,
শত্রুর সমীপে পাঠাইতে চান তিনি প্রভু জনার্দ্দনে।

ভীম। কিন্তু সতি! কর্ত্তব্য আমার?
একদিকে আর্য্য ধর্ম্মরাজ, অন্য দিকে পণ-পারাবার,
ঘোর সন্ধিস্থলে বৃকোদর আছে দাঁড়াইয়া।

দ্রৌপদী। স্মৃতিপথে আসে যবে নাথ,
কুরু-সভামাঝে সেই অপমান,
কেশ-আকর্ষণ, সর্ব্বস্বহরণ-কথা
পঞ্চ বাসবের পরম দুর্গতি—

ভীম। স্থির হও সতি! স্থির হও সতি!
মনে পড়ে পাপমতি সেই দুঃশাসন মুখ!
মনে পড়ে সেই দুর্য্যোধন-ভ্রুকুটী-সঞ্চার!
আকার-ইঙ্গিতে উরুদেশে বসাইতে,
তোমা যবে চাহিল পাঞ্চালি,
মনে পড়ে সেই কর্ণ-শকুনির শ্লেষ তিরস্কার বাণী!
মনে পড়ে—সে অন্ধের পুত্র-প্রশ্রয়-কাহিনী!
যাজ্ঞসেনি! যাজ্ঞসেনি!
আর্য্য ধর্ম্মরাজ, আর পণ-পারাবার,
ঘোর সন্ধিস্থলে বৃকোদর আজ আছে দাঁড়াইয়া!

দ্রৌপদী। ফাটে বুক মধ্যমপাণ্ডব!
জান সব কব কিবা হৃদয়-বেদনা,
অসহ্য যন্ত্রণা এখনও হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
তড়িত অক্ষরে আঁকা মহাবীর!
তুমি প্রাণেশ্বর, না থাকিতে যদি,
সেই ক্ষণে মরিত দ্রৌপদী,
শুধু বেঁচেছিনু নাথ, তব মুখ চেয়ে,
শুনি তব প্রতিজ্ঞা-কাহিনী।

দেখি চিন্তামণি কি করেন আজ,
কোন্ মতে ধর্ম্মরাজে বুঝান্ কেশব,
লজ্জাবারী দ্রৌপদীর পূরান্ কামনা কিসে ?

ভীম। এক "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করি ধর্ম্মরাজ
ভ্রাতৃসনে পথের ভিখারী আজ,
তা না হ'লে বাসহীন—আশ্রয়বিহীন,
পঞ্চ সিংহ কেন পরদ্বারে দ্বারী ?
কিবা বলিব মুরারি, কর্ত্তব্যের দাস ভীম ধর্ম্মরাজ-অনুচর !
দেখি দামোদর সেই ধর্ম্ম রাখেন কেমনে,
ভীমরণে এ ভীমের !

যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। একবার যাও কৃষ্ণ, হস্তিনায়,
অন্ধরাজে জানাবে বিনয়,
পঞ্চপাণ্ডুপুত্র তাঁরে—
শেষ পঞ্চখানি গ্রাম মাগে।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা আর্য্য, গমন তথায়,
চোরা না শুনিবে ধর্ম্মের কাহিনী,
অনুমানি—হবে৷ অপমান,
শেষ প্রতিদান দিতে ক্রোধাগ্নি জ্বলিবে,
বিষ উথলিবে, ঘটিবে প্রলয় !

যুধিষ্ঠির। তবু কৃষ্ণ, তাহে ধর্ম্মের সমীপে—
কর্ত্তব্যের ঋণ হ'তে পাব পরিত্রাণ।
হে শ্রীমান, নহিলে ত্রিলোকে
গাহিবে তোমার নিন্দা,
কবে ধর্ম্মরথিগণ, হেন অঘটন—
নারায়ণ থাকিতে ঘটিল কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। বার বার অনুরোধ যবে,
দেখি তবে একবার সুধাইয়া মধ্যমপাণ্ডবে।

ভীম। সুধাইবি কারে কৃষ্ণ, সুধারে দাদারে,
"ধর্ম্ম ধর্ম্ম" ক'রে যাঁর অস্থিচর্ম্মসার,
সারাৎসার, দেখ্ দেখ্ পাণ্ডবের দশা!
দেখ্ দেখ্ কৃষ্ণ, পাঞ্চালীর মুখ!
অহো—তবু ধর্ম্ম, তবু ধর্ম্ম তাঁর!
আর পণ-ধর্ম্মে মোরা যাই রসাতলে।
যাক্ কৃষ্ণ যা হয় তা কর,
দর্পহারী নাম তোর বিদিত ভুবনে।

গীত।

কর দর্পহারি তোর যা মনে আছে তাই।
আমি কি জানি কি বল্‌ব কৃষ্ণ বল্‌না ভেবে তাই॥
দেখ্‌রে পাঞ্চালীর মুখ, দেখ রে কৃষ্ণ আমার বুক,
কত প্রাণে দিয়েছিস্ সুখ তাকি জানিস্ নাই॥

ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মতরে, সই রে দুঃখ অকাতরে,
সৈব আয়ো তোরি তরে, তুই যা বাশরি কানাই ॥

যুধিষ্ঠির। ভাই বৃকোদর! এই শেষ বার,
বার বার বহু বার হ'য়ে গেছে ক্ষমা,
কিন্তু ভাই, এই শেষ বার!

ভীম। হোক্ শেষ দাদা,—তব আজ্ঞা তাই হোক্ শেষ!
যাজ্ঞসেনি—ফেলিও না আর অশ্রুজল,
শত পদাঘাত—শত শক্তিশেল ধরিয়াছি বুকে,
বার বার ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা—এই শেষ বার!
হয় শেষ বারে হবে শেষ, নয় শেষ তোমার আমার!
থাক্ পণ, যাক্ রসাতল,
তুষানলে—হবে শেষ লীলা তার।

যুধিষ্ঠির। যাও শ্রীগোবিন্দ দান অভাগার দৌত্যকার্য্যে তুমি,
বিধিমতে বুঝাইবে ভাই দুর্য্যোধনে।
চাহিবে মাধব, প্রথমতঃ অর্দ্ধরাজ্য,
শেষ নয় পঞ্চখানি গ্রাম দিক্ ভিক্ষারূপে,
এতেও না শুনে যদি দুর্ব্বুদ্ধির বশে,
অবশেষে জ্বলিবে প্রলয়-বহ্নি ভারত-সমরে।
আর হরি, দেখা কর, মার সাথে।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই হবে, আর্য্য, তাই হবে, তাহারই কর আয়োজন।
সম্প্রীতে দিবে না রাজ্য কভু দুর্য্যোধন,
তবে যাবো আমি, তব আজ্ঞা আর ধর্ম্মের কারণ।

দ্রৌপদী। যাবে যাও হৃষিকেশ! না করি বারণ,
কমললোচন, কি কব তোমারে—
জান তুমি পাঞ্চালীর দুঃখরাশি যত!
কেশে ধরি সভায় আনিল, বিবস্ত্রা করিল,
আবেগে কাঁদিল তরুশাখে বসি পাখীকুল,
তবু সে কুলপাংশুল—না দমিল একবার,
না ভাবিল কুলবধূ আমি সে তাহার,
তার মুখ কেমনে হেরিবে জনার্দ্দন!
লজ্জানিবারণ নাম যার হেতু ধরিলে মুরারি!
পাপ-অরি—তব বাক্য কভু না শুনিবে,
তার হিতে কেন বা যাইবে,
সবংশে মরিবে নরাধম।
নারায়ণ, হেরেছি স্বপন,
রথে চড়ি করে রণ পাণ্ডুপুত্রগণ,
ধরি রাক্ষস-আকার—না রাখি বিকার,
করি বিদীর্ণ উদর—
দুঃশাসন রক্তপান করে বীর বৃকোদর।
ধবল কুঞ্জর, পরে মাদ্রীর তনয়,
ধর্ম্মরাজ আর ধনঞ্জয়—
ধবল কুসুমমালা পরে পঞ্চজন,
স্নান করি আসিছেন যেন কৌরবের সেনা-রক্ত-জলে।
দেখিয়াছি হরি, কুরুক্ষেত্রে নাহি আর স্থল—

রক্ত মহানদ-মূর্ত্তি ক'রেছে ধারণ।

পাণ্ডবের জয় জয় রবে—পূজিছে ভুবন।

শ্রীকৃষ্ণ। নহে স্বপ্ন-বাণী, যাজ্ঞসেনি—

সতী-বাণী হইবে সফল।

বিফল গমন মম, মাত্র দাদা ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা করিতে পালন।

সবংশে মজিবে দুর্য্যোধন,

অচিরায় তব দুঃখ সতি, হইবে মোচন।

আসি সতি! [প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। এস ভাই—হৃদয়-দুলাল,

কাঙাল পাণ্ডবগণ তোর,

তুই মাত্র তাদের ভরসা।

চল ভাই, কৃষ্ণাদেশে করি রণোদ্যোগ!

ভীম। চল দাদা, একদিকে তুমি ধর্ম্ম,

অন্য দিকে পণ-পারাবার,

দেখি সন্ধিস্থলে আজ ঘটে কি ঘটনা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। তাই আপন মনে চিন্তা ক'রে দেখ্‌ছি, কাল ত এই বার ঘুনিয়ে আস্‌ছে। প্রতিহিংসা সাধন ক'র্‌তে গিয়ে—নিজের

কালকে নিজে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছি। এই যে কুরু-পাণ্ডবের বিপুল রণ-আয়োজন হ'চ্চে—এতে স্থির নিশ্চয়—একটা কি জান? যেমন জন্ম হ'লেই মৃত্যু নিশ্চয়, তেমনি এ কুরু-পাণ্ডব-রণে শকুনির মৃত্যু অবধারিত। লোকে বলে মরণের অবধারিত কাল নাই, কিন্তু আমি ত বলি যে কথাটা কোন মূল্যবানই নয়। কেন না তাহ'লে আমি ব'ল্‌ছি কেন, এই যুদ্ধেই শকুনির মৃত্যু অবধারিত! তাই হোক্—তাই হোক্, তবু প্রতিহিংসাসাধন হবে। কৃষ্ণ! যদুনাথ! তুমি বড় চতুর! আজ পাঁচখানি গ্রাম নিয়ে সন্ধি ক'র্‌তে আস্‌ছ? মনে ক'র্‌ছ, নরাধম শকুনির প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গ ক'রে দেবে? তা কি পার নারায়ণ! মানুষকে যে তুমি দুনিয়ার অদ্ভুত জানোয়ার করে পাঠিয়েছ! আর তুমিও একটা অদ্ভুত! তোমারও মনে বাহিরে দুটো ভাব, বাইরের ভাবে—শকুনির প্রতিজ্ঞাটা পণ্ড করা, আর মনের ভাবে—কুরুকুল ধ্বংস করা। তাই কর নারায়ণ, বাইরে শকুনির যা করা কর্ত্তব্য, সে তাই ক'র্‌বে। আর তোমার মনের ভাব ত পূর্ণ হবেই, তাহ'লেই শকুনিরও মনের আশা পূর্ণ হবে। বাঞ্ছাকল্পতরু, এই জন্যই ত তোমার বাঞ্ছাকল্পতরু নাম! দেখি নারায়ণ! শকুনির বাঞ্ছা পূর্ণ হয় কি না? এখন—সন্ধি যাতে না হয়! ভাগ্‌নে আমার তেমন ছেলেই নয়, তবে বলা যায় কি? লীলাধর আবার এক নূতন খেলাও ত খেল্‌তে পারেন, তা ক'র্‌তে দেওয়া হবে না। তিনি যাতে ক্রুদ্ধ

হন, তারই উদ্যোগ আয়োজন ক'র্‌তে হবে। দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দি, কৃষ্ণকে বেঁধে রাখ, যাতে সে পাণ্ডবের রথের সারথি না হ'তে পারে। আর ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে মাধুর্য্যটাকে দূরে রাখ্‌তে হবে, বেশ—উত্তম—শকুনির যুক্তি ব্যর্থ হবে? নারায়ণ তা ত কখন করেন নি। দেখি এইবার কি হয়? ফিকিরবাজের সঙ্গে ফিকির না ক'র্‌লে নিজ স্বার্থ পূর্ণ হবে কিরূপে? ঐ না দুঃশাসন আস্‌ছে? হেলে আস্‌ছে দেখ না! বাপু ত ভাব্‌ছেন না, বেগুন গাছ্‌ এবার তেলপানা হ'য়ে আস্‌বে।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। মামা, মামা, আর শুনেছ, পাণ্ডবেরা আমাদের ভয়ে কৃষ্ণের মুখে একটা কুটো দিয়ে পাঁচ খানা গ্রাম ভিক্ষা ক'র্‌তে পাঠিয়েছে!

শকুনি। (স্বগতঃ) ফড়িংয়ের কথা শুনেছ? (প্রকাশ্যে) সত্য না কি ভাগ্‌নে!

দুঃশাসন। সত্যি বলে মামা, দাদা তাই সভা সাজাতে ব'ল্লেন।

শকুনি। সভা সাজান কেন, সে গয়লার ছেলেটাকে বুঝি ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে ভুলাবার মৎলব! বা, বা, কি মৎলবই বার ক'রেছ বাপধন! আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম!

দুঃশাসন। সত্যি না কি মামা, তাহ'লে তোমার মৎলবে মিলেছে বল? হাঃ, হাঃ, মামা, ওটা আমারই মৎলব।

শকুনি। বল কি রে বাপধন! তা আমার ভাগ্‌নে কিনা? কিন্তু বাপ, আর একটা কাজ আছে, সেটা ক'র্‌তে পার্‌লেই, ঠিক তোমার মামার পাশাখেলা রে বাবা, ঠিক, পাশাখেলা! অনেক কষ্টে মৎলবটা ঠাওরেছি।

দুঃশাসন। কি বল দেখি মামা! মামা, তুমি আর জন্মে আমাদের কে ছিলে বল দেখি বাবা! একরক্ত—একরক্ত না হ'য়ে আর যায়নি! তা মামা, মৎলবটা কি বল ত?

শকুনি। আমি ত ব'ল্‌ব, আবার শেষে হয় ত অন্ধরাজ, ভীষ্ম, দ্রোণ বল্‌বে, না।

দুঃশাসন। মামা, সে কথা আর মনেও ক'রো না। বুড়োদের রস এবার শুকিয়ে গেছে। তুমি কি বল না?

শকুনি। ওহে বাপু, বোঝ না, পঞ্চপাণ্ডবদের নাচনি কিসের? এক শ্রীকৃষ্ণের!

দুঃশাসন। তা ত ঠিক মামা! তার তুমি কি মনে ক'রেছ বল দেখি?

শকুনি। সেই কৃষ্ণকে বাঁধ্‌তে হবে, তাকে পাণ্ডবদের রথের সারথি হ'তে দেওয়া হবে না।

দুঃশাসন। উঃ, মামা, ভারি যুক্তিটা ক'রেছ! উঃ, কি—মাথা মামা তোমার। আজ কৃষ্ণ আস্‌বে, আর সকলে মিলে আচ্ছা লক্‌নৌ দড়ি নিয়ে কি বল মামা! পেছমোড়া করে! এই ত বুদ্ধি, এই ত যুক্তি, মামা এখন চল দেখি, দাদার কাছে যুক্তি করিগে! একাজ ক'র্‌তেই হবে! সে বিট্‌লে ছোঁড়া-

টাকে বাঁধ্‌তে পার্‌লেই—সত্যিই ব'লেছ মামা, আবার পাশা-
খেলা! চল মামা, চল, এস মামা! (হস্তধারণ)

শকুনি। পাশাখেলা চাঁদ, পাশাখেলা—আবার দ্রৌপদীর বস্ত্র-
হরণ! (স্বগত) কেমন কৃষ্ণ হ'য়েছে ত?

[উভয়ের প্রস্থান।

দারুক ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

দারুক। প্রভু! এই পথে কুরুরাজ-সভা।

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুসভামাঝে কিবা প্রয়োজন?
অহঙ্কারী দুর্য্যোধন দেখাইতে ঐশ্বর্য্য আমায়,
নানারত্নে সভাগৃহ ক'রেছে উজ্জ্বল।
দেখিছ না বীর, পথ মণিরত্নে ঢাকা,
ভাবে কৃষ্ণ হ'তে আমি ধনী।
চিন্তামণি বুঝিবেন আজ;
কেন আমি দুর্য্যোধন ভারত-সম্রাট হ'তে চাই॥

দারুক। প্রভু, সান্ধ্য রবি যান অস্তাচলে,
কোথা তবে কার দ্বারে হবেন অতিথি?

শ্রীকৃষ্ণ। রে দারুক! কুরুপুরে আছে ভক্ত মম
বিদুর—বিদুর মহামতি,
সেইখানে আজ হইব অতিথি,
জান ত সুমতি, অহঙ্কার মম বড়ই বালাই॥
অহঙ্কারে যে আমায় চায়,

হোক্ কোটিপতি সেই রাজরাজেশ্বর,
রই তার বহুদূরে।
হীন অহঙ্কারী যেই জন হউক কাঙাল সেই,
রাজার প্রাসাদ হ'তে তার পর্ণের কুটির ভাল।
চল রে দারুক, এই পথে—
হের রে দারুক ভক্তিপথ কতই সরল,
ঐ পাণ্ডবের প্রজাকুল নমে কৃষ্ণে কত ভক্তিভাবে।

প্রজাগণের প্রবেশ।

গীত।

প্রজাগণ। জয় যদুনন্দন, জগৎ বন্দন জয় জনার্দ্দন হরে।
নারীগণ। এস গোপীরঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, লজ্জানিবারণ মুকুন্দ মুরারে।।
প্রজাগণ। এস হে কেশব, যাদব, মাধব, মঞ্জু কুঞ্জবনচারি,
নারীগণ। এস ব্রজেশ্বর, রাধিকা-অধর, অমিয় প্রেম ভিখারি,
সকলে। এস হে গোবর্দ্ধনধারি, বিপিনবিহারি হৃদি-বন বিহারে।
প্রজাগণ। এস এস হে নট, নব বসন্ত প্রকট, তোমার উদয়ে বনমালি,
নারীগণ। কোকিল ডাকিল, ভ্রমর গুঞ্জিল, ফুটিল উদ্যানে ফুলকলি,
সকলে। এস হে বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম, রাধিকামানভঞ্জ আতঙ্ক নাশ মুরারে।।

সকলের প্রস্থান।

—•:•:•—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটির।

কুন্তীও পদ্মার প্রবেশ।

কুন্তী। পদ্মা, বোন, কি শুনি? আমার বাছা পাণ্ডবদের সঙ্গে পাপমতি দুর্যোধন নাকি যুদ্ধ ক'র্‌বার জন্য সৈন্যসামন্তের আয়োজন ক'রেছে? শুনছি, কুরুক্ষেত্রে নাকি ভীষণ যুদ্ধের স্থল প্রস্তুত হ'য়েছে? দুর্যোধনের পক্ষের রাজগণ নাকি ক্রমে ক্রমে সেই যুদ্ধস্থলে এসে মিলিত হ'চ্চেন? হা গোবিন্দ! ক'র্‌লে কি? অনাথ পাণ্ডবগণের যে তুমি ভিন্ন আর ভরসা নাই বাপ! কি ক'র্‌ছ গোবিন্দ! আমার বাছাদের উপায় কি ক'রেছ? তুমি ত তাদের কাছে আছ? বাছাদের ত অভয় দিয়েছ? না বাছারা আমার "গোবিন্দ গোবিন্দ" ক'রে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে ফেল্‌ছে? এ বিপদে বিপদভঞ্জন তুমি কি আমার নিশ্চিন্ত র'য়েছ? পদ্মা, ঠাকুরপো কোথায় গেছেন? একবার আমার বাছাদের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তাম, একবার আমার গোবিন্দের সংবাদ নিতাম।

পদ্মা। দিদি, ভয় পাচ্চ না কি? ভয় কেন দিদি! যে গোবিন্দের আমাদের পাণ্ডবসখা নাম, সে গোবিন্দ আর কি—নিশ্চিন্ত আছেন? ভক্তবৎসল—কাঙালবন্ধু—পাণ্ডবসখা হরি, নিশ্চয়ই

তার কোন ব্যবস্থা ক'রেছেন। দিদি, পাণ্ডবদের ভাবনা তোমার চেয়ে আমাদের গোবিন্দের অধিক, তা ত তুমিই ব'লে থাক।

কুন্তী। তা আর একবার ক'রে ব'ল্‌তে বোন! আমি ত গোবিন্দের ভরসায় বুক বেঁধে এই কুটিরে ব'সে আছি,তা না হ'লে বাছারা আমার পাপ পাশাখেলায় যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে ভিখারীর সাজে রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে যখন বনবাসী হ'ল, তখন মায়ের প্রাণ কিসে আর স্থির রৈল পদ্মা! জানি গোবিন্দই পাণ্ডবের ভরসা, তাই গোবিন্দের পায় বাছাদিগে সঁপে দিয়ে অটলমনে ব'সে রৈলুম। ভাব্‌লুম, গোবিন্দের ধন, গোবিন্দের যা ইচ্ছা তাই ক'র্‌বে. আমি ভাব্‌তে যাব কেন? পরের ধনের জন্য আমার আবার চিন্তা কি? সেই ভেবে এখনও স্থির আছি বোন! তবে কথাটা শুনে অবধি গোবিন্দের কথাই মনে হয়! বাপ আমার, আমার পাণ্ডবদের নিয়ে কি না কষ্টই পাচ্চেন! হা গোবিন্দ! এমনি পঞ্চকপালী আমি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম যে, একদিনের জন্য তোমায় আমি স্থির হ'য়ে থাক্‌তে দিলাম না! (রোদন)

পদ্মা। না দিদি, কেঁদ না; চল সন্ধ্যাস্নান ক'রে ফুল-তুলসী তুলে আনিগে। তারপর আজ সারারাত ধ'রে আমাদের গোবিন্দের পূজা করা যাবে। তুমি ত ব'লেছিলে, আমার গোবিন্দকে তুলসীচন্দনে পূজা ক'র্‌লে গোবিন্দ আমার অতি তৃপ্তি লাভ করে। তাই করি চল দিদি! গোবিন্দকে তৃপ্ত রাখ্‌তে পার্‌লেই আমাদের সব হবে। পাপমতি দুর্য্যোধন যত সৈন্য-

সজ্জা করুক না, অনাথ পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করুক না, কিছুতেই কিছু ক'র্‌তে পারবে না। তুমিই ত বল দিদি, রাখে হরি মারে কে, আর মারে হরি, রাখে কে?

কুন্তী। তাই চল বোন, আজ গোবিন্দনাম লয়ে গোবিন্দের পূজা ক'রেই রাত্রি যাপন ক'র্‌ব। যা করেন আমার গোবিন্দ!

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও দারুকের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। দারুক, এই আমার সেই বিদুরের পর্ণকুটির। দেখ্‌তে পাচ্চ কি? স্বভাবসুলভ সৌন্দর্য্যে কুটিরখানি রাজপ্রাসাদ হ'তে কত উচ্চ। দেখ্‌ছ দারুক। ভক্তের নিকট মান-অভিমান, হিংসা-দ্বেষ-অহঙ্কার কিরূপ ভাবে তাড়িত এবং তিরস্কৃত হ'য়েছে! ভক্ত রে, তাই অভক্তের মণিমুক্তা-প্রবাল উপহার হ'তে ভক্তের তুলসীচন্দন আমার অনেক গুণে মূল্যবান। বৎস, আজ তোমায় প্রত্যক্ষ দেখাব, কি জন্য আমি অহঙ্কারী দুর্য্যোধনের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ না ক'রে বিদুরের পর্ণকুটিরে এসে অতিথি হ'লাম? বিদুর! বিদুর—বাবা বিদুর!

নেপথ্যে—পদ্মাবতী—কে—ডাকে? আমার নীলমণির কণ্ঠস্বর নয়! বাবা এসেছ, বাবা এসেছ?

দারুক। ওকি দয়াময়! কে একটী উলঙ্গিনী রমণী উন্মাদিনীর মত "বাবা বাবা" ব'লে উৰ্দ্ধশ্বাসে এইদিকে ছুটে আস্‌ছেন!

শ্রীকৃষ্ণ। দারুক রে, তবে বুঝি ঐ বিদুর-রমণী মা পদ্মাবতী আমার কণ্ঠস্বর শুনে স্নেহ-প্রেমাবেশে ভাববিহ্বলভাবে জ্ঞানহারা হ'য়ে ছুটে আস্‌ছেন! যাই দারুক, অগ্রে আমি আমার উত্তরীয় দিয়ে মায়ের লজ্জা নিবারণ ক'রে আসি! আহা হা—কি ভাবোন্মাদিনী ভক্তি! এ ভক্তি অতুলনীয়া! সমস্ত জগতের দেখ্‌বার বস্তু!

[বেগে প্রস্থান।

দারুক। সত্যই দেখ্‌বার বস্তু, দেখ্‌ দেখ্‌ জগদ্বাসি! কোন্ ভক্তির মহিমায় আজ ভক্তের ভগবান্ দুর্য্যোধনের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ভক্তের দ্বারে এসে অতিথি হ'য়েছেন! ধন্য প্রভু দয়াময়! তা নৈলে বা তোমায় দীনের সখা, অনাথবান্ধব ব'লে লোকে ডাক্‌বে কেন? প্রভু! আমার ভক্তির পাগল! ভক্তি পেয়েই ত নিত্য গোলক ত্যাগ ক'রে ভূলোকের মোহে ভূলোকবাসী হ'য়েছেন!

কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। বাবা আমার, কতক্ষণ এলে? না জানি কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে ছিলে? পোড়ারমুখী আমি স্নানে গিয়েছিলাম, তাই তোমার যত্নের ক্রটী হ'য়েছিল ধন!

শ্রীকৃষ্ণ। এখন ও সব কথা রাখ্‌ মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কি আছে শিগ্‌গির ক'রে এনে দাও। সকাল হ'তে খাওয়া হয়নি!

পদ্মা। ক্ষিদে পেয়েছে বাবা! (স্বগত) কি খেতে দোব,

কি খেতে দোব! আমার কৃষ্ণ মুখফুটে খেতে চাইলে! হা কৃষ্ণ দয়াময়! দরিদ্রা ভিখারিণীর ঘরে কি খাবার আছে ধন, যে তোমায় আমি খেতে দোব? প্রভুও ভিক্ষা ক'র্‌তে গেছেন, এখনও ফিরেন নি। তবে কি দোব? আমার কৃষ্ণ খেতে চাইলে, আমি তাকে কি খাওয়াব? কি—আছে? ওমা, ঘরে যে কিছুই নেই! (প্রকাশ্যে) বোস বাবা, এই কুশের আসনে বোস, দেখি ঘরে কি আছে? আমার গোপাল যে খেতে চাইলে—মুখফুটে খেতে চাইলে, আমি পোড়াকপালী, গোপালকে আমি কি খাওয়াব!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

দারুক। প্রভু! এমন ভিখারিণীর সঙ্গেও কি ছলনা ক'র্‌তে হয়? তেমন দুর্য্যোধনের গৃহের রাজভোগ ত্যাগ ক'রে কার কাছে কি খেতে চাচ্চেন? জানি না লীলাধর, আবার কোন্ লীলার মহাবীজ আজ রোপণ ক'র্‌ছেন!

শ্রীকৃষ্ণ। দারুক! দারুক, আবার তুমি ধনগর্ব্বিত দুর্য্যোধনের কথা উল্লেখ ক'র্‌ছ? তার গৃহে রাজভোগ নয় দারুক, বিষভোগ—বিষভোগ! আমার ভক্তের কুটিরে ভক্ত আমায় যা দিবে, তাই আমি অমৃত ব'লে ভক্ষণ ক'র্‌ব। ওকে—পিসিমা আস্‌ছেন না?

উদ্‌ভ্রান্তভাবে কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। কৈ আমার কৃষ্ণ! কৈ বাবা! তোর পাঁচটী নফরের সংবাদ কি বল্? বাবা শুনেছিলাম, তুই নাকি বিরাটপুরে

গিয়ে আমার অভির বিয়ে দিয়ে এসেছিস? বড় আনন্দ দিয়েছিস্ কৃষ্ণ! বড় আনন্দ দিয়েছিস্। কিন্তু কৃষ্ণ রে বাপ আমার, আমার তুল্য অভাগিনী আর কে সংসারে আছে বাপ! আজন্মই শোকদুঃখেই জীবনাতিবাহিত হ'চ্চে! কৃষ্ণ রে, অল্প বয়সে স্বামী, পাঁচটী শিশুসন্তান রেখে স্বর্গারোহণ ক'র্‌লেন! ভাগ্যবতী মাদ্রী স্বামীর অনুগমন ক'রে সকল দুঃখের হাত এড়ালে। কিন্তু অভাগিনী তোর দাস পাঁচটীকে ল'য়ে কি যাতনাই না ভোগ ক'র্‌ছে ধন! অভাগিনীর গর্ভে অভাগারা জন্মেছিল বাপ! তাদের দুঃখের কথা ভাব্‌তে গেলে আর স্থির থাক্‌তে পারি না কৃষ্ণ! আর এক মুহূর্ত্ত বাঁচ্‌তে সাধ হয় না জনার্দ্দন! অহো পাপমতি ক্রূর দুর্য্যোধন তাদের আমার কি না কষ্ট দিচ্চে? আহা, সোনার চাঁদ ভীমকে আমার বিষ খাওয়ালে, ধর্ম্ম কেবল রক্ষা ক'র্‌লেন। জতুগৃহে পুড়িয়ে মার্‌তে বারণাবতে পাঠালে, কেবল মহামতি বিদুর হ'তে সে যাত্রা প্রাণ পেলে। তারপর পাশা খেলায় বাছাদের আবার বনবাসী ক'র্‌লে! কৃষ্ণ রে, বাছাদের আমার সে তপস্বীর বেশ দেখেছিলি ত? নারায়ণ! আবার নাকি বাছাদিগের সঙ্গে পাপমতি দুর্য্যোধন যুদ্ধ ক'র্‌বার জন্য আয়োজন ক'র্‌ছে? কপালে কি লিখেছিস্ হরি, তা তুই জানিস্! হা বাবা যুধিষ্ঠির, হা বাবা ভীম, হা অর্জ্জুন, হা বাবা আমার দুগ্ধপোষ্য নকুল-সহদেব! হা বাবা—তোরা আজ আমার কেমন ক'রে এই ভীষণ যুদ্ধে রক্ষা পাবি চাঁদ! (মূর্চ্ছা)।

শ্রীকৃষ্ণ। পিসি মা, একি—মূর্চ্ছা গেলেন যে ? কেন মা ভাবছ ? আর ভেব না মা, পঞ্চপাণ্ডবের এবার ? দুঃখ-অমার অবসান হবে ! এবার মা. পাপমতি ক্রূর দুর্য্যোধন সবংশে নিহত হবার জন্য আপন বাঞ্ছা প্রস্তুত ক'রছে। তাই মা, দাদা যুধিষ্ঠির আমায় আপনাকে দুঃখ ক'রতে নিবারণ ক'রে দিয়েছেন। ব'লেছেন, মা ধর্ম্মের প্রবল মহিমায়—এবার নিশ্চয় শত্রুধ্বংস হবে। আর তোমার কোন চিন্তার বিষয় নাই। আমি ত ব'লছি ; তোমার সুখ-দিবার উদয় হ'য়েছে মা !

কুন্তী। বাবা, তুই ব'লছিস ? বল্ দেখি—আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্ দেখি কৃষ্ণ, আমার বাছাদের এবার দুর্গতির মোচন হবে ?

গীত

বল্‌রে কৃষ্ণ বল্‌রে আমায় ও বাছাধন।
এবার সত্য কি পাণ্ডবের আমার হবে সে দুর্গতি বিমোচন॥
জানি কৃষ্ণ চিন্তামণি তোর ইচ্ছায় সৃষ্টি লয়,
ইচ্ছায় সকলি পারিস অনিচ্ছায় কিছু নয়,
হাসা কান্না তোরই সৃষ্টি, তোরই ইচ্ছা রৌদ্র বৃষ্টি,
এ কুরুক্ষেত্র রক্তপাতে তোরই ইচ্ছা সমুদয়,
ইচ্ছায় পাণ্ডগণে দিলি বনবাস,
ইচ্ছায় পুরালি পুনঃ সর্ব্ব অভিলাষ,
সে ইচ্ছা কি জনার্দ্দন, করিয়াছ এইক্ষণ,
শুনিতে বাসনা অতি বল সত্য নারায়ণ॥

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ মা, নিশ্চয় ব'ল্‌ছি, তুমি এখন যাও, পদ্মা মা আমার জন্য খাবার আন্‌তে গেছে। দেখগে, কেন বিলম্ব হ'চ্ছে, আমার বড় খিদে পেয়েছে মা!

কুন্তী। খিদে পেয়েছে কৃষ্ণ, কি খাওয়াব? পদ্মাই বা কোথায় কি পাবে! ওমা—আমার কৃষ্ণ যে খেতে চাচ্চে! কি পাব? হা নারায়ণ, এমন দশা ক'রেছিস্ বাপ, রাজরাণী পিসি তোর—একমুষ্টি তণ্ডুল দিয়ে যে তোরে জল খেতে দিবে, তা তার সংস্থান নাই। যাই—দেখি অভাগিনী পদ্মা, কি ক'র্‌ছে! কি খেলা রে কৃষ্ণ, তোর. কি খেলা!

[প্রস্থান।

দারুক। প্রভু! আর যে দেখ্‌তে পারিনি! আপন পিসিমার সঙ্গেও ছলনা নারায়ণ! আহা—রাজরাণীর আজ কি অবস্থা!

শ্রীকৃষ্ণ। কি অবস্থা—দারুক! কালেরই অবস্থা, দেহীর তাতে সম্বন্ধ কি? ঐ যে মা পদ্মা অতি কষ্টে ভিক্ষা ক'রে একটা সুপক্ক কদলী ফল আন্‌ছেন! (পদ্মার প্রতি) আন মা, ক্ষিদেয় আমি চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌ছি!

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। এই যে এনেছি ধন! এস, এস গোপাল, মায়ের কোলে এস। কোলে এসে এই সুপক্ক কদলী খাও (ক্রোড়ে গ্রহণ) আহা, যে গোপাল আমার ক্ষীর-সর-নবনী

ছুড়ে ফেলে দেয়, আজ সেই বাছাকে আমি কি না কদলী ফল খাওয়াচ্ছি! কি ক'র্‌বে বাবা, যেমন করিয়েছ, তেমনি ক'র্‌ছি। খাও, খাও চাঁদ! (কদলীর সার ফেলিয়া মুখে চোপা প্রদান।

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, আমি তোর হাতে আজ অমৃত খাচ্ছি! ক্ষীর-সর-নবনীতে এমন মধুর স্বাদ নাই মা!

ঝুলিস্কন্ধে বিদুরের প্রবেশ

বিদুর। একি—একি—বিদুরের কুটিরে কৃষ্ণচন্দ্র যে! ওকি পদ্মা, কি ক'র্‌ছ, কি করছ? ভাবাবেশে কি ক'র্‌ছ, কদলী-সারের পরিবর্ত্তে-প্রভুর মুখে কদলীর ত্বক প্রদান ক'র্‌ছ? হায়—হায়, প্রভু আমার তাই অম্লানবদনে ভক্ষণ ক'র্‌ছেন! পদ্মা, পদ্মা, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে?

পদ্মা। অাঁ অাঁ—প্রভুর মুখে আমি কি দিচ্ছি? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ক্ষমা কর্‌, ক্ষমা কর্‌! কৈ বাবা, তুমি ত আমায় কোনও কথা বলনি! আমি অভাগিনী নয় ভ্রমের বশে তোমার চাঁদ মুখে—

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, আমি অমৃত ভক্ষণ ক'র্‌ছি! তোর হাতের কলার চোপা পর্য্যন্ত অমৃত! আমার ত বিস্বাদ লাগেনি মা!

বিদুর। হা প্রভু, এই জন্যই কি তোমায় কাঙালের ঠাকুর বলে? তুমি তুষ্ট না হ'লে তোমায় কে তুষ্ট ক'র্‌তে পারে জগন্নাথ!

শ্রীকৃষ্ণ। বাবা, ও সকল কথা এখন রাখ, তবে ত আর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না? এখন কিছু দাও, আমার অতিশয় তৃষ্ণা পেয়েছে, কলা খেয়ে জল ভাল লাগে না।

বিদুর। কি দোব, কি দোব, আমার গৃহে কি মিষ্ট আছে নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। মিষ্ট কি হবে? (স্বগত) ভক্তের মধুর বাক্য অপেক্ষা ভগবানের মধুর দ্রব্য আর আছে কি? যে মিষ্টবাক্য তোমরা আমায় দান কর, তার চেয়ে—ত্রিভুবনে ত আর কোন মিষ্ট পদার্থ নাই বিদুর! (প্রকাশ্যে) তুমি ত ভিক্ষা ক'রে এলে, দাও না, গোটাকতক চাল দাও না, খেয়ে জল খাই।

বিদুর। হায় বাবা, বিদুরের ভাগ্যে যে আজ তণ্ডুলও জোটে না, আজ ভিক্ষায় তণ্ডুলকণা ক্ষুদ মাত্র পেয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই দাও না বিদুর, আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। খেয়ে জল খাই। শিগ্‌গির দাও, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্চে।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) ভগবান, খুব দেখাচ্ছ, আরও দেখাবে? ও যদুনাথ! হরি-ভক্তের গৃহের ক্ষুদও যে তোমার অতি প্রিয়—অতি মিষ্ট, তাই কি আজ ভক্তের চক্ষের সম্মুখে দেখিয়ে জগতে এক নূতন কীর্ত্তি রাখ্‌বে?

বিদুর। কোন্ প্রাণে আজ অভাগা বিদুর আপনার শ্রীহস্তে তার ভিক্ষালব্ধ ক্ষুদ তুলে দিবে ঠাকুর। (গ্রহণ)

শ্রীকৃষ্ণ। দাও না, আমার তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, ওঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর!

বিদুর। তবে লও বাবা, তোমার যা ইচ্ছা হ'য়েছে, তাই কর। (প্রদান)

শ্রীকৃষ্ণ। দাও, দাও। (ভক্ষণ) মা, জল দাও! (পদ্মার জলদান ও কৃষ্ণের জল পান) আঃ—অতি তৃপ্ত হ'লাম। এখন বাবা, ঐ ক্ষুদগুলি পিসিকে রন্ধন ক'রতে দাও, আজ এই কয়জনে মিলে ক্ষুদ খেয়ে রাত্রি যাপন ক'রব! তারপর কল্য প্রভাতে পাণ্ডবদের জন্য পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষা ক'রতে কুরুসভায় যাব।

বিদুর। বাবা, সে কথা পরে ব'লছি। তবে এই সামান্য মাত্র ক্ষুদ! এতে কয়েক জনের কিরূপে হবে? পুনরায় ভিক্ষায় যেতে অনুমতি দিন?

শ্রীকৃষ্ণ। না বিদুর, এই সন্ধ্যায় আবার ভিক্ষা? এতেই যথেষ্ট হবে। কুরুসভায় কাল প্রাতে যাব ব'লতে, সেকথা পরে ব'লছি ব'লে কি ব'লছিলে বাবা!

বিদুর। প্রভুর সে কুরুসভায় যাওয়া হবে না। পাপিষ্ঠগণের মন্ত্রণা শুনলেম, প্রভু রাজসভায় গেলেই পাপাত্মারা আপনাকে পাণ্ডবের সহিত যাতে মিলিত হ'তে না পারেন, তার জন্য বন্ধন ক'রে রাখবে।

শ্রীকৃষ্ণ। (ক্রোধকষায়িত ভ্রুকুটীপূর্ব্বক) কি কি বিদুর! আমাকে বন্ধন ক'রবে? ওরে অহঙ্কারী দুর্য্যোধন, এত অহঙ্কার তোর! এই অহঙ্কারে তোর সব যাবে, সব যাবে। বংশে বাতি জ্বালতে আর কেউ থাকবে না। বিদুর! এই মুহূর্ত্তে আমি পাপাত্মার যত গর্ব্ব সব খর্ব্ব ক'রতে পারি, কিন্তু—কিন্তু—বিদুর—বিদুর! আমায় বাঁধবে!

পদ্মা। প্রভু, প্রভু, আমার গোপালকে তুমি কেন রাগিয়ে দিলে? দেখ.দেখি বাছার মুখ!

বিদুর। প্রভু! প্রভু! অন্যায় ব'লেছি, ভ্রমবশে অন্যায় ব'লেছি। ত্রিজগতের হর্ত্তাকর্ত্তা জগৎপতে! আদিব্রহ্ম পরাৎপর! আপনাকে বাঁধ্‌বে, এমন সাধ্য কার হরি! তুমি যে কেবল ভক্তের ভক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ ভিন্ন অন্যের কখন বাধ্য নও। দয়াময়! তাই বাল্যে মাত্র ভক্তিমতি যশোমতির উদূখল-বন্ধনে একদিন মাত্র আবদ্ধ হ'য়েছিলে! আহা, লীলাময়ের মধুর ভাব যে কত মধুর, তা যে বর্ণনাতীত! গোপীর দ্বারে ননী চুরি ক'রে মায়ের তুমি ক্রোধ বাড়ালে, স্নেহান্ধমাতা ক্রোধভরে দড়ি নিয়ে তোমায় বেঁধে রাখ্‌বার মনন ক'র্‌লে, মায়াময় তুমিও ক্রোধ ক'রে যশোমতির অসংখ্য হস্ত পরিমিত রজ্জুতেও বাঁধা দিলেনা! শেষে আবার মায়ায় অন্ধ হ'য়ে দুই অঙ্গুল পরিমিত রজ্জুবন্ধনে যে আবদ্ধ হ'লে! তুমি না বাঁধা দিলে তোমায় কে বাঁধ্‌তে পারে হরি! মায়াময়! মায়ার পুতলি তুমি, ছার দুর্য্যোধন তোমার কি ক'র্‌তে পারে জগন্নাথ!

গীত।

জগন্নাথ জগদীশ অশেষগুণ-আধার হে।
কে পারে বাঁধিতে তোমায়, এমন শকতি কার হে।
বাঁধা না দিলে হরি কে বাঁধিতে পারে তোমায়,
তুমি আপন জালে আপনি বদ্ধ আপনি মুক্ত মায়াময়,

তোমার তুলনা তুমি, না পাই উপমা আমি,
সূর্য্যের উপমা দিতে সূর্য্যই উপমা তার হে।
অনাদি অনন্ত রূপ ধ্যানের অতীত যাহা,
তাহার কল্পনা প্রভু নিতান্ত বিকৃতা তাহা,
চক্ষে যা না দেখা যায়, কি কথা বলিব তায়,
বায়ু সনে ভূতকথা ভূতের বিকার হে।

শ্রীকৃষ্ণ। বিদুর, তা বেশ ত! এখন এস, রাত্রি হ'য়ে গেছে, পিশিমাকে ক্ষুদ রাঁধতে দেবে চল। তারপর সকালে যা হয় করা যাবে।

পদ্মা। তাই হবে বাবা, এক্ষণে একটু বিশ্রাম ক'র্বে চল।

বিদুর। আর প্রভু, দুরাত্মা বিদুরেরও বিশ্রামের দিন কতদিনে ঘ'টবে, তাও ব'লে দিবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

—•:••:•—

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কর্ণ, ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপাচার্য্য দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র। বাবা দুর্য্যোধন, এখনও জ্যেষ্ঠতাত ও আচার্য্য দ্রোণের কথা রক্ষা কর। আমিও তোমায় বারবার, ব'লছি, আমার

কথাও শোন। পাণ্ডবের রাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রদান ক'রে ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন কর।

ভীষ্ম। ভ্রাতঃ! আমি সম্পূর্ণভাবে তোমায় অনুরোধ ক'র্‌ছি, যখন স্বয়ং বাসুদেব আজ মধ্যস্থ হ'য়ে আমাদের কুরু-সভায় আগমন ক'র্‌ছেন, তখন মনোমালিন্য দূর কর। তিনি ন্যায়ের পক্ষপাতী, কখন অন্যায় প্রস্তাব ক'র্‌বেন না। তাঁর মতে সম্মতি দান ক'রে তাঁর সম্মান রাখ্‌লে তোমাদের আর কোন অভাব থাক্‌বে না। ত্রিলোকের লোক তোমাদের সম্মান ও পুষ্পমাল্যে পূজা ক'র্‌বে।

দ্রোণ। বৎস! আমি তোমাদের পুত্রাধিক স্নেহ ক'রে থাকি। এমন কি তোমাদের অন্নে আমার এই শরীর, তাই বলি, এখনও আমার মতে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত না ক'রে শান্তিভাব স্থাপন কর। আমি আশা করি, দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাক্য তুমি কখন প্রত্যাখ্যান ক'র্‌বে না।

দুর্য্যোধন। আচার্য্য মহাশয়! আপনাদের সকলের সকল কথাই শুন্‌লাম। কিন্তু জীবন্তে কখন পঞ্চপাণ্ডবের সহিত আমার সদ্ভাব সংস্থাপিত হবে না। আর আপনারাই বা কোন্ ধর্ম্মে তাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রতে ব'ল্‌ছেন, জানি না। ধর্ম্ম-মতে এ রাজ্যৈশ্বর্য্যে আমারই সম্পূর্ণভাবে অধিকার। তবে এখন যদি তাদের রাজ্য দান ক'র্‌তেই হয়, তাহ'লে বিনা যুদ্ধে—বিনা রক্তপাতে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি কিছুতেই আমি প্রদান ক'র্‌ব না। তাতে অনুরোধই কি, আর বাহু-

বলই কি? আর আমি যখন বারম্বারই এক বাক্যের অবতারণা ক'রছি, তখন কি দুর্য্যোধনকে আপনারা এতই অসার অপদার্থ বিবেচনা করেন যে, তার বাক্যের কোন মূল্যই নাই?

দুঃশাসন। ঠিক দাদা, এঁরা সব তাই মনে করেন।

ধৃতরাষ্ট্র। বাছা, ক্রুদ্ধ হয়ো না, এখন সময় আছে, বিশেষত পাণ্ডুতনয়গণ অজেয়—মহাপরাক্রান্ত!

দুর্য্যোধন। আপনি আমাকে ঐ ভয়ই বারম্বার প্রদর্শন করেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে, শত্রুর বলাবল পরীক্ষা ক'রেই প্রতিপক্ষ যুদ্ধোদ্যোগ ক'রে থাকে।

শকুনি। নিশ্চয়ই, গুঁতোর ঠেলা সকলেই বুঝে।

ভীষ্ম। ভ্রাতঃ, তোমাকে অধিক বলাই আমার বাহুল্য, কিন্তু এর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর।

দুর্য্যোধন। পরিণাম আমার, আপনাদের যদি কোনরূপে পাণ্ডবের পক্ষ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি জানি, আমার আত্মীয়স্বজন আমার সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

কর্ণ। সে কথা সখাকে আমি অনেক দিন হ'তেই ব'লে আস্‌ছি!

ভীষ্ম। তবে আর আমার কোন বাক্য ব'লবার নাই! দুর্য্যোধন! শেষে এই স্থির ক'রে রেখেছ? ভালই, আমরাও প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছি। তুমি সমরোদ্যোগ কর, আমরা তোমার সহায়, কিন্তু স্থির জেন, কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে কারও নিস্তার নাই।

দুর্য্যোধন। তাতেও ভীত নই, একদিন না একদিন সকলেরই মৃত্যু অবধারিত। আপনারা সহায় থাক্‌লেই যথেষ্ট। আমি কৃষ্ণের ভয় বা পঞ্চপাণ্ডবের পরাক্রমের বিষয়ে একদিনের জন্যও কোন চিন্তা হৃদয়ে আনি না।

দুঃশাসন। স্বপ্নেও না।

শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরের প্রবেশ।

দুর্য্যোধনাদি ভিন্ন সকলে। আসুন, আসুন, নমস্তে বহুরূপায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।

গীত

নমস্তে নবনীরদ নিন্দি নীলেন্দিবর-সুন্দরকান্তি শ্রীনন্দনন্দন হে।
নীল সায়রে রক্ত কোকনদ নীল মৃগমদ লেপিত যুগল পদ—
মত্ত মধুকর তোষণ হে॥
বদন চন্দ্রে পবন মন্দ কুসুম-গন্ধ বহিছে,
রুচির অঙ্গে চঞ্চল নয়ন খঞ্জন যেন নাচিছে,
বিম্ব অধরে মন্দর হাসি মধুর মুরলী বাজে,
বিনোদ মুকুন্দ আনন্দ কন্দ বিনোদিয়া বিনোদ সাজে।

শ্রীকৃষ্ণ। সন্তুষ্ট হ'লাম, এক্ষণে আমার কি জন্য আগমন, তা ত আপনারা সকলেই অবগত আছেন? তাহ'লেও আবার বলি, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আমাকে দৌত্য-কার্য্যে নিয়োগ ক'রে পাঠিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন, ভাই ভাই বিবাদে প্রয়োজন কি? আমাদের প্রাপ্য রাজ্য বিভাগ

ক'রে দিয়ে এ সমরানল নির্ব্বাণ কর। তাহ'লে আর ভাই দুর্য্যোধনের সহিত আমাদের কোন মনোমালিন্য থাক্‌বে না; আমাদের অদৃষ্টে যা হবার তা হ'য়ে গেছে। এক্ষণে প্রিয় মহারাজ দুর্য্যোধন এ বিষয়ে কি বলেন?

বিদুর। বৎস! দুর্য্যোধন! প্রভুর বাক্য রক্ষা কর।

ধৃতরাষ্ট্র। আমার মতে বাপ সুযোধন, এইক্ষণেই তাদের রাজ্য তাদের বিভাগ ক'রে দাও। নিদ্রিত সিংহকে জাগ্রত ক'র্‌বার আর আবশ্যক নাই। বাবা, এখনও বৃদ্ধের কথা রাখ।

দুর্য্যোধন। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়, এ প্রাণ পরিত্যক্ত হ'লেও নয়। দেহ শ্মশানের চিতার সঙ্গে মিশিয়ে গেলেও নয়।

দুঃশাসন। প্রেতাত্মা হ'য়েও পাণ্ডবের বিরুদ্ধে থাক্‌বে।

কর্ণ। তাহ'লে সথার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নিশ্চয়ই হবে।

শকুনি। আর আমি যে বাপু, মাথা ঘামিয়ে এতটা পর্ব্ব ক'র্‌লুম, তার কি হ'ল?

দুর্য্যোধন। না কৃষ্ণ, সে কথা তুমি ভুলে যাও, দুঃখিত হও না। যে যার স্বার্থ, সেই তা বুঝে থাকে। তুমি পাণ্ডবগণকে বলগে, তা কিছুতেই হবে না।

বিদুর। দুর্য্যোধন, ও কথা ব'ল না, তোমরা তাদের পথের ভিখারী ক'রেছ।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, তারপর আরও ধর্ম্মরাজ ব'লেছেন, দুর্য্যোধন যদি তাতেও আপত্তি করে, তাহ'লে দুর্য্যোধন পৃথিবী ভোগ করুক, মাত্র পঞ্চভ্রাতাকে সে পঞ্চখানি গ্রাম ভিক্ষাস্বরূপ দান

ক'রে এই সমরানল নির্ব্বাপিত করুক। তাতেও আমরা তার প্রতি দুঃখিত হবো না।

দুর্য্যোধন। না কৃষ্ণ, না, কিছুতেই না, পঞ্চখানি গ্রামের কথা দূরে থাক্, আমি বিনা যুদ্ধে এক সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও পঞ্চপাণ্ডবকে প্রদান ক'র্‌তে সম্মত নই, এই কথা তাদের তুমি স্পষ্টভাবে ব'ল্‌বে।

বিদুর। কি ভিখারীকে ভিক্ষাও দিলে না? দুর্য্যোধন! তোমার দ্বারে আজ ভিক্ষুকও বঞ্চিত?

ধৃতরাষ্ট্র। না বাবা সুযোধন, এ বিষয়ে তুমি মত কর, তারা অনেক সহ্য ক'রেছে, এ অবস্থায় তাদের এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রো না।

দুর্য্যোধন। কখনই নয়, কখনই নয়, আবার—আবার প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লাম, পশ্চিমের সূর্য্য পূর্ব্বে আস্‌তে পারে, যোগী যোগত্যাগ ক'র্‌তে পারে, ব্রাহ্মণ গায়ত্রীবর্জ্জিত হ'তে পারে, তথাপি দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে পারে না!

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হ' দুর্ম্মতি দুরাত্মা দুর্য্যোধন, স্থির হও! আর তোমায় বহ্বাড়ম্বর ক'র্‌তে হবে না। তোর আসন্নকাল উপস্থিত! তুই নয় আমাকে আজ বন্ধন ক'র্‌বার জন্য মন্ত্রণা ক'রে রেখেছিস্! কৈ, বন্ধন কর্! দুর্য্যোধন, হাঃ হাঃ দুর্য্যোধন! আমায় বন্ধন ক'র্‌বি? কর্ কর্, হাঃ হাঃ, তোকে অনেকবার আমি ক্ষমা ক'রে আস্‌ছি—তা না হ'লে আমার ভক্ত পঞ্চপাণ্ডব আজ বনবাসী হ'য়ে এত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? হাঃ

হাঃ, তা না হ'লে আজ আমি—রে কীটানুকীট, তোর গৃহে—তোর নরকময় গৃহে আমি কৃষ্ণ, দৌত্যকর্ম্মে আসব কেন? হাঃ হাঃ, দুর্য্যোধন! তোর আসন্নকাল উপস্থিত,

(বিরাটমূর্ত্তি প্রকাশ)

দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলে। নারায়ণ! নারায়ণ! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!

জগতের পতি প্রভু জগতের গতি,
সৃজন পালন তুমি সংহার মুরতি।
তুমি আদ্য, তুমি অন্ত, তুমি মধ্য সব,
তোমাতে নিখিল বিশ্ব বিলয় উদ্ভব।
নমঃ নমঃ বিশ্বরূপ ব্রহ্ম সনাতন,
ক্ষম অপরাধ প্রভু নিত্য নিরঞ্জন। (প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণ। এস বিদুর! আর না, আজি অর্জ্জুনের রথের সারথিরূপে সজ্জিত হইগে চল। বাজ্ বিজয়-শঙ্খ! বাজ্! বাজ্! (শঙ্খবাদ্য করণ)

বিদুর। কালের ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ল! হায়, হায়, কেউ আমার কৃষ্ণের কথা শুন্‌লে না!

[বিদুর সহ প্রস্থান।

দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলে। গেল, গেল, এবার সব গেল! কুরুকুল ধ্বংস হ'ল!

ধৃতরাষ্ট্র। চল, চল, নারায়ণকে ফিরাও, পায়ে ধর, কৃষ্ণকে যেতে দিও না।

[দুর্য্যোধনাদি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। সখা, কৃষ্ণের উক্তি শুন্‌লে ত ? (বাজাও রণবাদ্য) এই ক্ষণেই পিতামহ ভীষ্মকে সেনাপতি-পদে বরিত ক'রে কুরুসেনাগণকে সজ্জিত হ'তে বল। দেখি কৃষ্ণ, তুমি পাণ্ডবের সাহায্য ক'রে আমার কি ক'র্‌তে পার ?

সকলে। জয় মহারাজ কুরুপতির জয়।

[সকলের প্রস্থান।

—•:*∞*:•—

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বিরাট পুর।

ভীম ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

ভীম। যাজ্ঞসেনি ! এবার তোমার আলুলায়িত কুন্তল বাঁধ্‌বার দিন উপস্থিত হ'চ্চে। শ্রীকৃষ্ণ একবার হস্তিনা হ'তে প্রত্যাবৃত্ত হ'লেই হয়।

দ্রৌপদী। কেন নাথ, আপনি কি জানেন না, আজ নারায়ণ হস্তিনা হ'তে পাপমতি দুর্য্যোধন কর্তৃক অপমানিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন। তারা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি পঞ্চ-পাণ্ডবকে প্রদান ক'র্‌বে না।

ভীম। কি বাসুদেব কৃষ্ণের অপমান ? পঞ্চপাণ্ডব থাক্‌তে কৃষ্ণের অপমান ! আরে দুর্য্যোধন, তোর নিস্তার নাই ! আর

অর্জ্জুন, চ'লে আয়, আয় নকুল-সহদেব চ'লে আয়! একে একে সেই কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ব'লে প্রাণ উৎসর্গ করিতে যাই চল্—তবে কৃষ্ণাপমানের কথা শুনার প্রায়শ্চিত্ত হবে। হয় কুরুকুল ধ্বংস, না হয় পাণ্ডুকুল নাশ, এ দুয়ের আজ একটা চাইই।

যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। ভাই বৃকোদর, শীঘ্র স্বপক্ষীয় রাজগণ আর সৈন্যসামন্ত ল'য়ে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করি এস। অদ্য পঞ্চমী, শুভনক্ষত্র, ভাই সহদেব যাত্রার এই শুভক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করেছে।

ভীম। চলুন্, চলুন্ আর্য্য! পাঞ্চালি, তুমি মা উত্তরা আর অভিমন্যুকে ল'য়ে এস, আজ কুরু-মহাসমুদ্রে সন্তরণ ক'র্‌তে যাব।

সকলে। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।

—০:**:০—

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধস্থল।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, ও অন্যান্য সৈন্যগণের প্রবেশ।

ভীষ্ম। কুরুরাজ! অর্জ্জুনের পরাক্রম শুনে বিমর্ষ হয়ো না, আমি আজ সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, এই যুদ্ধের দশদিন পর্য্যন্ত

আমি তোমার সৈন্য রক্ষা ক'র্ব এবং প্রতিদিন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাক্ষাতে পাণ্ডবীয় দশ সহস্র সেনা সংহার ক'রে যুদ্ধে ক্ষান্ত হব। আর এও জান্‌বে দুর্যোধন, এই যুদ্ধে যে নারায়ণ কোন পক্ষে অস্ত্র ধারণ ক'র্বেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, আমি তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্ব।

দুর্যোধন। তবে আর আমার কোন দুঃখ নাই পিতামহ! জানি আপনার প্রতিজ্ঞা অব্যর্থ! এতক্ষণে জান্‌লাম, আপনি যথার্থ আমার প্রতি স্নেহশীল। আরও জান্‌লাম, এবার পাণ্ডব ধ্বংস নিশ্চয়! বাজাও রণবাদ্য! সৈন্যগণ অগ্রগামী হও।

[রণবাদ্য বাদন ও সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মসহ অর্জ্জুন, দুঃশাসনসহ ভীম, শকুনি-সহ সহদেব ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সহ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির, নকুল, কর্ণ ইত্যাদির যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

ভীষ্ম। ঐ দেখ অর্জ্জুন, তোমার দশ সহস্র সৈন্যের প্রাণ সংহার ক'র্লাম।

[সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

—০:*:০—

নবম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

রণরঙ্গিণী ভাবে ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। চলুক্, চলুক অহর্নিশ সংগ্রাম চলুক্। এ কুরুযুদ্ধের যেন বিরাম না হয়, ঐ মহাপাপী কুচক্রী ক্ষত্রিয়রাজগণের ধ্বংস হোক্, ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হোক্, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। রণ—রণ, অবিরাম রণ চলুক, রণরঙ্গিণী আমি ত ঐ চাই! হাঃ—হাঃ, রণ—রণ—র —

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। একি শিবে! আজি একি বেশ ধারণ ক'রেছ? অট্ট-হাস্যে কেবল "রণ রণ" ব'লে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে যে আরও বিভীষণা ক'রে তুল্‌ছ? একি মহাদেবি!

ভগবতী। জান না, জান না সংহারি! হাঃ হাঃ—কুরুক্ষেত্রে আজ ভীষণ রণ, অসংখ্য মহাপাপী রাজগণের ধ্বংস হ'য়ে গেল! দশ-দিন যুদ্ধ ক'রে গঙ্গাপুত্র ইচ্ছায় আজ অর্জ্জুন-যুদ্ধে শরশয্যা-শায়ী হ'লেন! হাঃ হাঃ-কুরুক্ষেত্র আজ রক্তময়ী মহানদী হ'য়েছে! ইচ্ছাময় গোপাল নীলমণি আমার আজ সেই নদীতে প্রাণের ভক্ত অর্জ্জুনকে নিয়ে নৃত্য ক'রছেন! হাঃ—হাঃ, তাই—তাই, আমি তার মা নৃত্যকালী—বাছার সঙ্গে যোগ না

দিলে নীলমণি আমার কায়্ কয়তালীতে নৃত্য ক'র্‌বে গো! নাচ, নাচ আমার নীলমণি! দেখ শঙ্কর—দেখ শঙ্কর, আজ মা-ছেলে এক সঙ্গে কেমন নৃত্য ক'র্‌ছি দেখ!

মহাদেব। কে রে, কে আমায় আশুতোষ ব'লে বিল্বপত্র ছুড়ে মারিস্? শঙ্করি! কোন্ ভক্ত, কোন্ ভক্ত!—যাই। যাই, বিষম আকর্ষণ! স্থির থাক্‌তে পারি কৈ? যাই ভক্ত, কে তুই? যাই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ভগবতী। জয়দ্রথ! জয়দ্রথ! হাঃ—হাঃ, অপমানিত জয়দ্রথ আজ পাণ্ডব-সংহারের জন্য আশুতোষের স্তব ক'র্‌ছে! সংহারীর শরণাপন্ন হ'য়েছে! নাচ, নাচ আমার নীলমণি! ঐ—ঐ সপ্ত-রথি নিয়ে অভিমন্যু বধের ষড়যন্ত্র। ঐ—ঐ—জয়দ্রথকে আশু-তোষের বরদান, ঐ নারায়ণী সৈন্যের সঙ্গে অর্জ্জুন যুদ্ধ ক'র্‌তে চলেছে! হায়, হায়, বীরকুমার অভিমন্যুর মৃত্যু হ'ল!

বিজয়ার দ্রুতপদে প্রবেশ।

বিজয়া। কি ব'ক্‌ছিস্ মা, এখনও কি বেলা হয়নি! ক'দিন থেকে যে একবারে বিভোরা হ'য়ে পড়েছিস্?

ভগবতী। চুপ্ পাগলী বেটি! ঐ দেখ্, ঐ দেখ্ মা! আমি কি আর স্থির র'য়েছি? একবার কুরুক্ষেত্র,একবার কৈলাস ক'র্‌তে ক'র্‌তে অস্থি-চর্ম্ম সার ক'রে ফেল্‌ছি। এ কি আশ্চর্য্য! গুরু দ্রোণাচার্য্য হত হ'লেন! নাচ নাচ আমার নীলমণি!

একি—দেখ্ বিজয়া, আজ ভীম, দুর্য্যোধনের নব্বুই ভ্রাতাই নিহত ক'র্‌লে! নাচ আমার নীলমণি, আমিও নাচি। ঐ ঘটোৎকচ কর্ণকর্ত্তৃক নিহত হ'ল! ভাল, ভাল, তারপর—ও কে? শত হস্তীর ন্যায় মহাবলধারী বীর বৃকোদর দুঃশাসনের কেশাকর্ষণ ক'রে আনছে নয়? বিজয়া, বিজয়া, ছুটে আয়! ছুটে আয়! আজ দুঃশাসনের রক্তে সতী সাধ্বী দ্রৌপদীর আমার সেই পাশাখেলার দিন—যে কুন্তল উন্মুক্ত হ'য়েছিল, সেই কুন্তলের আজ বন্ধন হবে। চ'লে আয় মা, চ'লে আয়।

গীত।

চলে আয় রে বিজয়ে, দেখি চল্ দ্রুপদ-বালা!
মুক্তকুন্তলা হবে যুক্তকুন্তলা-নাশিবে সতী হৃদয়-জ্বালা।
আসে উর্দ্ধশ্বাসে বীর বৃকোদর, মূর্ত্তিমান যেন যম—ভয়ঙ্কর,
দুঃশাসন, কেশ ধরি বীরবর—
ঐ বিদারিল হৃদি, বহে রক্তনালা।
সতীর আনন্দে বহে অশ্রুজল,
পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে দেবদল,
শোকপূর্ণ অই কুরুরঙ্গস্থল,
পাণ্ডবশিবিরে পূর্ণ হলহলা।।

[উভয়ের প্রস্থান।

—•:•:•—

দশম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধস্থল।

দুঃশাসনের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভীমের প্রবেশ।

ভীম। আজ সেই দিন, পাশাখেলার দিন যে প্রতিজ্ঞা—সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণের আজ সেই দিন। দুরাত্মা দুঃশাসন! স্মরণ হয় কি? শত ভ্রাতায় যে দিন এই ভীমকে বিষপান ক'রিয়েছিলি!

দুঃশাসন। ছেড়ে দাও মেজ দাদা, সত্য ব'ল্‌ছি, সত্য কথা ব'ল্‌ব, ও মামা—

ভীম। দুরাত্মা! স্বয়ং যম এলেও আজ ভীমের হস্তে তোর রক্ষা নাই। মনে হয় কি বারণাবতের জতুগৃহ দাহ?

দুঃশাসন। সত্যি ব'ল্‌ছি মেজদাদা, এ সকল দাদার কাজ, তোমার দুঃশাসন কোন দোষের দোষী নয়।

ভীম। তার পর মনে কর্, পাশাখেলা, আর সেই দ্রুপদরাজ-কুমারীর কেশাকর্ষণ!

দুঃশাসন। তা, তা ত শোধ হ'য়ে গেছে মেজদাদা, এখন পর্য্যন্ত তুমিও আমার কেশাকর্ষণ ক'রে আছ! রক্ষা কর দাদা, আমার আক্কেল হ'য়ে গেছে! আমি ঘাট মান্‌ছি! ছোট ভাই ব'লে অপরাধ মার্জ্জনা কর।

ভীম। তোর অপরাধ মার্জ্জনা? তোর বক্ষের রক্ত পান ক'রে

তবে আমার তোকে মার্জ্জনা! অহো—সেই দিন—সেই অক্ষখেলার সেই দিন! যাজ্ঞসেনি, যাজ্ঞসেনি, কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, ছুটে এস, ছুটে এস! সেই দিন—সেই দিন, সেই দিন আজ উপস্থিত! এস, এস, সম্মুখে এস, তোমার আলুলায়িত কবরী বন্ধন ক'রে দি এস! চল্ পাপাত্মা, আমার কৃষ্ণার শিবিরের সম্মুখে চল্! তোর উষ্ণ শোণিত না হ'লে কৃষ্ণার আকুল কুন্তল সঙ্কুচিত হবে না। এস কৃষ্ণা, ছুটে এস!

দুঃশাসন। কে কোথায় আছ, রক্ষা কর! তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমায় ছেড়ে দাও।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

—○**○—

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

দ্রোপদীর শিবিরসম্মুখ।

বেগে ভগবতী ও বিজয়ার প্রবেশ।

ভগবতী। দেখ্ বিজয়া, এই স্থানে দাঁড়িয়ে দেখ্! আজ সতীর আলুলায়িত কবরীর বন্ধন! ঐ—ভীম দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ক'র্‌লে! ঐ, ঐ, তার উষ্ণ শোণিত পান ক'র্‌ছে! ঐ দেখ্ কৃষ্ণা—কৃষ্ণা—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে উৰ্দ্ধশ্বাসে শিবিরের সম্মুখে আস্‌ছে!

নেপথ্যে ভীম। কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, ছুটে এস, ছুটে এস!

বেগে দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কৈ—কৈ—মধ্যমপাণ্ডব! তাঁর কণ্ঠস্বর ব'লেই ত অনুমিত হ'ল! কৈ তিনি! এই যে তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম! ও কে আসে? রক্তাক্তকলেবর! কোন রাক্ষস নাকি? নারায়ণ! নারায়ণ! কৃষ্ণ-কৃষ্ণ— দ্রৌপদীকে রক্ষা কর।

বেগে রক্তাক্ত কলেবরে ভীমের প্রবেশ।

ভীম। এস—এস—যাজ্ঞসেনি! এস পাঞ্চালি! এস কৃষ্ণা আমার, আজ দুঃশাসনের রক্তপান ক'রে তৃপ্ত হ'য়েছি, আবার সেই রক্তে তোমার আলুলায়িত কেশ বন্ধন ক'রে মহাতৃপ্তি লাভ করি এস! ব্রত পূর্ণ—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ সতি!

(দ্রৌপদীর উন্মুক্ত বেণী বন্ধন)

দ্রৌপদী। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ! আসুন নাথ, শিবির-মধ্যে আসুন। নাথ, একমাত্র তুমিই দ্রৌপদীর মর্ম্মবেদনা বুঝেছিলে!

[উভয়ের প্রস্থান।

ভগবতী। কম্পিতা বসুন্ধরে! আজ সতী আনন্দে হৃদয় পূর্ণ ক'রে ফেল!

বিজয়া। ও কি মা, ও দিকে কিসের ধনুষ্টঙ্কার হ'চ্ছে?

ভগবতী। কর্ণ আর অর্জ্জুনের যুদ্ধ হ'চ্ছে! ঐ কর্ণ বধ হ'ল! নাচ—নাচ—আমার বনমালি!

বিজয়া। ওমা নৃত্যকালি! এবার ঘরে চল্ মা! কত দিন আর এমন ক'রে বেড়াবি জননি! ক'দিন যে এ ভাবে কেটে যাচ্ছে! ও কে মা!

ভগবতী। শকুনি! শকুনি! জ্বালায় কাতর শকুনি! সহদেবের হস্তে আজ শকুনির মৃত্যু!

সহদেব ও শকুনির যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

শকুনি। না বাবা সহদেব, আর যুদ্ধ ক'রে কি হবে? যে হৃদয় জ্বালায় জ্বল্ছি রে! মার—মার তীব্রবাণ মার, তবে যদি জ্বালার কতকটা উপশম হয়।

সহদেব। নরাধম! সেই অক্ষক্রীড়ার প্রতিশোধের দিন আজ!

শকুনি। এখনি—এখনি বাপ, তুই সে জ্বালার প্রতিশোধ নে! তবে সব হ'য়েছে, কেবল এক জন অবশিষ্ট র'য়েছে! সেইটে দেখে যেতে পার্লেই, বড় তৃপ্তির সহিত আজ ম'র্তে পার্তেম সহদেব! আমি মৃত্যুই চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে তোর নিকট একটী ভিক্ষাও চাই! ভিক্ষা দিবি না কি বাপ! নয় তোর দাদা ধর্ম্মরাজের নিকট আমায় নিয়ে চল্, আজ মৃত্যুর দিনে ধর্ম্মরাজের নিকট ভিক্ষা নিয়ে ম'র্ব।

সহদেব। তোকে ভিক্ষা, মহাপাপী শকুনি, তোকে ভিক্ষা? কি ভিক্ষা?

শকুনি। ভিক্ষা, ভিক্ষা, অন্য কিছুরই ভিক্ষা করিনি বাপ, কেবল পিতৃ-ভ্রাতৃনাশী দুর্য্যোধনের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত শকুনির জীবন ভিক্ষা!

সহদেব। সে আশা তোর সুদূরপরাহত! ধর্ নরাধম, অস্ত্র ধারণ কর্।

শকুনি। অস্ত্রধারণের আর আমার আবশ্যক নাই। যদি ভিক্ষাই না পাই, তবে অস্ত্রধারণের আর আবশ্যক কি? না, না, আছে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ব! আর আজ যদি কোনরূপে সহদেবের হস্তে রক্ষা পাই, তাহ'লে পাপাত্মা দুর্য্যোধনের মৃত্যুও দেখে যেতে পার্ব! দেখি কৃষ্ণ, তোর মনে শকুনির অদৃষ্টে আজ কি আছে, তাই দেখি! আয় সহদেব!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ভগবতী। ঐ মা, শকুনি বধ হ'য়ে গেল! ঐ যে দ্রোণাচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামা মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে পৃথিবী অপাণ্ডবা ক'র্বে ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'র্লেন! হায় ব্রাহ্মণ! আমার নীলমণির বিরুদ্ধে তোমার প্রতিজ্ঞা! সে প্রতিজ্ঞা কি তোমার রক্ষা হবে?

বিজয়া। আর প্রতিজ্ঞা দেখে কাজ নি মা, এত বিভোর হ'য়ে থাক্লে বাবার কাজ ক'র্বি কখন! ভাব দেখি, কদিন কি ভাবে কেটে যাচ্ছে? আর ওকে আসে মা!

ভগবতী। ধৃষ্টদ্যুম্ন-সংহার হ'য়ে গেল! কুরুকুলের সব যোদ্ধারই পতন হ'ল, তাই পাপমতি দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকায়িত

হবার জন্য পালাচ্চে ! চল্ মা, চল্—একবার পাণ্ডব-শিবির দেখে আসি ! সেখানে আবার নীলমণি কি ভাবে নাচ্চে তাই একবার দেখিগে চল্।

[বেগে জগবন্ধু ও বিজয়ার প্রস্থান।

—০:*:০—

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

দ্বৈপায়ন হ্রদ।

বেগে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। কেউ দেখ' না, কালামুখ দুর্য্যোধনের পাপমুখ কেউ দেখ' না ! সব কৃষ্ণের কপটতায় ঘ'টল ! তা না হ'লে—বিপুল কুরুকুল আজ নির্ম্মূল ! শত ভ্রাতার মধ্যে আজ আমি মাত্র মহাপাপী দুর্য্যোধন র'য়েছি ! ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি শত শত আত্মীয়-সুহৃদ বিসর্জ্জন দিয়ে দুর্য্যোধন আজ একাকী—নিরাশ্রয়—অসহায়—তার পৃষ্ঠরক্ষক কেহ মাত্র নাই ! কে—কে—আসে ? দাদা যুধিষ্ঠির আস্‌ছে না কি ? কৃষ্ণ বুঝি পশ্চাতে র'য়েছে ? এখনও বুঝি সন্ধি ক'র্‌তে ব'ল্‌ছে ? না, না, তা হবে না—সন্ধি হবে না, কিছুতেই নয় ? যে পথে প্রাণের ভ্রাতাগণকে—পিতামহ ভীষ্মকে—আচার্য্য দ্রোণকে মাতুল

শকুনিকে—হৃদয়ের অর্দ্ধভাগ সখা কর্ণকে—হৃদয়ের শোণিত দুঃশাসন—প্রাণের লক্ষ্মণকে জলাঞ্জলি দিয়েছি—সেই পথে—সেই পথে সন্ধি, ক্ষমা, সব বিসর্জ্জন দিয়েছি—তবু সম্মান চাই। দুর্য্যোধন কাপুরুষ নয়, দুর্য্যোধন সত্য ভঙ্গ ক'রবে না। ও কে—ভীম ক্রোধকষায়িত নয়নে আমার দিকে চাচ্চ? তাই ত করি কি? করি কি? কোথায় যাই? বড় অপমান—বড় অপমান! একদিন রাজসূয়যজ্ঞে অপমানিত হ'য়ে অক্ষক্রীড়ায় তার প্রতিশোধ নিয়ে ছিলাম—আবার—আবার সেই অপমান! ভীম—ভীম আবার আজ আমার সেই অপমান ক'র্‌ছে! এর প্রতিশোধ চাই, এর প্রতিশোধ চাই! আবার—আবার—আবার মাতুল শকুনির সৃষ্টি ক'র্‌ব, আবার সেই অক্ষক্রীড়া হবে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হবে, তবে প্রতিশোধ—তবে প্রতিশোধ! অহো, কে আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিস্ রে? আবার তাহ'লে কুরুসংগ্রাম উপস্থিত হবে—আবার দুর্য্যোধনের চরম দশা জগতের জীব দেখতে পাবে! অঁা—অঁা, তবে আর না পালাই, পালাই, কোথায় যাই? কোথায় গিয়ে কালামুখ লুকাই! লোকে বিদ্রূপ ক'র্‌বে? ক'র্‌বে কেন, ক'র্‌ছে! অহো, বড় অসহ্য হ'ল! জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল! যাই, যাই, এই ত দ্বৈপায়ন হ্রদ, এইখানে তার মধ্যে গিয়ে লুকায়িত হ'য়ে থাকি। কেউ দেখ' না, কেউ দেখ' না, অভিমানী দুর্য্যোধন আজ পালাচ্ছে।

গীত

কালামুখ লুকাইতে চলে দুর্য্যোধন।
কেহ চেও না, কারেও কও না,
সে যে বড় অভিমানী অভিমানে ত্যজিবে জীবন।
তার সকল সাধ মিটিল গো,
বাসনার তরু আপনি শুকাল,
করিল আপন করে বংশ নির্ম্মূল গো,
একবার মনে তখন না ভাবিল,
এবার কুলপাংশুল কুল হ'তে চলিল—শান্ত হ'ক ত্রিভুবন।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে ভগবতী ও বিজয়ার প্রবেশ।

ভগবতী। দেখ্‌লি, দেখ্‌লি মা, নীলমণির আমার খেলা দেখ্‌লি? দ্রৌপদীর পাঁচ পাঁচটা ছেলেকে মা, পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামা হত্যা ক'রে গেল, তবু দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে কিছু ব'ল্‌লে না?

বিজয়া। তোমার নীলমণির কথা তুমি রাখ মা। তা না হ'লে আপনার ভাগ্‌নে—গুণের ভাগ্‌নে—অভিমন্যুর মরণটা কেমন ক'রে ঘটিয়ে দিলে!

ভগবতী। ঐ দেখ্ বিজয়া, ঐ দেখ্ নীলমণি আমার ভীমকে নিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটে চ'লেছে। ঐ যে উপস্থিত হ'ল। অভিমানী দুর্য্যোধন ভীমের কথা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌লে না। দ্বৈপায়ন হ্রদ হ'তে দুর্য্যোধন বহির্গত হ'ল। ঐ ভীষণ রণ

ঐ—দুর্য্যোধনের মৃত্যু। আঃ, এবার কুরুক্ষেত্র জুড়িয়ে গেল, বসুন্ধরা দেবী তৃপ্ত হ'লেন!

বিজয়া। ওমা—ওমা, বুক যে ফেটে গেল মা, কারা রোদন করে মা!

ভগবতী। অভাগিনী কুরুনারীগণ; আর কে রোদন ক'র্‌বে মা! সব শেষ হ'য়ে গেল! অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে অধৈর্য্য হ'য়ে, ভীমকে হত্যা ক'র্‌বার জন্য কিরূপ হস্ত প্রসারণ ক'র্‌ছে দেখ্‌ছিস্? নীলমণি আমার লৌহের ভীম অন্ধের সম্মুখে নিয়ে দিলে। ও অন্ধ! তুমি এও বোঝ না, এ সব আমার নীলমণির কৌশল! ঐ মা, আবার মহর্ষি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিচ্চে দেখ্! যুধিষ্ঠির আমার কিরূপ ভাবে বৃদ্ধকে বন্দনা ক'র্‌ছে দেখ্! যাক বৃদ্ধের প্রাণ কতকটা শান্ত হল! কিন্তু আমার যুধিষ্ঠিরের প্রাণে সর্ব্বদাই অশান্তি! তাই বুঝি বাসুদেবের সহিত পরামর্শ ক'র্‌ছে! এবার অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ! অর্জ্জুনাদি দেশজয়ে বহির্গত হ'ল! ঐ দেখ মা, অশ্বমেধ পূর্ণ হল! নীলমণি আবার দ্বারকায় চ'ল্‌লেন, আমরাও এখন কৈলাসে যাই চল্!

বিজয়া। মাগো, বহুবৎসরের ঘটনা তুই আমায় যে ভাবে দেখালি, তা মহামায়া, কেবল তোরই মায়ায় মা! তা না হ'লে এত-কাল কি আমি তোর সঙ্গে ঘুর্‌তে পারি! ঐ বুঝি মা, বিদুর-কুটীর! বিদুর কি ক'র্‌ছে মা!

ভগবতী। বিদুররূপী যম এবার যম-রাজ্যে যাবার জন্য আয়োজন

ক'র্‌ছেন। ঐ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী, গান্ধারী সকলেই বানপ্রস্থে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বিদুরের নিকট আস্‌ছে। ঐ তারা বন গমন ক'র্‌বার জন্য বহির্গত হ'ল। ঐ দেখ্‌ মা, তারা সকলেই বনে অবস্থান ক'র্‌ছে। ঐ দেখ্‌ মা, বিদুর মহা-প্রস্থান ক'রবার জন্য গঙ্গাতীরে গমন ক'র্‌লে।

যম। ও কি মা, মহামতি বিদুর যে, ধর্ম্মরাজ যম মূর্ত্তি ধারণ ক'রে যমরাজ্যে গমন ক'র্‌ছে! ঐ দেখ্‌ মা! বিদুরের অমিয়পূর্ণ জ্যোতিঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অঙ্গে গিয়ে মিলিত হ'ল! ও কি হ'ল মা!

ভগবতী। তা জানিস্‌ না বিজয়ে! মহর্ষি মাণ্ডব্যের অভিশাপে মৃত্যুপতি যম বিদুররূপে কুরুকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন। ঐ দেখ মা, নিষ্প্রভ যমরাজসভা যমের মিলনে কি অপূর্ব্ব কান্তি বিস্তার ক'র্‌ছে! গা—মা, জয় ধর্ম্মের জয়! এস কৈলাসে যাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

যমরাজসভা।

যম, চিত্রগুপ্ত, যমকিঙ্করগণ, যমপারিষদগণ,
ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

যম। প্রভুর ইচ্ছায় আবার ত এলাম চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত। প্রভুর অদর্শনে আমরা জীবন্মৃত হ'য়েছিলাম প্রভু!

যমকিঙ্করগণ। প্রভুর অভিশাপ হয়নি, আমরাই অভিশপ্ত হ'য়েছিলুম।

২য় কিঙ্কর। ধর্ম্মরাজ বিহনে ধর্ম্মরাজ্যে কে আর সুখী ছিল?

৩য় কিঙ্কর। ভয়ঙ্কর অশান্তিতে নিয়ত জর্জ্জরিত হ'য়েছি দেব!

৪র্থ কিঙ্কর। যে যন্ত্রণা পেয়েছি প্রভু, তুষানলে বোধ হয় সে যন্ত্রণা নাই।

১ম পারিষদ। ভেবেছিলাম, বুঝি সে কুহেলিকার আর অবসান হবে না।

২য় পারিষদ। সেই মহর্ষি ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্যের বিষম অভিশাপ-বাণী স্মরণ ক'রেছি, আর ব্রাহ্মণের কার্য্য ভেবেচি।

৩য় পারিষদ। এখন বর্ষা অন্তর্হিত হ'ল, শারদ শশাঙ্ক-জ্যোতিঃ মেদিনী পূর্ণ ক'র্‌লে !

৪র্থ পারিষদ। আর কুমুদ-কহ্লার আমরা—আমাদের আর আনন্দের শেষ নাই ! নর্ত্তকীগণ, তোমরাও এ আনন্দে যোগদান কর।

গীত

নর্ত্তকীগণ। আয় রে শারদ চাঁদ ঢলে ঢলে আয়।
ফুলের পাপ্‌ড়ি থেকে নিয়ে রেণু, ডেকে আন্ মলয় বায়।
কোকিলায় কর্ নিমন্ত্রণ, প্রিয়সখী ভাল জানে সম্ভাষণ,
সঙ্গে নিয়ে রতি মদন আস্‌বে তুষিতে সবায়,
মন্দাকিনী ঢেউ খেলাবে পা'য়ে পারিজাতের মালায় ॥

কল্যাণপুর "পশুপতি প্রেসে"
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।